বৌদ্ধ-মিশন গ্রন্থমালা — ১৭

অজাতশত্রু

শ্রীমৎ শীলালঙ্কার স্থবির কর্ত্তৃক

প্রণীত।

প্রকাশিকা—

শ্রীমতী আশালতা বড়ুয়া।

২৪৭৭ বুদ্ধাব্দ] [১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ

বৌদ্ধ-মিশন প্রেস, রেঙ্গুন।

উপহার

শ্রী... বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে

এই পুস্তক খানি উপহার

প্রদান করিলাম।

...[illegible]

২৭।৫।৩৪ ইং

উৎসর্গ

আমার শৈশব-ক্ষেত্রে যাঁহার সযত্নে রোপিত বীজ হইতে অঙ্কুরিত দুর্ব্বলা লতাখানা আঁকিয়া-বাঁকিয়া ঊর্দ্ধদিকে উঠিবার প্রয়াস পাইতেছে ; বহুদিনের সাধনার ফলে সেই ক্ষীণা লতিকায় প্রস্ফুটিত এই বর্ণ-গন্ধ হীন "অজাতশত্রু" নামক দ্বিতীয় পুষ্পটি আমার সেই প্রথম বর্ণ-পরিচায়ক, বাল্য-শিক্ষক বিনাজুরী নিবাসী শ্রীযুত সতীশ চন্দ্র বড়ুয়ার করকমলে কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ প্রদান করিলাম।

শীলালঙ্কার স্থবির

নিবেদন

মানবের চিত্ত নির্ম্মল ও প্রভাস্বর। শ্বেতবস্ত্র মলিনতা প্রাপ্ত হওয়ার ন্যায়, চিত্তও লোভ-দ্বেষাদির দ্বারা দূষিত হয়। কুসংসর্গে মানব অধোগতির চরম সীমায় উপস্থিত হয়; সৎসংসর্গে মানবের মানবত্ব উজ্জ্বলতর রূপে বিকাশ প্রাপ্ত হয়।

অজাতশত্রু বুদ্ধ-বিদ্বেষী দেবদত্তের সংসর্গে পড়িয়া প্রথম জীবনে পিতৃ-হত্যাদির দ্বারা ঘোরতর নৃশংসতার পরিচয় প্রদান করেন। কিন্তু পরে করুণার অবতার ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধের আশ্রয় লাভে তাঁহার সেই কলুষ বিদূরিত হয়। স্পর্শমণির সংস্পর্শে লৌহ যেমন স্বর্ণে পরিণত হয়, তেমন বুদ্ধের সংস্পর্শও অজাত-শত্রুর পাপপঙ্কিলময় জীবনকে অনাবিল পুণ্যময় জীবনে পরিবর্ত্তিত করিয়াছিল।

অজাতশত্রুর জীবনের ঘটনাবলী আশ্চয্য ও লোমহর্ষকর। আমার সিংহল দ্বীপে অবস্থান কালীন, পালিভাষায় তাঁহার জীবনী পাঠ করিয়া আমি আশ্চয্যান্বিত হইয়াছিলাম এবং বিষয়টা আমার অত্যধিক

হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। তখনই আমার অন্তরে এক প্রেরণা জাগিয়া উঠে—"এই কাহিনীটি আমি বঙ্গ ভাষায় পরিবর্ত্তন করিয়া, বাঙ্গালীদিগকে জানাইব যে—মানব কিরূপে মানবত্ব হারাইতে পারে, আর কিরূপেই বা মানবতার উজ্জ্বল পরাকাষ্ঠা দেখাইতে পারে।"

ইহা প্রকাশের জন্য উৎসুক হইলেও গত আট বৎসর যাবৎ আমার সেই সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। তথাপি আশা ত্যাগ করিতে পারি নাই। আজ আমার পরমারাধ্যতম গুরুদেব বিনয়াচার্য্য শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের কৃপাদৃষ্টিতে আমার সেই আট বৎসরের উদ্যম সাফল্য মণ্ডিত হইল; সেই আড়াই হাজার বৎসরের অপূর্ব্ব ঘটনাবলী জনসমক্ষে প্রচার করিতে সমর্থ হইলাম। তাই আমি তাঁহার নিকট চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ।

আমার স্নেহাস্পদ শীলকূপ নিবাসী শ্রীমান সতীশ চন্দ্র বড়ুয়া অতিশয় যত্নের সহিত ইহার পাণ্ডুলিপি লিখিয়া দিয়া এবং তৎসঙ্গে অনেক বিষয়ের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া দিয়া পুস্তকটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া

দিয়াছে। তজ্জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করিতেছি। শ্রীযুত মুনীন্দ্র লাল বড়ুয়া এম, এ এবং ডাক্তার শ্রীযুত দ্বারিকা মোহন মুচ্ছুদ্দী এল, এম, পি মহোদয়গণ পুস্তকটি সংশোধন করিয়া দিয়া এবং দ্বারিকা বাবু সারগর্ভ একখানা ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাকে চিরানুগৃহীত করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। এই পুস্তক প্রণয়নে যাঁহাদের উৎসাহ ও সহায়তা লাভ করিয়াছি, তাঁহারাও আমার ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

চট্টগ্রাম কোঠেরপাড় নিবাসী ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুত নগেন্দ্র লাল বড়ুয়ার ঐকান্তিকতায় ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী সদ্ধর্ম্ম বৎসলা শ্রীমতী আশালতা বড়ুয়ার অর্থানুকূল্যে এই পুস্তকটি যথা শীঘ্র প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলাম। বলা বাহুল্য, তাঁহার এই দানে বৌদ্ধ-মিশন, তথা বৌদ্ধ-সমাজের মহদুপকার সাধিত হইল। নারীদের মধ্যে তিনিই প্রথম এই মিশন-গ্রন্থের প্রকাশিকা হইয়া বদান্যতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা[illegible] চট্টল-বৌদ্ধ নারী-সমাজে আদর্শ স্থানীয়া হইলেন। তাঁহার এই উদারতার জন্য আমি তাঁহাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ

প্রদান ও সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার মঙ্গল কামনা করিতেছি।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে—এই পুস্তকে পাঁচ খানা ছবি সন্নিবেশিত করা হইয়াছে. যদিও ছবিগুলি তখনকার দিনের প্রকৃত ঘটনা অনুযায়ী অথবা বিম্বিসার অজাতশত্রু ও বৈদেহী প্রভৃতির সঠিক চিত্রে চিত্রিত হয় নাই, তবুও চিত্রগুলি আধুনিক রুচি অনুযায়ী ও চিত্র দর্শনে ঘটনাটি উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়

মানব মাত্রেরই ভ্রম-প্রমাদ হইয়া থাকে। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও অনেক স্থানে যে অনেক প্রকারের দোষ পরিলক্ষিত হইবে না তাহা নয়। পাঠক-পাঠিকাগণ আমার এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটী গ্রহণ করিবেন না বরঞ্চ ভুল-প্রমাদ দেখাইয়া দিলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব। এই পুস্তকের সারমর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সাধারণের যদি কিছুমাত্র উপকার সাধিত হয়, তাহা হইলে আমার শ্রম সার্থক মনে করিব।

ইতি—

কলিকাতা—ধর্ম্মাঙ্কুর বিহার
মাঘী পূর্ণিমা
১৩৩৯ বাং
১৯৩৩ খৃঃ

শীলালঙ্কার স্থবির।

শ্রীমৎ শীলালঙ্কার স্থবির।

ভূমিকা

মগধরাজ বিম্বিসার ভগবান বুদ্ধের পরম ভক্ত স্রোতাপন্ন উপাসক ছিলেন তিনি শিশুনাগবংশের পঞ্চম রাজা। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস প্রণেতা ভিনসেণ্ট স্মিথ (*Vincent Smith*) লিখিয়াছেন যে, নৃপতি বিম্বিসার খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৩০ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।

তিনি নূতন রাজগৃহের প্রতিষ্ঠাতা। অঙ্গরাজ্য নিজের রাজ্যভুক্ত করিয়া তিনি মগধরাজ্যকে অতীব শক্তিশালী করিয়াছিলেন। কোশল-রাজবংশ ও লিচ্ছবি রাজবংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধের দ্বারা তিনি নিজকে অধিকতর শক্তিশালী করিয়াছিলেন; বস্তুতঃ তিনিই মগধসাম্রাজ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা।

তিনি কোশলরাজ প্রসেনজিতের ভগ্নী বৈদেহীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই বিবাহের যৌতুক স্বরূপ

বৈদেহীর পিতা মহাকোশল কাশীরাজ্য তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন।

রাণী বৈদেহীর গর্ভে কুমার অজাতশত্রুর জন্ম হয়। অজাতশত্রুর জন্মের পূর্ব্বেই দৈবজ্ঞেরা ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, রাণী বৈদেহীর গর্ভজাত সন্তান পিতৃহত্যা করিয়া রাজ্য গ্রহণ করিবে। জন্মের পূর্ব্বেই পিতার শত্রুরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম রাখা হইয়াছিল অজাতশত্রু।

কুমার অজাতশত্রু যখন যৌবনে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তখন ভগবানের চিরশত্রু ভিক্ষু দেবদত্ত ভগবানের জীবন নাশ করিবার জন্য অজাতশত্রুকে অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করিয়া নিজের বশীভূত করিয়াছিলেন।

দেবদত্তের কুপরামর্শে অজাতশত্রু পিতাকে হত্যা করিয়া রাজত্ব গ্রহণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাজা বিম্বিসার তাঁহার দুরভিসন্ধির বিষয় জ্ঞাত হইয়া স্বেচ্ছায় রাজত্ব ভার অজাতশত্রুকে প্রদান করিয়াছিলেন। অজাতশত্রু রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়া রাজা বিম্বিসারকে কারারুদ্ধ করিয়া অনশনে রাখিয়াছিলেন।

নৃপতি বিম্বিসার কারাগারে অনাহারে তিলে তিলে প্রাণ হারাইলেন। দৈবজ্ঞের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইল।

যেদিন মহারাজ বিম্বিসার কারাগারে প্রাণত্যাগ করিলেন, সেদিনই অজাতশত্রুর এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিল। পুত্রের জন্ম সংবাদ শ্রবণে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া তিনি ভাবিলেন—আমি যেদিন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, আমার পিতার অন্তরেও ত এমনই অফুরন্ত আনন্দ ধারা বর্ষিত হইয়াছিল! এই মনে করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ পিতাকে কারামুক্ত করিবার জন্য দৌড়িয়া গেলেন। তিনি কারাগারে গিয়া দেখিলেন—পিতার প্রাণপাখী দেহ-পিঞ্জর শূন্য করিয়া কোন্ অজানালোকে মহাপ্রস্থান করিয়াছে।

তিনি পিতৃশোকে কাঁদিয়া আকুল হইলেন। গভীর অনুতাপে তাঁহার হৃদয় জ্বলিতে লাগিল এবং মনে দুশ্চিন্তা ও ভয় দেখা দিল। রাত্রে তাঁহার নিদ্রা হইত না।

একদিন এক জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে শান্তি-লাভের আশায় মন্ত্রী জীবককে সঙ্গে লইয়া জীবকের

আম্রবনে ভগবান বুদ্ধের সমীপে উপনীত হইলেন। ভগবান তাঁহাকে শ্রামণ্যফল সূত্র দেশনা করিয়া তাঁহার জীবনের গতি ধর্ম্মপথে পরিচালিত করিয়াছিলেন। তৎপর তিনি ভগবানের পরম ভক্তরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন।

ভগবানের পরিনিব্বাণের পর তিনি ভগবানের দেহাস্থি সংগ্রহ করিয়া রাজগৃহে বিশাল স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া স্থাপন করিয়াছিলেন।

ভগবানের পরিনিব্বাণের চতুর্থ মাসে রাজগৃহের বেভার পর্ব্বতের পার্শ্বে সপ্তপর্ণী গুহাদ্বারে রাজা অজাতশত্রু স্থবির মহাকশ্যপের আদেশানুসারে এক দেববিমান সদৃশ মনোরম মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নির্ম্মিত মণ্ডপে প্রথম বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতির অধিবেশন হইয়াছিল। রাজা অজাতশত্রুও নিজ পুত্রের দ্বারা নিহত হইয়া পাপকর্ম্মের ফল ভোগ করিয়াছিলেন।

এই সব কাহিনী জাতক, ধর্ম্মপদের অর্থকথা ও দীর্ঘনিকায় প্রভৃতি বিবিধ পালিগ্রন্থে বিক্ষিপ্তভাবে লিপিবদ্ধ আছে। সঙ্ঘ-শক্তির সম্পাদক, রাহুল-চরিত

প্রণেতা শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ শীলালঙ্কার স্থবির মহোদয় নিপুণ মালাকারের মত নানা পালিগ্রন্থ হইতে চয়ন করিয়া পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন

বাঙ্গালা ভাষায় এইসব কাহিনী লইয়া কোন পুস্তক রচিত হয় নাই

আশা করি, তাঁহার "অজাতশত্রু" বঙ্গবাণীর ভাণ্ডারে অমূল্য সম্পদ রূপে পরিগণিত হইবে।

ডাক্তার
শ্রীদ্বারিকা মোহন মুচ্ছুদ্দী
L. M. F (Medelist)

"নমো তস্‌স"

অজাত-শত্রু

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিষবৃক্ষ।

সুবিশাল রাজোদ্যান। বিবিধ পাদপশ্রেণী বিরাজিত। কোন কোন বৃক্ষ পুষ্পবিহীন, অথচ শাখা-প্রশাখা-পত্র-পল্লবে মনোমুগ্ধকর। কোন কোন বৃক্ষ সুরভি কুসুম-সমলঙ্কৃত। ছোট ছোট গাছগুলি বিচিত্র বর্ণের পুষ্প নিচয়ে সুশোভিত। কোথাও নিবিড় লতা-কুঞ্জ বৈচিত্রময় সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে। কোন কোন কুঞ্জবন বিবিধ পুষ্পে পরিশোভিত। দেখিলে মনে হয়, যেন ছোট খাট এক একটা ফুলের পাহাড়। মধুকর মধুর রবে মধু আহরণে রত। সমীরণ কুসুম-সৌরভ হরণ করিয়া চতুর্দ্দিকে বিলাইয়া দিতেছে।

বিচিত্রপক্ষ বিহঙ্গমগণ সুতান লহরীতে উদ্যান আমোদিত করিতেছে।

তখন দিবা দ্বিপ্রহর অতীত প্রায়। সেই নির্জ্জন প্রমোদ উদ্যানের কোন নিভৃত স্থানে অপরূপ রূপলাবণ্য-ময়ী এক যুবতী কি এক গোপনীয় কার্য্যে ব্যাপৃতা। যুবতী মূল্যবান পরিচ্ছদে বিভূষিতা, বিচিত্র হীরা-মুক্তা খচিত হেমময় বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা। দেখিলেই মনে হয়, ইনি অতি উচ্চবংশীয় কোন সম্ভ্রান্ত কুলের মহিলা। তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুগঠিত, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, মুখমণ্ডল কমনীয়তায় পরিপূর্ণ, অথচ বিষাদিত। মধ্যে মধ্যে অন্তরের নিগূঢ় অসহ্য বেদনা-চিহ্ন মুখমণ্ডলে প্রতিফলিত হইতেছে। উন্মুক্ত কপোল দেশে বিন্দু বিন্দু স্বেদ নির্গত হইয়া মুক্তাবিন্দুর ন্যায় ঝলমল করিতেছে। তরুণী একাকিনী সেই নিভৃত স্থানে উপবিষ্ট। মাঝে মাঝে ভয়-বিহ্বলা হরিণীর ন্যায় চতুর্দ্দিক চাহিয়া দেখেন, কোথাও হইতে কেহ দেখিতেছে কিনা? বৃক্ষ-চ্যুত পত্রের পতন শব্দেও যুবতী শিহরিয়া উঠেন।

যুবতীর অলক্ষ্যে, তাঁহার পশ্চাতে অদূরে লতা-কুঞ্জের অন্তরালে দাঁড়াইয়া একজন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যুবতীর গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছেন। লোকটি প্রৌঢ়;

"রাণি, রাণি, একি করিতেছ !"

তাঁহার শরীর উজ্জ্বল সোনার বর্ণ, ললাট উন্নত, চক্ষুদ্বয় জ্যোতিঃপূর্ণ, মুখমণ্ডল তেজোদ্দীপ্ত, দেহ সবল ও সুদৃঢ়, কটিদেশে কোষবদ্ধ অসি, মস্তকে বহুমূল্য হীরা-মুক্তা খচিত শিরস্ত্রাণ। প্রৌঢ় বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে যুবতীর কার্য্য-কলাপ নিরীক্ষণ করিতেছেন।

প্রৌঢ়ের এবার অসহ্য হইল। তিনি আর নীরব থাকিতে পারিলেন না। হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—"রাণি, রাণি, একি করিতেছ!" উপর্য্যুপরি আবার সেই কম্পিত কণ্ঠ নির্জ্জন প্রমোদ উদ্যানের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গম্ভীর নাদে ধ্বনিত হইল—"রাণি, রাণি, একি করিতেছ!"

যুবতী সেই বজ্র-নির্ঘোষ কঠোর ধ্বনিতে চমকিয়া উঠিলেন। ভীত-চকিত নেত্রে বারেক মাত্র তাকাইয়া আবার অধোবদন হইলেন। যুবতীর সর্ব্বাঙ্গে বিন্দু বিন্দু স্বেদকণা নির্গত হইল, মুখমণ্ডল রক্তিম বর্ণ ধারণ করিল, বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল, দেহ থর থর কম্পিত হইল।

প্রৌঢ় দ্রুতপদবিক্ষেপে যুবতীর সম্মুখীন হইলেন। যুবতীর করদ্বয় ধারণ করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন—"রাণি, রাণি, একি করিতেছ! তুমি একি ভীষণ কার্য্যে

লিপ্ত হইয়াছ? আমার যৌবন অতীত হইয়াছে, প্রৌঢ় কালও অতীতের মুখে, এখনও আমরা সন্তান লাভে বঞ্চিত। সন্তান-সন্ততির মুখ কান্তি দর্শনে মাতা-পিতার অন্তরে যে এক অপার আনন্দ উচ্ছ্বাস প্রবাহিত হয়, এযাবৎ আমরা সেই অতুলানন্দের আস্বাদন পাই নাই। তুমি আজ অন্তঃসত্বা, তাতে আমার কত আনন্দ, একদিন পুত্র-মুখ দেখিব বলিয়া কত আশা; তুমি কিনা আজ সেই মহতী আশার মূলে কুঠারাঘাত করিতে কৃতসঙ্কল্পা, গর্ভপাতে উদ্যতা। রাণি, চিন্তা করিয়াছ কি—আমার এই সমুন্নত সুবিশাল রাজ্যভার কাহাকে দিয়া যাইব, এই অতুল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারীরূপে কেহ থাকিবে কি? তুমি এ কি কাজে লিপ্ত হইয়াছিলে?”

মৃগলোচনা ললনা সজল নেত্রে একবার প্রৌঢ়ের দিকে চাহিয়া আবার অধোদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। যুবতী অধোবদনে কহিলেন—“প্রাণনাথ, দাসীকে ক্ষমা করুন। যাহাতে আপনার আনন্দ, তাহাতে আমারও আনন্দ, আপনার নিরানন্দে আমার আনন্দ কোথায়? আমার দ্বারা যদি আপনি আনন্দ পান, তাতে আমার কত প্রীতি, কত সুখ। স্বামিন্, কোন্ নারী পুত্র আকাঙ্ক্ষা না করে? আমিও একটি পুত্র

লাভ করি, আমিও সন্তানের জননী হই, সেইটি কি আমার কামনা নহে? তাতে কি আমার আনন্দ নাই? কিন্তু মহারাজ, সেই আনন্দ কোথায়? এই যে নিরানন্দের স্বর থাকিয়া থাকিয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিতেছে। ভবিষ্যৎ আকাশ অমঙ্গল-ঘন-ঘটায় সমাচ্ছন্ন। সম্মুখ-পথ বিপদ-সঙ্কুল। মুহুর্মুহুঃ ভীতিসঞ্চার হইয়া অন্তরাত্মাকে বিশুষ্ক করিয়া দিতেছে। প্রিয়তম, অভাগিনীর গর্ভজাত সন্তান.........।" এতদূর বলিয়া যুবতীর কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল; আর বলিতে পারিলেন না। কেবল তাঁহার দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

প্রৌঢ় সুমধুর সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন—"প্রিয়ে, ছিঃ কাঁদ কেন? তুমি এইরূপ ব্যাকুল হইতেছ কেন? যাহা মঙ্গলময়, তাহাতে অমঙ্গল আশঙ্কা করিওনা। সুস্থির হও; আমাদের ভাগ্যাকাশে সুখসূর্য্য উদিত হইবে। অচিরে আমাদের আনন্দ-প্রস্রবণ প্রবাহিত হইবে। উৎকণ্ঠা পরিত্যাগ কর, শান্ত হও।"

তরুণী বাষ্পাকুল লোচনে রাজার প্রতি চাহিয়া বিস্ময়ের স্বরে বলিয়া উঠিলেন—"মহারাজ, যে স্থানে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ-দাবানল প্রদীপ্ত, সে স্থানে আবার সুখের

আশা! সে স্থানে আবার আনন্দের আশা! প্রজ্জ্বলিত হুতাশন দেখিয়া পতঙ্গ মনে করে—কতই না তাহা আনন্দময় রাজ্য, কতই না সুখের স্থান। কিন্তু মহারাজ, পতঙ্গ যখন সেই জ্বলন্ত আগুনে নিজকে ভস্মীভূত করে, তখন তাহারা সেই আনন্দ, সেই সুখ অনুভব করিতে পারে কি? তাই বলিতেছি, প্রাণনাথ, অভাগীর গর্ভজাত সন্তানের দ্বারা আপনার সন্তোষ উৎপাদন করা, আপনার জীবনকে আনন্দময় দেখা; আমার পোড়া অদৃষ্টে ঘটিবে না। আমার গর্ভজাত সন্তান আপনার পরম শত্রু! আমার সন্তানের হস্তে আপনার মৃত্যু! উঃ, অসহ্য! অসহ্য! প্রাণেশ্বর, আর অন্তরে সহ্য হয় না। তাহা স্মরণেও প্রাণ আতঙ্কিত হয়, শরীব রোমাঞ্চিত হয়। স্বামিন্, বহুদিন যাবৎ সেই দুঃখভার বহন করিয়া আসিতেছি, এখন আর পারি না, সেই অসহ্য দুঃখের অবসান করিতে এখন কৃত সঙ্কল্পা। ভবিষ্যৎ চিন্তা করিলে আমার প্রাণ অতিষ্ঠ হয়। আমার গর্ভের সন্তান আপনার শত্রুতাচরণ করিবে! আমার সন্তান আপনাকে সংহার করিবে! বলুন মহারাজ! কোন্ সন্তানের পাপীয়সী জননী পুত্রের সেই নৃশংসতা নীরবে সহ্য করিবে! স্বামীর প্রতি

এই নিষ্ঠুর অত্যাচার কিরূপে সহ্য করিব। মহারাজ, আমি অতি অভাগিনী; তাই ঈদৃশ হতভাগ্য পুত্র আমার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছে। আমি কোন মতেই আপনার এই পূত-চরিত্রময় অমূল্য জীবন আমার গর্ভজাত পুত্রের দ্বারা বিনষ্ট হইতে দিব না। যে পুত্র পিতৃহত্যা করিতে পারে, সেই পুত্র কিরূপ নৃশংস, পিশাচ প্রকৃতির তাহা চিন্তা করিয়া দেখুন। আপনার যথাধর্ম্ম রাজ্য শাসনে প্রজাগণ সুখী। সকলেই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট, সকলেই আপনাকে পালনকর্ত্তা পিতৃসদৃশ মনে করে। আপনার নিষ্ঠুর পুত্র আপনাকে হত্যা করিয়া যদি রাজ্য-ভার গ্রহণ করে, প্রজাগণের দুর্গতির একশেষ হইবে। তাহার অত্যাচারে প্রজাগণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিবে। আপনার সমুন্নত রাজ্য ধ্বংশ হইয়া যাইবে। এই কুপুত্র আপনার উচ্চতম গৌরব মণ্ডিত কুলে কলঙ্ক কালিমা লেপন করিবে। তখন আপনি স্বর্গে থাকিয়া দেখিবেন—পুত্রের অত্যাচার, রাজ্যের অমঙ্গল। ইহা দেখিয়া স্বর্গেও আপনি সুখী হইতে পারিবেন না। স্বামী হন্তাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছি, তাই আমারও কলঙ্ক। জগতে যতদিন চন্দ্র-সূর্য্য বিদ্যমান থাকিবে,

ততদিন এই কলঙ্ক বিঘোষিত হইবে—"বৈদেহীর পুত্র পিতৃঘাতী।" ঈদৃশ কুলাঙ্গার পুত্রের মুখাবলোকন পর্য্যন্ত আমি ইচ্ছা করি না। মহারাজ, দাসীকে ক্ষমা করুন। আপনার পায়ে পড়িয়া অনুরোধ করি—আপনি প্রাসাদে ফিরিয়া যান। আমার স্বামীকে যেই পাপিষ্ঠ হত্যা করিবে, তাহাকে অঙ্কুরে ধ্বংশ করিবার অবসর প্রদান করুন।"

যুবতীর এই গভীর শোকপূর্ণ আবেগময়ী বাণী শ্রবণ করিতে করিতে প্রৌঢ় চিত্রার্পিতের ন্যায় যুবতীর মুখপানে নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। কোন্ প্রবোধ বাক্যে রাণীকে সান্ত্বনা দান করিবেন, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া কিং-কর্ত্তব্য বিমূঢ়ের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। যুবতীর কথা সমাপ্ত হইলে প্রৌঢ় অতি ধীর মধুর সম্ভাষণে কহিলেন—"প্রেয়সি, তোমার কি মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিয়াছে? তুমি অনর্থক ঈদৃশ শোক-বহ্নিতে বিদগ্ধা হইতেছ কেন? তোমার এইরূপ চিন্তা পরিহার কর। কেন তুমি অকারণ গর্ভপাত করিবে? কে বলিবে তোমার এই পুত্র গুণ-গরিমায় মণ্ডিত হইবে না? কে বলিবে তোমার এই পুত্র ভদ্রতায়, নম্রতায়, সভ্যতায় আদর্শ স্থান অধিকার করিবে না?

কে বলিবে তোমার এই পুত্র শৌর্য্যে-বীর্য্যে পৃথিবীর শীর্ষ স্থান অধিকার করিবে না ? প্রাণাধিকে, তোমার এই পাপেচ্ছা পরিত্যাগ কর।"

তরুণী বিস্ময়ের স্বরে কহিলেন—"মহারাজ, তবে দৈবজ্ঞের কথা কি ব্যর্থ হইবে ?"

প্রৌঢ় কহিলেন—"রাণি, দৈবজ্ঞেরা সর্ব্বজ্ঞ নহেন; তাঁহাদের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হইতে পারে না।"

যুবতী কহিলেন—"মহারাজ, দৈবজ্ঞের কথা যদি সত্য না হইবে, আমাদের গৌতম বুদ্ধ যখন মাতৃগর্ভে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন দৈবজ্ঞেরা যাহা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন এবং ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরও যেই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, তাহা কি ব্যর্থ হইয়াছে ? সে যাহা হউক, আমার এই পাপ দোহদ (বাসনা) উৎপন্ন হইবার কারণ কি ? যেই পুত্র গর্ভে থাকিতে আপনার রক্তপান করিতে পারে, তাহার প্রতি কি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি ? সে ত অজাত-শত্রু, নিশ্চয় এই পুত্র কালে অনর্থ ঘটাইবে।"

প্রৌঢ় কহিলেন—"রাণি, কে বলিতে পারে তোমার গর্ভে এইটী পুত্র সন্তান অথবা কন্যা সন্তান ?

দৈবজ্ঞের কথা যদি সত্য হয়, পুত্র ,সন্তান হইলেই ত আমার অনর্থ ঘটাইবে; আর যদি কন্যা সন্তান হয়, তুমিই ত অনর্থ ঘটাইলে। রাণি, তোমার সেই পাপেচ্ছা পরিত্যাগ কর। চল, গৃহে প্রত্যাগমন করি।”

যুবতী কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তাঁহার প্রাণ কিছুতেই প্রবোধ মানিতে চায় না। তাঁহার আকুল প্রাণ হাহাকার করিতে লাগিল। বারংবার যেন তাঁহার শ্রুতি পথে ধ্বনিত হইল—“অমঙ্গল, অমঙ্গল, অজাত-শত্রু, অজাত-শত্রু,” যুবতী শিহরিয়া উঠিলেন। তখন সজল নেত্রে প্রৌঢ়কে কহিলেন—“মহারাজ, আপনি আমার আরব্ধ কার্য্যে একান্তই বাধা প্রদান করিবেন?”

তখন প্রৌঢ় দৃঢ় স্বরে কহিলেন—“হাঁ প্রিয়ে, আমি জীবিত থাকিতে কিছুতেই তোমার এই পাপ বাসনা পূর্ণ হইতে দিব না।”

রমণী কহিলেন—“মহারাজ, আমাকে বাধা প্রদান করা নয়। অমঙ্গলের পথ পরিষ্কার করা। ভবিষ্যতে এই বিষ-বৃক্ষের বিষময় ফল স্বয়ংই ভোগ করিবেন।”

প্রৌঢ় স্মিত মুখে কহিলেন—"আচ্ছা রাণি, দেখা যাইবে; তজ্জন্য তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"

তখন যুবতী চিন্তা করিলেন—"আমি আর কি করিব, এত অনুরোধ করিলাম, এত অনুনয় বিনয় করিলাম, কিছুতেই তিনি ত শুনিলেন না। স্বামীর আদেশ অমান্য করা কিছুতেই শোভনীয় নহে। আজ আর পারিলাম না, দেখি আর সেই সুযোগ করিতে পারি কি না। যদি ও বা প্রসবের পূর্ব্বে না পারি, প্রসবান্তে যদি দেখিতে পাই—এটা পুত্র সন্তান, তখন হইলেও ইহাকে হত্যা করিব।" এই মনে করিয়া প্রৌঢ়কে কহিলেন—"মহারাজ, আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। চলুন, তবে গৃহে ফিরিয়া যাই।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মগধ রাজ্য

(১)

মগধের শোভা বৈচিত্র্যময়। সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা মগধভূমি লক্ষ্মীর আবাস স্থল। মগধ অতি বিশাল ও পুরাতন রাজ্য। মধ্যে মধ্যে বিবিধ বৃক্ষ সমাকীর্ণ শৈলশ্রেণী অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সম্বর্দ্ধন করিতেছে। কোথাও বিস্তীর্ণা নদী আঁকিয়া বাঁকিয়া উধাও হইয়া ছুটিয়াছে। নদী-বক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা বিচিত্র ভাবে খেলা করিতেছে। কোথাও শ্যামল বর্ণের বিস্তীর্ণ মাঠ, কোথাও বন্ধুর স্থান, আর কোথাও অরণ্যময় প্রদেশ। নানাবেশে মগধ সুশোভিত। দেখিলে মনে হয়—মগধ যেন সৌন্দর্য্যময়ী প্রকৃতির লীলা নিকেতন।

মহারাজ বিম্বিসার সেই মগধ রাজ্যের অধীশ্বর। বহুশত সৌধমালা সমাকীর্ণ শ্রীসৌভাগ্য সমুন্নত অলকা বিনিন্দিত রাজগৃহ মগধের রাজধানী। সেই সুরম্য

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাজগৃহ নগরে মগধের বক্ষ পরিশোভিত হীরা-মুক্তা খচিত বহুমূল্য স্বর্ণ-সিংহাসন মহারাজ বিম্বিসার সগৌরবে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। মহারাজ এক-দিকে যেমন শৌর্য্যে-বীর্য্যে মহাপরাক্রমশালী, অপর দিকে তেমন মৈত্রী করুণার আধার পরম ধার্ম্মিক। তাঁহার রাজ্য শাসন প্রণালী বিচক্ষণ বুদ্ধিমত্তার পরি-চায়ক। তিনি অতিশয় প্রজাবৎসল ছিলেন। তাঁহার রাজ্যে অফুরন্ত ভোগৈশ্বর্য্য সমন্বিত মহাপুণ্যবান জোতীয়, জটিল, মেণ্ডক, পূর্ণক ও কাকবলিয় নামক এই পঞ্চ জন ধনকুবের ছিলেন। ইহাও মহারাজ বিম্বিসারের অন্যতম একটা বিশেষ গৌরবের কারণ ছিল। পূর্ব্ব জন্মের কুশল কর্ম্মের প্রভাবে তাঁহা-দের প্রত্যেকের গৃহে মৃত্তিকা ভেদ করিয়া হস্তীমুখ, অশ্বমুখ, সিংহমুখ ও মেণ্ডকমুখ প্রভৃতি উত্থিত হইয়া-ছিল। স্বর্ণ, রৌপ্য, তণ্ডুল ও বস্ত্রাদির যথেচ্ছিত বস্তু ঐ মুখ হইতে নির্গত হইত।

মহারাজ বিম্বিসার রূপলাবণ্যে দেদীপ্যমান। তাঁহার উজ্জ্বল শরীর কান্তি সার (বিশুদ্ধ) বিম্বি (স্বর্ণ) বর্ণ ছিল, তাই তিনি বিম্বিসার নামে অভি-হিত হইতেন। তাঁহার শান্তোজ্জ্বল মূর্ত্তি দর্শকের

অন্তরে ভক্তির সঞ্চার করিত। তিনি গৌতম বুদ্ধের পরম ভক্ত ছিলেন। বুদ্ধের প্রথম দর্শনেই তিনি স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিয়াছিলেন। সেই হইতে বুদ্ধের প্রতি তিনি অটল-অচল ভক্তি-শ্রদ্ধা চির সহচর রূপে লাভ করিয়াছিলেন। তিনি শীল ভঙ্গ করার চেয়ে প্রাণ বিসর্জ্জন দেওয়া শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন। ক্ষুদ্র-মহৎ সমস্ত প্রাণীর প্রতি তিনি মৈত্রীভাব পোষণ করিতেন। হত্যার কথা দূরে থাক্, কোন প্রাণীর সামান্য দুঃখ দেখিলেও তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। ক্রীড়াচ্ছলেও পরদ্রব্য গোপন করা তিনি পছন্দ করিতেন না। পর-রক্ষিতা স্ত্রীজাতির প্রতি ইচ্ছা পূর্ব্বক দর্শন করাও পাপজনক মনে করিতেন; উপহাসচ্ছলেও মিথ্যাবলা তাঁহার অপ্রীতিকর ছিল, এবং মাদক দ্রব্যকে বিষতুল্য ভয় করিতেন। এইরূপ প্রত্যেক শীলের প্রতিই তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল।

রূপসী ক্ষেমা মহারাজ বিম্বিসারের প্রধানা মহিষী। রূপের অহঙ্কারে আত্মহারা ক্ষেমা বুদ্ধের অনিত্যতা প্রকাশক ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা হীনা ছিলেন। রূপমোহে আত্মবিস্মৃতা ক্ষেমা একদিন বুদ্ধের ঋদ্ধি ও উপদেশের প্রভাবে অর্হত্ব লাভ করিলেন। ক্ষীণাশ্রবা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ক্ষেমা সংসারের সমস্ত ভোগ-বিলাস বিসর্জ্জন দিয়া ভিক্ষুণী ধর্ম্মে দীক্ষিতা হইলে, মহারাজ বিম্বিসার বৈদেহী নাম্নী অষ্টাদশ বর্ষীয়া কোশল-রাজ-কন্যাকে অগ্রমহিষীর পদে বরণ করিয়া লইলেন।

পাঠকগণের কৌতূহল নিরাকরণের জন্য ক্ষেমার বৈচিত্র্যময় জীবনের সেই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনের অপূর্ব্ব কাহিনী সংক্ষেপে এই স্থলে বিবৃতি করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

ক্ষেমা

ক্ষেমা মদ্ররাজের একমাত্র দুহিতা। তিনি অপরূপ রূপলাবণ্য শালিনী ও সুলক্ষণ যুক্তা ছিলেন। যৌবন প্রারম্ভে তাঁহার রূপ-মাধুরী উজ্জ্বলতর রূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। মগধেশ্বর বিম্বিসারকে উপযুক্ত মনে করিয়া মদ্ররাজ আপন স্নেহ-প্রতিমা কন্যাকে মহারাজের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ক্ষেমার মনো-হারী রূপলাবণ্য সন্দর্শন করিয়া বিম্বিসার মোহিত হইলেন। রাজা ক্ষেমাকে অগ্রমহিষীর পদে বরণ

করিয়া লইলেন। বিম্বিসার ক্ষেমাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে লাগিলেন। ক্ষেমাও অত্যধিক পতি সোহাগিনী ও পতি পরায়ণা হইলেন।

ক্ষেমা অতি রূপসী, তাই তিনি বড় রূপের অহঙ্কার করিতেন। তাঁহার একমাত্র নিত্যনৈমিত্তিক কাজ ছিল— বিবিধ সাজ-সজ্জায় ব্যাপৃত থাকা। তাঁহার বিচিত্র বিলাস-ভবন বিবিধ বিলাস-দ্রব্যে সুসজ্জিত ও কুঙ্কুম-চন্দনাদি বিবিধ গন্ধে সদা আমোদিত থাকিত। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ যাহাতে দেখা যায় সেইরূপ বিশাল দর্পণ গৃহের চতুঃপার্শ্বে সন্নিবেশিত ছিল। তিনি দর্পণ-সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার সেই অপূর্ব্ব লাবণ্যের কোথাও ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে কিনা, তাহা বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তৎপর সাজ-সজ্জায় আত্মনিয়োগ করিতেন। তিনি এক এক ঘণ্টা অন্তর এক এক প্রকার সজ্জায় সজ্জিত হইতেন ও হীরা-মুক্তা খচিত বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত হইতেন এবং শ্বেত-পীত-নীল-পাণ্ডুর-রক্তিম-সবুজ ইত্যাদি বিবিধ বর্ণের বস্ত্র পরিধান করিতেন। ললাটে সিন্দুর-বিন্দু, গলে মুক্তার হার, হস্তে হেম-কঙ্কণ ও কটিদেশে মেখলা-দাম পরিয়া সজ্জা শেষ হইলে, সর্ব্বাঙ্গ আবার বিশেষ

ভাবে নিরীক্ষণ করেন।

ক্ষেমা বিলাসভোগে প্রমত্তা, রূপগরিমায় গরবিণী হইলেও স্বামীর মনস্তুষ্টি সম্পাদনে যত্নবতী থাকিতেন। কিন্তু রাণীর একটা বিষয়ে কখনও কখনও রাজার অন্তরে অপ্রীতির সঞ্চার হইত। রাজা ছিলেন বুদ্ধের পরম ভক্ত; কিন্তু ক্ষেমা ছিলেন বুদ্ধধর্ম্মে আস্থাহীনা। দুই জন দুই স্রোতে প্রবাহিত; তদ্ধেতু ক্ষেমা দেবী যে বুদ্ধের অনিষ্ট কামনা করিতেন, অথবা বুদ্ধকে অশ্রদ্ধা করিতেন তাহা নহে। কেবল মাত্র বুদ্ধের অনিত্যতা প্রকাশক ধর্ম্মই তিনি পছন্দ করিতেন না। বুদ্ধের সম্মুখীন হইতে তাঁহার বড় ভয় হইত। কারণ বুদ্ধের প্রত্যেক উপদেশে রূপ—অনিত্য, রূপ—অসার, রূপ—আমার নহে, রূপ—দুঃখময়, রূপে—বিতৃষ্ণ হও ইত্যাদি রূপের অসারত্ব প্রতিপন্ন হয়। ক্ষেমা পরস্পারের মুখে ভগবানের এবংবিধ ধর্ম্মোপদেশের কথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ দুঃখিতা হইতেন। তাঁহার ধারণা হইত—এই কথাগুলি যেন তাঁহাকে উপলক্ষ করিয়াই বলা হইল। তাঁহার রূপের যেন অপমান করা হইল। তিনি চিন্তা করিতেন—"আমি রূপসী, এই রূপ আমার

অতি প্রিয়তর। নারীজীবনে রূপই একমাত্র সুদুর্লভ রত্ন। রূপই নারীজীবনের গৌরব-মুকুট। রূপ হীনাকে কে ভালবাসে ? এই রূপ আমার সাধনার বস্তু। মহারাজ আমাকে ভালবাসেন একমাত্র আমার এই রূপের গুণে ; আমার এই ভুবন মোহিনী রূপ-মাধুরীই আমাকে পাটরাণী সাঁজাইয়াছে। আমি যদি রূপহীনা হইতাম, তবে কি আমি মহারাজের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী হইতে পারিতাম ! আমার এই রূপের প্রভাবেই আমি সৌভাগ্যশালিনী। আমি যদি ভগবৎ সমীপে উপস্থিত হই, ভগবান—"রূপ—অনিত্য, রূপ—অসার, রূপ—দুঃখময়" বলিলে আমার রূপের অপমান করা হইবে। দৈনন্দিন আমার রূপশ্রী উছলিয়া পড়িতেছে, অনিত্য হইল কোন্ দিক্ দিয়া ! যেই রূপের প্রভাবে আমি এত সৌভাগ্যশালিনী, সেই রূপ আবার বলে অসার—দুঃখময় ! আমার এত সাধের, এত সাধনার অনিন্দনীয় রূপের অবমাননা আমার প্রাণে সহ্য হইবে না। যাহা দ্বারা আমি এত গৌরবান্বিতা, তাহার অবজ্ঞা কোন্ প্রাণে সহ্য করিব ! হয়তঃ সেই সময় সহচরীরাও আমার প্রতি কটাক্ষ-পাত করিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিবে। সেই অপমানের

চেয়ে ভগবানের নিকট একেবারে না যাওয়াই উত্তম মনে করি।” এই চিন্তা করিয়া ক্ষেমাদেবী ভগবানের নিকট কখনও যাইতেন না।

(২)

তখন ভগবান অবস্থান করিতেছিলেন রাজগৃহের বেণুবনে। এই সুযোগে মগধবাসী উপাসক-উপাসিকা-গণ প্রতিদিন অপরাহ্নে বিবিধ পূজোপকরণ হস্তে বিহারে উপস্থিত হইতেন। ভগবান তাঁহাদিগকে সুমধুর স্বরে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। ভগবানের শ্রীমুখ পঙ্কজ নিঃসৃত সুকোমল স্বর-লহরীতে ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া সকলেই তন্ময় হইয়া যাইতেন। ধর্ম্মদেশনার পর সকলেই প্রমোদিত চিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করি-তেন। মহারাজ বিম্বিসারও মধ্যে মধ্যে অন্তঃপুরিকা সমভিব্যাহারে ধর্ম্ম শ্রবণ মানসে বিহারে যাইতেন। কেবল যাইতেন না ক্ষেমাদেবী। মহারাজ ক্ষেমাদেবীর সহিত একত্র হইলে বুদ্ধের বত্রিশ মহাপুরুষলক্ষণ, অশীতি অনুব্যঞ্জনাদি বিবিধ গুণাবলী বর্ণনা করিতেন। ক্ষেমাদেবীও তাহা একান্ত মনে শ্রবণ করিতেন। যখন রাজা বুদ্ধ-ভাষিত উপদেশাবলী বলিতে আরম্ভ

করিতেন, তখন ক্ষেমাদেবী বিরক্তি প্রকাশ করিতেন, অপ্রসন্নভাবে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া থাকিতেন। বুদ্ধের ধর্ম্মের প্রতি ক্ষেমার এই অপ্রীতিকর ভাব দেখিয়া রাজাও একটু দুঃখিত হইতেন ; তথাপি ক্ষেমার যাহাতে চিত্তের পরিবর্ত্তন ঘটে, তজ্জন্য রাজাও চেষ্টার ত্রুটি করিতেন না। একদিন মহারাজ বিম্বিসারের এইরূপ চিন্তার উদ্রেক হইল—"আমার ন্যায় একজন আর্য্য শ্রাবকের স্ত্রী বিহারে যায় না, বুদ্ধ দর্শন করে না, বুদ্ধের ধর্ম্মে প্রীতি পায় না, এই সব কথা যদি জনসমক্ষে প্রচার হয়, তাহা হইলে ইহা আমার পক্ষে নিতান্ত লজ্জাজনক হইবে। ক্ষেমার এই ভ্রান্তি যাহাতে অপনোদন করা যায়, সেইরূপ আমাকে এমন একটি উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে, ক্ষেমাদেবী স্বেচ্ছায় যেন বেণুবনে গমন করে।" পরদিন রাজা পণ্ডিত সভায় প্রচার করিয়া দিলেন—"যিনি বেণুবনের মনোহর দৃশ্যাবলী সম্বন্ধে আশ্চর্য্যপ্রদ বিশেষণ সংযুক্ত সুমধুর পদাবলীতে সঙ্গীত রচনা করিতে পারিবেন, তাঁহাকে পুরস্কৃত করা হইবে।" পণ্ডিতগণ রাজার আদেশানুসারে এমন এক সুমধুর সঙ্গীত রচনা করিয়া দিলেন যে, রাজা প্রথম শ্রবণ করিয়াই চমৎকৃত

হইলেন। অতঃপর রাজা কয়েকজন বীণাবাদনে সিদ্ধহস্ত সুকণ্ঠ সঙ্গীতাচার্য্য নির্ব্বাচন করিয়া নিলেন, তাহাদিগকে বেণুবনের গুণ বর্ণনা শিক্ষা দিয়া ক্ষেমাদেবী যাহাতে শুনিতে পান, এরূপ স্থানে কীর্ত্তন করিতে আদেশ করিলেন। গায়কেরাও পথে, ঘাটে—অন্তপুরে, রাজোদ্যানে যেখানে সেখানে বসিয়া বেণুবনের গুণ কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিল। গায়কেরা এমন সুললিত বীণার ঝঙ্কারের ঐকতানে গান করিতে লাগিল যে— তাহা শ্রবণ করিয়া সকলেই বিমোহিত হইল। রাণী ক্ষেমাদেবীও বিমুগ্ধা হইলেন। অবশেষে তিনি গায়কদিগকে আহ্বান করিয়া তাঁহার সম্মুখেই গান করিতে আদেশ দিলেন। কয়েক দিন গান শ্রবণের পর তাঁহার যেন মনে হইতে লাগিল— "বেণুবন একখানা স্বর্গের নন্দন কানন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা হইল— একবার যাইয়া বেণুবন দেখিয়া আসেন। তিনি চিন্তা করিলেন— বেণুবন দর্শন করিয়াছি, সে আজ অনেক দিনের কথা। রাজগৃহে বুদ্ধের প্রথম পদার্পণ হইতেই আমার বেণুবনে গমন বন্ধ হয়। পথে যদি বুদ্ধের সম্মুখীন হইয়া পড়ি, সেই ভয়ে বেণুবন

দর্শন করিবার সাহস পাই নাই। না, এবার আমি নিশ্চয়ই বেণুবন দর্শন করিয়া আসিব। মহারাজকে বলিয়া আগামী কল্যই বেণুবনে গমন করিব।

অতঃপর মহারাজের সঙ্গে একত্র হইলেই রাণী বেণুবনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন।

রাণী কহিলেন—"মহারাজ, বেণুবন দর্শনার্থ আমার বলবতী বাসনার সঞ্চার হইয়াছে। আপনার আদেশ হইলে বেণুবন দেখিয়া আসিতে পারি।"

রাণী আপনা হইতেই বেণুবন দর্শন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন দেখিয়া রাজা অতীব সন্তুষ্ট হইলেন। "বহুদিনের পর আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল. এই মনে করিয়া রাজা স্মিতমুখে কহিলেন—"প্রিয়ে! তোমার ইচ্ছা হইলে আমার আপত্তি কি? দর্শকবৃন্দ দলে দলে যাইয়া বেণুবন দেখিয়া আসিতেছে, তুমি যাইবে না কেন? তোমার যখন ইচ্ছা দাস-দাসী সঙ্গে লইয়া বেণুবন দেখিয়া আসিও।
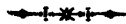
তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ক্ষেমার বেণুবন দর্শন

(১)

নিশা অবসান প্রায়। ধরিত্রী তখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন। সূর্য্য উদিত হইবার এখনও অনেক দেরী। বিহঙ্গম সমূহ এক একবার উচ্চৈঃস্বরে কলধ্বনি করিয়া ঊষার আগমন বার্ত্তা জগদ্বাসীকে জানাইয়া দিয়া আবার নীরব হইতেছে। দূরে একটা কোকিল তাহার বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠের মুহুর্মুহুঃ ঝঙ্কার দিতেছে। তখন ক্ষেমাদেবী নিদ্রা হইতে প্রবুদ্ধা হইলেন। আজ কোকিলের সেই সুতান লহরী তাঁহার হৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়া তুলিল। ক্ষেমার অন্তরে আজ কেমন এক আনন্দের জ্যোতিঃ ভাসিয়া উঠিল। তাঁহার প্রাণ আকুল হইল। অপ্রত্যাশিত কিছু যেন পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিল। শয্যায় পড়িয়া থাকিতে

তাঁহার আর ইচ্ছা হইল না। শয্যা ত্যাগ করিয়া তিনি বাহিরে আসিলেন। তখনও একটু একটু অন্ধকার। তিনি আবার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া পালঙ্কে উপবেশন করিলেন। তখন তাঁহার বাম বাহু স্পন্দিত হইল। চিন্তা করিলেন—"ইহা ত শুভ লক্ষণ। না জানি আমার কোন্ শুভ মুহূর্ত্ত উপস্থিত। প্রাণ এত আকুল হইতেছে কেন ? হৃদয়ে এত আনন্দের সঞ্চার হইতেছে কেন?" তিনি বারম্বার ইহা চিন্তা করিয়াও প্রকৃত কারণ উপলব্ধি করিতে পারিলেন না।

তখন পৃথিবী উষার আলোকে আলোকিতা। ক্ষেমাদেবী অলিন্দে আসিয়া দাঁড়াইলেন। প্রভাতের স্নিগ্ধ বায়ু মৃদুমন্দ হিল্লোলে প্রবাহিত হইয়া ক্ষেমা-দেবীর প্রাণে বিমল আনন্দের সঞ্চার করিয়া দিল। তখন তিনি পূর্ব্বাকাশে দেখিতে পাইলেন—সমস্ত পৃথিবী সোনালী বর্ণে রঞ্জিত করিয়া অতি সুন্দর উজ্জ্বল বৃহত্তর স্বর্ণথালার ন্যায় গোলাকার সোণার বরণ তরুণ তপন উদিত হইতেছে। আজ ক্ষেমা-দেবীর চক্ষে তাহা বড়ই সুন্দর দেখাইল। অপলক নেত্রে তিনি তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তাহা যতই ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতেছে, ততই অধিকতর দীপ্তিশালী

হইয়া পৃথিবীকে আলোকময় করিয়া দিতেছে। তখন ক্ষেমাদেবীর মনে হইল—তিনিও যেন আজ এইরূপ জ্যোতির্ম্ময় কিছু লাভ করিবেন।

(২)

যথা সময়ে রাণী ক্ষেমাদেবী দাসদাসী ও সখি-গণ পরিবৃতা হইয়া বেণুবন দর্শন মানসে চলিলেন। রাজা সকলকে গোপনে বলিয়া দিলেন—"উদ্যান দর্শনের পর যদি রাণী স্বেচ্ছায় বুদ্ধের নিকট যান ভাল, না হয় তাঁহাকে যে কোন প্রকারে বুদ্ধের নিকট লইয়া যাইও, তজ্জন্য তোমাদের সমস্ত দোষ মার্জ্জনীয়।"

ক্ষেমাদেবী প্রমুখ সকলে যথাক্রমে বেণুবন উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। পিঞ্জর মুক্ত বিহঙ্গম যেই-রূপ মনের সুখে বনে বনে বিচরণ করে; ক্ষেমা-দেবীও বুদ্ধের সাক্ষাৎ ভয়ে এতদিন রাজ-প্রাসাদ পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকিয়া আজ হঠাৎ বাহিরের মুক্ত বাতাস লাভ করাতে তাঁহার প্রাণও আনন্দময় হইল। যে কোন দৃশ্য দেখিলেই তাহা যেন অভিনব বলিয়াই মনে হইতে লাগিল। রাণী প্রফুল্ল মনে উদ্যানের দৃশ্যাবলী অবলোকন করিতে লাগিলেন। উদ্যানের

মধ্যে মধ্যে পত্র-পল্লব সমাচ্ছন্ন বিটপীশ্রেণী সুশীতল ছায়া প্রদান করিতে দণ্ডায়মান, কোথাও চম্পক-বন সোণার বরণ চম্পক পুষ্পে সুশোভিত। স্থানে স্থানে বিবিধ বিচিত্র বর্ণের পুষ্প নিচয় সৌরভ বিস্তার করিয়া দর্শক বৃন্দের প্রাণ আকুল করিতেছে। কৃষ্ণ-বর্ণের ভৃঙ্গদল পরিমল লোভে পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে উড়িয়া বসিতেছে। কোথাও মাধবী লতার কুঞ্জবন দর্শকগণের নয়ন-মনের তৃপ্তি সম্পাদন করিতেছে। কোথাও কুমুদ-বন, আর কোথাও পদ্ম-বন, শ্বেত-নীল-রক্তিম বিবিধ বর্ণের শতদল, সহস্রদল পদ্ম প্রস্ফুটিত। পদ্মের মধুর গন্ধে বন আমোদিত।

রাণী উদ্যানের এই সমস্ত দৃশ্যাবলী দর্শন করিয়া অতীব আমোদ উপভোগ করিলেন। সন্ধ্যা সমাগত প্রায়; এবার রাণী প্রত্যাগমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তখন সখীরা রাণীকে এই বলিয়া অনু-রোধ করিতে লাগিলেন—"দেবি, বেণুবনের দর্শনীয় সমস্ত দেখিলেন। কিন্তু যাঁহাকে দেখিলে চক্ষু জুড়া-ইবে, প্রাণে শান্তি আসিবে, যাঁহার ধর্ম্ম শ্রবণে হৃদয় আনন্দ পাইবে, সেই মহাপুরুষকে ত দর্শন করিলেন না।" রাণী কহিলেন—"তিনি কে?"

সখীরা মৃদুহাস্যে কহিল—“এই যে ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ বেণুবন বিহারে অবস্থান করিতেছেন, আসুন না একবার তাঁহাকেও দর্শন করিয়া যাই। দেবি, সেইরূপ একজন মহৎ পুরুষকে দর্শন করিলেও জীবন ধন্য হইবে। তাঁহার কি সুন্দর সোণার বরণ শরীর, দেহ-জ্যোতিঃতে চতুর্দ্দিক আলোকিত। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে মহাপুরুষ-লক্ষণ সমূহ কি সুন্দর ভাবে বিরাজ করিতেছে তাঁহার কেমন করুণা-পূর্ণ চাহনি, কেমন কোমল-মধুর কথা, উপদেশাবলী যেন অমৃতময়ী, শ্রবণেও প্রাণ শীতল হয়। আসুন দেবি, যাইয়া একবার তাঁহাকে দর্শন করি, এবং তাঁহার সেই অমৃতোপম ধর্ম্ম শ্রবণ করি।

আজ রাণীর চিত্তের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন। পূর্ব্বের সেই অহমিকা আজ কেমন দমিত হইয়া গিয়াছে আজ প্রভাত হইতে তাঁহার চিত্ত কি একটা যেন অভাব অনুভব করিতেছে, কি যেন পাইবার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইতেছে। আজ সারাদিন কেমন এক আনন্দ কণিকা তাঁহার হৃদয়াকাশে বিদ্যুৎলতার ন্যায় খেলা করিতেছে। এখন রাণীরও একটু একটু অনুভব হইতেছে— বেণুবন বিহারে উপস্থিত হইলেই

তাঁহার যেন সেই অভাবের পূর্ণতা সাধন হইবে, আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইবে, আকুল প্রাণ শান্ত হইবে, আনন্দের সেই ক্ষুদ্র কণিকা বৃহত্তর আকারে পরিণত হইয়া সমস্ত জগতকে যেন প্লাবিত করিয়া দিবে।'

ভগবানের দর্শন লাভের জন্য প্রাণ আকুল হইলেও এতদিন তিনি অহঙ্কারে প্রমত্ত হইয়া যেই বুদ্ধকে উপেক্ষা করিয়া আসিতেছেন, আজ হঠাৎ কোন্ মুখে বলিয়া ফেলিবেন— "হাঁ, চল যাই বুদ্ধের সদনে, বুদ্ধকে দেখিবার আমারও ইচ্ছা," রাণী মনের ভাব গোপন করিয়া কপট রোষে কহিলেন— "তোমরা বিশেষরূপে জান যে এযাবৎ আমি কোন দিন ভগবৎ সমীপে যাই নাই, তাঁহার ধর্ম্ম শ্রবণ করিবারও আমার প্রবৃত্তি হয় নাই। তাহা অবগত থাকিয়াও আজ তোমরা কোন্ সাহসে আমার সঙ্গে ঈদৃশ বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইলে ?"

সখীরা জিজ্ঞাসা করিল— "দেবি, বুদ্ধ আপনার কোন অনিষ্ট করিয়াছেন কি ? যেহেতু তাঁহাকে দেখিতে পর্য্যন্ত আপনার প্রবৃত্তি হইতেছে না ?"

রাণী কহিলেন— "বুদ্ধ আমার কোন অনিষ্ট করেন নাই, তাঁহাকে দেখিতেও আমার কোন

আপত্তি নাই, অথচ তাঁহার ধর্ম্ম শ্রবণ করিতে আমার কেমন ইচ্ছা হয় না।"

সখী— "তাঁহার ধর্ম্ম শ্রবণ নাই বা করিলেন; যাইবার সময় একটু দেখিয়া যাইবেন মাত্র, আস্থন, বিহারে যাইয়া তাঁহার বুদ্ধলীলা দর্শন করিয়া যাই।"

রাণী— "তোমরা পাগল নাকি? তাঁহাকে দেখিব, আর তাঁহার কথা গুলি আমার কর্ণকুহরে পৌঁছিবেনা।"

সখী— "রাণিমা, তাঁহার ধর্ম্ম আমরা শুনিতে যাইব কেন? আমরা দূরপথে তাঁহাকে দেখিতে দেখিতেই চলিয়া যাইব।"

রাণী এবার নীরব হইলেন, যেন কি ভাবিতেছেন। সকলের প্রাণে একটু আশার সঞ্চার হইল। সকলে সোৎস্থক দৃষ্টিতে রাণীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। রাণী এবার ধীরস্বরে কহিলেন— "তোমাদের কথা অভিরুচি।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ভ্রান্তি দূর

রাণী ক্ষেমাদেবী সহচরী পরিবৃতা হইয়া বিহার পথে অগ্রসর হইলেন। এদিকে ভগবান দিব্যজ্ঞানে জানিতে পারিলেন—"ক্ষেমাদেবী বুদ্ধ দর্শনে আসিতেছেন"। তখন ভগবান এক ঋদ্ধি প্রয়োগ করিলেন— অপ্সরা বিনিন্দিতা অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী এমন এক পূর্ণ যৌবনা যুবতী সৃষ্টি করিলেন যে, ক্ষেমাদেবী তাহার রূপের তুলনায় যোল কলার এক কলাও হইবে না। তিনি ঋদ্ধি এমন ভাবে প্রকাশ করিলেন—ঐ সৃষ্ট যুবতীকে ক্ষেমাদেবী ব্যতীত অন্য কেহ দেখিবে না। সেই নির্ম্মিত যুবতী ব্যজনী হস্তে ভগবানের পশ্চাতে থাকিয়া ভগবানকে ব্যজন করিতেছে। ক্ষেমাদেবী অনুক্রমে বেণুবন বিহারের সম্মুখীন হইলেন। রাণী ভগবানের প্রতি দৃষ্টি

করিতেই সেই নির্ম্মিত যুবতীকে দেখিতে পাইলেন। তাহার অকলঙ্ক রূপ-মাধুরী সন্দর্শন করিয়া রাণী চমৎকৃতা হইলেন। তিনি চিন্তা করিলেন—"কি আশ্চর্য্য!' এত রূপ কি মানবের সম্ভবে? এ যুবতী যেই অসামান্য রূপলাবণ্যে বিমণ্ডিতা, তাঁহার সমক্ষে এইরূপ তুচ্ছ, অথচ ইনি ভগবানের নিকটে থাকিয়া তাঁহাকে ব্যজন করিতেছেন, আর এই নগণ্য-জঘন্য রূপ লইয়া আমার এত অহঙ্কার, —ইহা আমার মোহান্ধতা। পরম্পর শুনিয়াছিলাম —ভগবান রূপকে ঘৃণা করেন, রূপকে নিন্দা করেন, তাহা ভগবানের বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা মাত্র। তাদৃশ দোষারোপ নিতান্ত অন্যায়। দেখিতেছি, ভগবান রূপের বেশ সমাদর করেন, রূপের মর্য্যাদা বেশ জানেন। এতদিন আমি রূপের অহঙ্কারে আত্ম বিস্মৃত হইয়া ভগবানকে উপেক্ষা করিয়া আসিতেছি। তাহা আমার সমীচীন হয় নাই।"

এদিকে ভগবান ক্রমশঃ ঋদ্ধি পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন—সেই যুবতীর রূপের এমন ভাবে পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল—যেন একটি ছেলের মা, দুইটি ছেলের মা, তিনটি ছেলের মা হইলে স্ত্রীলোকের যেই যেই

অবস্থা প্রাপ্ত হয়, ঠিক সেই ভাবে রূপেরও পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল। ক্রমশঃ যৌবন অতিবাহিত হইয়া প্রৌঢ়ত্ব প্রাপ্ত হইল। এক এক গাছি মস্তকের কেশ শ্বেতবর্ণ ধারণ করিল, এক একটা দন্ত চ্যুত হইতে লাগিল। চর্ম্মের শিথিলতা, মুখ-মণ্ডলের শ্রীহীনতা, চক্ষুর কোটরাগত ভাব, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস ইত্যাদি সমস্ত অবয়বের বিকার ঘটিল। ক্ষেমাদেবী আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি চিন্তা করিলেন—রূপের একি পরিবর্ত্তন! রূপ এতই অনিত্য! তবে এই ছার রূপের এত আদর-যত্ন কেন? যেই রূপ এতই অনিত্য, এতই নশ্বর তাতে আবার কিসের অহঙ্কার?"

এদিকে ক্রমশঃ রূপের পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল—জরা উপস্থিত হইলে মানবের যেই অবস্থা হয় ঠিক তদনুরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইল। শির-হস্ত-পদ সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। যষ্টির উপর ভার করিয়াও দাঁড়ান অসম্ভব। কাঁপিতে কাঁপিতে অমনি মৃত্তিকোপরি ঢলিয়া পড়িল। তৎপর বিকৃত মুখ-ব্যাদনাদির পর মৃত্যু ঘটিল। মৃত শরীর ক্রমশঃ স্ফীত, নীলবর্ণ ও ছিদ্র-বিছিদ্র হইল। ক্রিমিকুল ছিদ্র দিয়া একবার বাহির হইতে লাগিল, আর একবার

বার সেই শবদেহে প্রবেশ করিতে লাগিল। শৃগাল গৃধিনীও আসিয়া মাংস ভক্ষণে রত হইল। এবার মাংস নিঃশেষ হইয়া অস্থি মাত্র অবশিষ্ট রহিল। শৃগাল-কুক্কুর অস্থি সমূহ এদিক ওদিক টানা টানি করিতে লাগিল। অবশেষে অস্থিও মৃত্তিকার সহিত মিশিয়া গেল। এই ক্ষণকালের মধ্যে সুন্দরী যুবতীর এইরূপ আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেমাদেবীর গর্ব্বিত চিত্তেরও আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিল। রূপাদি পঞ্চস্কন্ধের অনিত্যতা বুঝিতে পারিলেন। তখন ভগবান ক্ষেমার চিত্ত-পরিবর্ত্তন ভাব জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলেন—"হে ক্ষেমা, মাকড়সা যেইরূপ স্বীয় সূত্রে জাল প্রস্তুত করিয়া জালের ঠিক মধ্যস্থলে বসিয়া থাকে এবং যে কোন দ্রুতগামী পতঙ্গ অথবা মক্ষিকা জালে আবদ্ধ হইলে মাকড়সা তাহার রস পান করে, তদ্রূপ যে সমস্ত প্রাণী কামরাগাসক্ত, হিংসায় প্রদুষ্ট চিত্ত ও অজ্ঞান-অন্ধকারাচ্ছন্ন তাহারা স্বকৃত তৃষ্ণার স্রোতে পতিত হইয়া আর অব্যাহতি লাভ করিতে পারে না। কিন্তু পণ্ডিত ব্যক্তিরা এই

বন্ধন ছিন্ন করিয়া অনাশক্ত ও তৃষ্ণাবিহীন হয়। তাহারা অর্হৎ মার্গের দ্বারা সমস্ত দুঃখ হইতে মুক্তি-লাভ করিয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়।"

ক্ষেমাদেবী এই উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে তৃষ্ণা-ক্ষয় করিয়া অর্হত্ব লাভ করিলেন। ক্ষেমা অর্হত্ব লাভের পর নিজের অপরাধ বুঝিতে পারিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি সেই বিশাল পরিষদের মধ্যে যাইয়া ভগবানের চরণতলে নিপতিত হইলেন। এবং এই বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন— "ভগবন্, আমার মোহান্ধতা নিবন্ধন এতদিন আপনার উপদেশের প্রতি আমার উপেক্ষাভাব ছিল। যেই রূপের অহঙ্কারে এতদিন প্রমত্তা ছিলাম, সেই রূপের অসারতা আজ উপলব্ধি করিতে পারিলাম। সেই ভ্রান্তি আজ দূরীভূত হইয়াছে। প্রভু, আমায় ক্ষমা করুন।"

করুণার অবতার ভগবান করুণাপূর্ণ বচনে ক্ষেমাকে কহিলেন— "ক্ষেমা, অন্যের অবজ্ঞা বা উপেক্ষায় বুদ্ধের চিত্ত যে দূষিত হইবে, সেই কারণ বিদ্যমান নাই। বুদ্ধ ক্ষমার প্রতীক, সর্ব্বদা ক্ষমা-গুণই বুদ্ধের অন্তরে বিরাজমান। তোমার ভ্রম তুমি

বুঝিয়াছ ; যাহা দুর্লভ, যাহা বহু জন্ম সাধনা করিয়া আসিতেছ, তাহা তোমার লাভ হইয়াছে। তৃষ্ণা-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়াছ। এখন তোমার প্রব্রজ্যার সময়, না হয় গৃহীবসনে আড়াই দিবস স্থিত থাকিয়া পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে। যাও, মহারাজের অনুমতি নিয়া ভিক্ষুণী ধর্ম্মে দীক্ষিতা হও।"

ক্ষেমা ভগবানকে বন্দনা করিয়া রাজার নিকট চলিলেন। ক্ষেমা এখন সেই পূর্ব্বের ক্ষেমা নয় ; এখন তিনি দমিতা ও সুসংযতা। তিনি অধোদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ধীর-পদ বিক্ষেপে রাজপুরী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। রাজা এতক্ষণ রাণীর প্রতীক্ষায় ছিলেন। তিনি দ্বিতল প্রাসাদের উন্মুক্ত গবাক্ষে বসিয়া রাজপথ-পানে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন। এমন সময়ে তিনি দূর হইতে রাণীকে আসিতে দেখিলেন। রাজা রাণীকে আজ নূতন ভাবে দেখিতে পাইলেন। রাণীর পূর্ব্বের সেই ভাব-ভঙ্গী নাই, অধোদৃষ্টিতে সংযমের সহিত পথ অতিক্রম করিয়া আসিতেছেন। ক্ষেমা অন্য সময় চঞ্চল দৃষ্টিতে এদিক ওদিক অবলোকন করিয়া গমন করিতেন,

রাজা-রাণী উভয়ের চারিচক্ষু সম্মিলন হইলে মৃদু হাস্যে প্রীতি ভাব ব্যক্ত করিতেন। কিন্তু তাঁহার আজ এবম্বিধ অধোদৃষ্টি ও সংযত ভাব দেখিয়া রাজা বুঝিতে পারিলেন— 'ক্ষেমা আজ ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিতেছেন।' ক্ষেমা ক্রমাগত আসিয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। অন্য সময়ে রাণী কোথাও হইতে আসিলে রাজাকে প্রণাম করিয়া প্রীতি সম্ভাষণ করিতেন। কিন্তু আজ রাজাকে প্রণাম করিলেন না। রাজার সম্মুখে আসিয়া গম্ভীর ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সেই ইঙ্গিতে রাজা বুঝিতে পারিলেন— "ক্ষেমা নিশ্চয়ই অর্হত্ব লাভ করিয়াছেন।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন— "রাণী, বেণুবনের সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়াছ ত?" ক্ষেমা কহিলেন— "মহারাজ, কেবল বেণুবনের সৌন্দর্য্য নয়, তৎসঙ্গে ততোধিক সৌন্দর্য্যের বিষয় আরও কিছু দর্শন করিয়া আসিয়াছি।" রাজা— "ততোধিক আবার কি দেখিয়াছ?" ক্ষেমা— "মহারাজ, দেখিলাম সেই দুঃখহারী ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধকে।" রাজা— "ভগবানকে দেখিয়াছ?" ক্ষেমা— "হাঁ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মহারাজ, আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহা আপনার ন্যায় দেখা নহে, আপনার দেখা ক্ষীণ নক্ষত্রের ন্যায়, আমার দেখা উজ্জ্বল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়; মহারাজ, আজ আমি ভিক্ষুণী হইতে ইচ্ছা করি, আপনার অনুমতি চাই।"

ক্ষেমার কথা শুনিয়া রাজা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিলেন— 'রাণী তৃষ্ণাক্ষয় করিয়াছেন।' তখন রাজা সানন্দে অনুমতি দিলেন— "যাও ক্ষেমা, তুমি ভিক্ষুণী ধর্ম্মে দীক্ষিতা হইয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ সুখে ও পবিত্র ভাবে অতিবাহিত কর।"

তখনই রাজা ক্ষেমাকে স্বর্ণ-শিবিকায় আরোহন করাইয়া মহাপরিষদের সহিত মহোৎসব সহকারে তাঁহাকে ভিক্ষুণী-ধর্ম্মে দীক্ষিতা করাইয়া দিলেন। সেই ভিক্ষুণী ক্ষেমা একদিন ভিক্ষুণীদের মধ্যে জ্ঞানের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়া শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বৈদেহীর দোহদ

(১)

ক্ষেমা সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে, মহারাজ বিম্বিসার তাঁহার দ্বিতীয়া মহিষী বৈদেহীকে পাটরাণী পদে বরণ করিয়া লইলেন। রাণী বৈদেহী কোশলরাজ প্রসেনজিতের ভগ্নী। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমতী ও বিদূষী ছিলেন। তাই তিনি বৈদেহী নামে পরিচিতা। রাণী বৈদেহী সতী-শিরোমণি, পাতিব্রত্যে অদ্বিতীয়া, রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। সতী-সাধ্বী বৈদেহীর পতি ভক্তিতে রাজা বিমুগ্ধ হইলেন।

মহারাজ বিম্বিসার এযাবৎ অপুত্রক, সর্ব্বসুখে সৌভাগ্যশালী মগধেশ্বর পুত্রধনে বঞ্চিত থাকিয়া পূর্ণ

সুখের অধিকারী হইতে পারিলেন না। এ রাজ্য-ভার কাহাকে দিয়া যাইবেন— এই চিন্তা মধ্যে মধ্যে তাঁহার চিত্তকে চঞ্চল করিয়া তোলে। কিন্তু দীর্ঘকাল মহারাজকে এই অশান্তি আর ভোগ করিতে হইল না। এবার মহারাণী বৈদেহী অন্তঃসত্ত্বা হইলেন। তাহাতে রাজা অতীব সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার মুখ-মণ্ডলে আনন্দের রেখা ফুটিয়া উঠিল। এবার নিরাশার ঘনঘটা অন্তর্হিত হইল। রাণীর গর্ভ সুরক্ষার জন্য তিনি বহু পরিচারিকা নিযুক্ত করিয়া দিলেন। রাণীও সযত্নে গর্ভ রক্ষা করিতে লাগিলেন।

চিরদিন মানবের সমান যায় না। দুঃখের পর সুখ, সুখের পর দুঃখ আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। ইহা জগতের চিরন্তন প্রথা। রাণীর সুখ-সূর্য্য ধীরে ধীরে অস্তাচল পর্ব্বতের দিকে ঝুকিয়া পড়িল। ঐ এক খণ্ড গাঢ় কাল মেঘ প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডকে আচ্ছাদন করিবার জন্য দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে। আবার চতুর্দ্দিক হইতে মেঘরাশি উত্থিত হইয়া আস্তে আস্তে নীলাকাশকে আচ্ছন্ন করিতে চলিল।

না জানি অদূর ভবিষ্যতে কিরূপ প্রলয় ঝঞ্ঝাবাতের সৃষ্টি করে।

কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর রাণীর এক দোহদ * উৎপন্ন হইল— "অহো, আমি যদি রাজার দক্ষিণ বাহু হইতে রক্তপান করিতে পারি।" রাণীর এতাদৃশ প্রবলা তৃষ্ণার সঞ্চার হইল যে, রাজার রক্তপান না করিলে কিছুতেই সেই তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইবে না। রাণী চিন্তাযুক্তা হইলেন। কিরূপেই বা তিনি রাজার রক্তপান করিবেন! কোন্ মুখেই বা সেই ইচ্ছার কথা রাজার নিকট প্রকাশ করিয়া বলিবেন! রাণীর প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারেন, তথাপি এই নিষ্ঠুর কথা রাজার কর্ণগোচর করাইতে পারেন না। রাণী দুঃখিত মনে চিন্তা করিলেন— "আমার ঈদৃশ পাপজনক সাধ উৎপন্ন হইবার কারণ কি? আমি এখন অন্তঃসত্ত্বা; সেই অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় যেইরূপ ইচ্ছা উৎপন্ন হয়, তাহার নিবৃত্তি না করিলে গর্ভজাত সন্তানের মঙ্গল হয় না, তাহা সত্য বটে;

* গর্ভবতীর ভোজনাদির নানা প্রকার সাধ।

কিন্তু তাহা না হইবে বলিয়াই কি আমার স্বামীর রক্ত পান করিতে পারি? আমার প্রাণ ত্যাগ করিতে পারি, তবুও রাক্ষসীর ন্যায় স্বামীর রক্ত পান করিতে পারিব না।"

রাণী সেই দোহদ ইচ্ছাপূর্ব্বক দমন করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাহা দমিত হইবার নহে। প্রদীপ্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় ভীষণতর ভাবে প্রজ্জ্বলিত হইয়া রাণীর অন্তঃকরণকে বিদগ্ধ করিতে লাগিল। রাণী শান্তি হারা হইলেন, মন সর্ব্বদা চিন্তাযুক্ত, হৃদয় দুঃখভারাক্রান্ত, আহারে অনিচ্ছা, নিদ্রা যাইয়াও সুখ নাই, বিবিধ দুঃস্বপ্ন দেখিয়া হঠাৎ জাগ্রত হইয়া পড়েন। রাণী ঈদৃশ দারুণ মনঃপীড়া নিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া পড়িল। শরীর পাণ্ডুরবর্ণ ধারণ করিল। তাঁহার উজ্জ্বল লাবণ্যময় দেহ ক্রমশঃ মলিন হইতে লাগিল। তাঁহার কিছুতেই স্পৃহা নাই; তাঁহার চিত্ত কিছুই চায় না; চায় কেবল রাজার রক্ত। দারুণ রাক্ষসী তৃষ্ণা হাহাকার করিয়া বলিয়া উঠে—"চাই রাজ-রক্ত, চাই রাজ-রক্ত।"

(২)

রাজা ও রাণী প্রমোদোদ্যানে বিচরণ করি-তেছেন। উদ্যান বিচিত্র ভাবে সুসজ্জিত। বিবিধ ফলের গাছ ও ফুলের গাছ উদ্যানের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। যূথিকা, মল্লিকা, টগর ও চাঁপা প্রভৃতি সুরভি কুসুম নিচয় সৌরভ দান করিয়া রাজা-রাণীর চিত্ত বিনোদন করিতেছে। সমস্ত উদ্যানটি মধুকরের গুঞ্জন ধ্বনিতে মুখরিত। তখন দিবাকর বিদায় সম্ভাষণ সূচক তাহার অন্তিম আভাটুকু পৃথিবীর বক্ষে ছড়াইয়া মিটি মিটি হাসিতে হাসিতে ধীরে ধীরে অস্তাচল পর্ব্বতের পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া অন্তর্হিত হইল। সে সুযোগে সন্ধ্যাদেবী তাহার ধূসরবর্ণ সাড়ীখানা পরিবৃতা হইয়া মৃদু-মন্দ গতিতে কোথায় হইতে নামিয়া আসিয়া সেই স্থান অধিকার করিয়া বসিল। বিহঙ্গম মধুর কুজনে সন্ধ্যাদেবীকে অভিনন্দিত করিল। সন্ধ্যামালতী প্রিয় সখীর শুভাগমনে আনন্দিত হইয়া সহাস্যে প্রস্ফুটিত হইল। রাজমালতী দিগ্-দিগন্তে

তাহার সৌরভ দূতকে প্রেরণ করিয়া প্রিয় সহচরীর আগমন বার্ত্তা জানাইয়া দিল।

তখন রাজা বিম্বিসার সেই সান্ধ্য প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া বিমোহিত হইলেন। তিনি তাঁহার প্রধানা মহিষী বৈদেহীকে সঙ্গে করিয়া প্রফুল্ল-মনে উদ্যান পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু উদ্যানের সেই মনোরম দৃশ্য সমূহ রাণীর চিত্তকে আকৃষ্ট করিতে পারিল কিনা কে জানে? তিনি চিন্তাকুল, তাঁহার মুখমণ্ডল গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ, তাঁহার নয়ন যুগল হইতে যেন দুঃখরাশি বিচ্ছুরিত হইতেছে। রাজৈশ্বর্য্যে সৌভাগ্যশালিনী, রাজার হৃদয়াকাশের একমাত্র শুকতারা রাণী বৈদেহী অপর্য্যাপ্ত ভোগ-বিলাসের মধ্যে থাকিয়াও আজ এইরূপ অশান্তি ভোগ করিতেছেন কেন? তাঁহার উজ্জ্বল প্রশান্ত ললাট আজ কোন্ মর্ম্মঘাতী দুঃখের কষাঘাতে মুহুর্মুহুঃ কুঞ্চিত হইতেছে? ইহ জগতে সুখ-পদবাচ্য যদি কিছু থাকে, তবে কি আজ রাজ-মহিষী সেই সুখ হইতে বঞ্চিতা? তিনি প্রতাপশালী কোশল-রাজের দুহিতা, শৌর্য্যে-বীর্য্যে মহাপরাক্রমশালী মহারাজ

বিম্বিসারের প্রধানা মহিষী, দাস-দাসী পরিবৃতা, ভোগ-বিলাসে নিমগ্না, মহারাজ বিম্বিসারের হৃদয়-রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বরী, তবুও যদি তিনি সুখহীনা হন, তবে সুখভাগিনী কাহাকে বলিব? তবে কি এই অনিত্য-ময় সংসার চির দুঃখ ময়! চির অশান্তি ময়! সংসারে যাহা সুখ বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা কি জীব-জীবনের মৃগ তৃষ্ণিকা মাত্র! প্রিয়ের বিচ্ছেদ, অপ্রিয়ের সংযোগ, ঈপ্সিত বস্তুর অপ্রাপ্তি, রোগ, শোক, জরা মৃত্যু যেখানে শতফণা বিস্তার করিয়া মানব-জীবনকে দংশনে ক্ষত-বিক্ষত করিতেছে, সেখানে সুখের কাহিনী উন্মত্তের প্রলাপের ন্যায় বোধ হয় নাকি? সুখ কোথায়? জীবন শুধু দুঃখময়, শুধু ক্লেশময়। জীবনে শুধু অশ্রু, শুধু ব্যথা! রাজকুমারী হউক, অথবা পাটরাণী হউক, রাজা হউক অথবা ভিখারী হউক, পণ্ডিত হউক অথবা মূর্খ হউক, যতদিন তৃষ্ণাক্ষয় করিয়া পরিনিব্বা‍ণ লাভ না হইবে, ততদিন দুঃখের হস্ত হইতে কাহারও অব্যাহতি নাই।

বাস্তবিক রাণী বৈদেহী আজ নিতান্ত দুঃখিতা, হীরা-মুক্তা খচিত বহুমূল্য পরিষদ ভূষিতা, পার্থিব

সমস্ত সুখৈশ্বর্য্যের অধিকারিণী মহারাণী বৈদেহী আজ শাকান্ন ভোজী দীনা ভিখারিণী হইতেও অধিকতর দুঃখিনী। তাঁহার অন্তঃস্থলে নিহিত নিগূঢ় মর্ম্মন্তুদ দুঃখকাহিনী এযাবৎ কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্প—জীবন বিসর্জ্জন দিতে পারেন, তথাপি সেই মর্ম্মদাহী বেদনার কথা কাহাকেও ব্যক্ত করিবেন না।

(৩)

সন্ধ্যা অতীত প্রায় রাজা-রাণী উভয়ে উদ্যান মধ্যস্থ কোন সুসজ্জিত আসনে পাশাপাশি উপবিষ্ট হইলেন। শুক্ল পক্ষের নবমীর চন্দ্র উভয়ের মুখের উপর ও আভরণের উপর প্রতিভাত হইয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিল। রাজা-রাণীর মণি-মুক্তা খচিত শিরস্ত্রাণ ও হেমময় বিবিধ অলঙ্কারের উপর সুধাংশুর দুগ্ধফেননিভ জ্যোৎস্নারাশি নিপতিত হইয়া ঝলমল করিতেছে। এই দম্পতীকে দেখিলে যেন মনে হয়—ইন্দ্ররাজ ইন্দ্রানী সুজাতা সমভিব্যাহারে অমরাবতী হইতে নামিয়া আসিয়া রাজোদ্যানে বিশ্রাম করিতেছেন।

উভয়েই নীরব। রাণী চিন্তাকুলিত বিষাদ দৃষ্টিতে চন্দ্রপানে তাকাইয়া আছেন। রাজার প্রশান্ত দৃষ্টি রাণীর মুখমণ্ডলে সংনিবদ্ধ। রাণীর বিষাদ-ভাব রাজার প্রাণে অশান্তির সৃষ্টি করিল। তিনি আজ কয়েকদিন পর্য্যন্ত রাণীর এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু এসম্বন্ধে রাণীকে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করেন নাই। রাণী এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় রাজার সঙ্গে একত্রে বসিয়া আমোদ-প্রমোদে রত হইতে ইচ্ছা করেন না। বিবিধ প্রসঙ্গ ও মধুর আলাপ-সম্ভাষণ দ্বারা রাজার মনস্তুষ্টি সম্পাদনের সেই প্রচেষ্টা তাঁহার আর নাই। তাঁহার সেই ভুবন-মোহিনী হাসি এখন বিষাদ-মাখা হইয়াছে। হঠাৎ রাণীর ঈদৃশভাব পরিবর্ত্তনের কারণ রাজা কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। রাণীর এই দুঃখ কেন— তাহা জানিবার জন্য রাজার অত্যন্ত ইচ্ছা হইল। রাজা মধুর প্রিয় সম্ভাষণে কহিলেন— প্রিয়ে, তুমি অতি পুণ্যবতী, আমার এই বিভূতিপূর্ণ বিশাল রাজ্যে তোমার ন্যায় সৌভাগ্যশালিনী আর কেহ নাই। তোমার প্রফুল্ল মুখ-কমল দেখিবার জন্য

আমি সর্ব্বদা লালায়িত। তোমার অন্তরের আনন্দ-ভাব সজীব রাখিবার জন্য সর্ব্ব বিষয়ের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছি। আমার এই সর্ব্বৈশ্বর্য্য সমন্বিত বিশাল রাজ্যে তুমিই আমার একমাত্র সুখের ধ্রুব-তারা। তোমার এইরূপ বিষাদের ভাব কেন? তোমার কিসের অভাব? যদি অভাব অনুভব কর, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল। আমি সেই অভাব পরিপূর্ণ করিবার জন্য যত্নপর হইব। বল রাণি, তোমার কি অভাব?”

রাণীর চমক্ ভাঙ্গিল। তাঁহার উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি রাজার মুখের উপর সন্নিবেশিত হইল। রাণী নীরব। সহসা তিনি রাজার প্রশ্নের কোন সদুত্তর করিতে পারিলেন না। কেবল তাঁহার বেদনা ভরা হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে একটা উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া নৈশ গগনের বায়ুর সহিত মিশিয়া গেল।

রাজা রাণীকে সস্নেহে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া সাদর সম্বোধনে কহিলেন—“প্রেয়সি, তোমার চিন্তান্বিত বিষণ্ণভাব আমার প্রাণে ব্যাকুলতার সঞ্চার করিতেছে। বল রাণি, তোমার মনোকষ্টের কারণ

কি ? তোমার শরীরে যদি কোন রোগোৎপন্ন হইয়া থাকে, আমাকে বল ; আমি রাজবৈদ্যের দ্বারা তাহার সুচিকিৎসা করাইব। আর যদি কেহ তোমায় অপমানজনক অন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহাও আমাকে বল। তাহার ন্যায়বিচার আমি করিব। বল রাণি, তোমার মনোকষ্টের কারণ কি ?"

রাণী আর একবার সুদীর্ঘ তপ্ত নিঃশ্বাস পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে সপ্রেম দৃষ্টিতে রাজার প্রতি চাহিয়া বিষাদের হাস্যে কহিলেন— "প্রাণনাথ, আপনি আমার জন্য ব্যস্ত হইবেন না। আমার তেমন কোন অসুখ হয় নাই। আপনার অনুগ্রহে আমি সসম্মানে রাজ-পুরীতে অবস্থান করিতেছি। আমার প্রাণের বিনিময়েও আপনার ভালবাসার উপযুক্ত প্রতিদান হইবে না।"

রাজা কহিলেন—"রাণি, তবে তোমাকে সর্ব্বদা এমন বিষণ্ণ দেখায় কেন ? তুমি এখন অন্তঃসত্ত্বা, ভবিষ্যতে তুমি সন্তানের জননী হইবে। তুমি এই প্রথম সন্তানের মা, ইহাতে তোমাকে আনন্দিত না দেখিয়া কেমন নিরানন্দময় দেখা যায় কেন ?

দৈনন্দিন তোমার উজ্জ্বল লাবণ্যময় মুখমণ্ডলে কেমন এক বিষাদের ছায়াপাত হইয়া তোমার অকলঙ্ক রূপ-মাধুরী কলঙ্কিত করিয়া দিতেছে। প্রিয়ে, তোমার দুঃখের কারণ আমাকে অকপটে প্রকাশ করিয়া বল। তোমার সেই দুঃখ দূরীভূত করিবার জন্য, তোমাকে সুখভাগিনী দেখিবার জন্য আমি প্রাণপাত চেষ্টা করিব।”

রাণী ধীরস্বরে কহিলেন—“না মহারাজ, আমার কিছুই হয় নাই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।”

এইরূপে রাজার অনেক অনুনয় সত্ত্বেও রাণী স্বীয় অন্তরের গোপনীয় ভাব কিছুতেই প্রকাশ করিলেন না। রাণীর কথায় রাজা স্বীয় মনকে প্রবোধ দিতে পারিলেন না। রাত্রিও অধিক হইয়া আসিল, তাঁহারা এবার রাজপুরীতে প্রস্থান করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রক্তপান

মহারাজ বিম্বিসার রাত্রিতে চিন্তা করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন—আগামী কল্য যে কোন প্রকারে হউক রাণীর সেই দুঃখের কারণ জানিতে হইবে। পর দিন রাণী আপন নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে বসিয়া কত কি চিন্তা করিতেছেন; এমন সময় রাজা তথায় উপস্থিত হইলেন। রাণী সসম্ভ্রমে আসন ত্যাগ করিয়া রাজাকে বসাইলেন, এবং নিজে অন্য একটা আসনে উপবিষ্ট হইয়া কহিলেন—"আজ মহারাজের এমন অসময়ে আগমন কেন?"

রাজা কহিলেন—"গত রাত্রে তোমার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আমার সুনিদ্রা হয় নাই। তোমার দুঃখে আমিও ম্রিয়মান। তোমার দুঃখের কারণ

শ্রবণ না করা পর্য্যন্ত আমার অন্তরে আর শান্তিভাব ফিরিয়া আসিবে না। তোমার এই দুঃখের কারণ জানিবার জন্য আমার প্রাণ আকুল হইয়াছে। বল রাণি, তোমার দুঃখের কারণ কি ?"

রাণী নীরব রহিলেন। রাজা পুনরায় ব্যাকুলতার সহিত কহিলেন- "প্রিয়ে, তোমার কি দুঃখ, তাহা আমাকে বলিবে না ?"

এবার রাণী একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন—"মহারাজ, আমি যে দুঃখিতা, সেই কথা ত কোনদিন আপনাকে বলি নাই, আপনি অনর্থক ব্যাকুল হইতেছেন কেন ?"

রাজা কহিলেন—"প্রিয়ে, যদিও বা কোনদিন বল নাই, তথাপি তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রত্যেক লক্ষণ বলিয়া দিতেছে— কোনও এক মর্ম্মভেদী দুঃখ তোমার অন্তঃস্থলে চাপা দিয়া রাখিতেছ। বল রাণি, তোমার সেই মর্ম্ম ব্যথার কারণ কি ?"

রাণী—"মহারাজ, দুঃখিনীর দুঃখের কথা শুনিয়া আপনার লাভ কি ?"

রাজা—"প্রিয়ে, তোমার সেই দুঃখ বিদূরিত

করিবার জন্য অন্ততঃ চেষ্টা করিয়া দেখিব।”

রাণী রাজার এইরূপ ব্যাকুলতা দেখিয়া সেই গোপন কথা আর না বলিয়া পারিলেন না। রাণী দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কহিলেন—“মহারাজ, অভাগিনীর দুঃখের কথা বলিয়া আপনার অন্তরে দুঃখ দেওয়া মাত্র। সত্যই প্রাণনাথ, এক অসহ্য দুঃখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। সেই নিদারুণ কথা কিরূপে আপনাকে শ্রবণ করাইব? সেই দারুণ কথা আপনার কর্ণগোচর হইবার পূর্ব্বেই যদি আমার মৃত্যু হয়, তাহাও বাঞ্ছনীয়; তথাপি সেই মর্ম্মভেদী দুঃখ-কাহিনী আপনার কর্ণগোচর করাইতে আমার প্রাণে সহ্য হইতেছে না। কি করিব, আপনি যখন তাহা জানিবার জন্য একান্তই ইচ্ছা করিতেছেন, তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে বলিতে হইতেছে। আমার এক পাপ দোহদ (সাধ) উৎপন্ন হইয়াছে; তাহা এত প্রবল যে. যতই দমন করিতে ইচ্ছা করি ততই তাহা অধিকতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া আমার অন্তরাত্মাকে বিশুষ্ক করিয়া দিতেছে। তাই দৈনন্দিন আমি প্রবলতররূপে সেই দারুণ তৃষ্ণায় আক্রান্ত হইয়া জীবনের

অন্তিম সীমায় উপস্থিত হইতেছি। সেই পাপ-কথা উচ্চারণ করিতে জিহ্বা আড়ষ্ট হইয়া আসিতেছে। না—না প্রাণনাথ, সেই পাপকথা উচ্চারণ করিতে পারিব না।" এই বলিয়া রাণী নীরব হইলেন।

তখন রাজা অত্যধিক ব্যগ্রতার সহিত কহিলেন—"রাণি, নীরব হইও না; বল তোমার সেই দোহদের কথা. বল তোমার সেই মর্ম্মব্যথার কথা। তাহা শুনিবার জন্য আমার প্রাণ আকুল হইয়াছে।"

তখন রাণীর নয়ন যুগল অশ্রুপূর্ণ হইল। রাণী সজল নেত্রে কহিলেন—"প্রাণনাথ, দাসীর অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আমার সাধ হইয়াছে—"আপনার দক্ষিণ বাহু হইতে রক্তপান করি। আমার মনে হয়, সেই রক্ত পান করিলে আমার এই উৎকট পিপাসার নিবৃত্তি হইবে। স্বামিন্, অভাগিনীর এমন ঘৃণিত ইচ্ছা উৎপন্ন হইল কেন?" এই বলিয়া রাণী বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া চক্ষের জল মুছিতে লাগিলেন।

তখন রাজা প্রকৃত কারণ অবগত হইয়া একটু আশ্বস্ত হইলেন। তিনি স্মিত হাস্যে কহিলেন—

"প্রিয়ে, এতদিন তুমি এই কথা আমাকে বল নাই কেন ? এই সামান্য কারণে তোমাকে এত ভোগিবার কি প্রয়োজন ছিল ? দেখ ত, শুকাইয়া তুমি কেমন আধখানা হইয়া গিয়াছ ! ইহা কি তোমার দুর্ব্বুদ্ধিতা নয় ? আমার সামান্য রক্তের প্রতিদানে যদি তোমাকে সুখী দেখিতে পাই, তোমার গর্ভের সন্তান রক্ষা পায় তাতেই আমার যথেষ্ট লাভ, তাতেই আমার পরম আনন্দ।" এই বলিয়া রাজা জনৈক ভৃত্যকে আহ্বান করিয়া কহিলেন—"ওহে, এখনি তুমি যাইয়া রাজবৈদ্যকে অস্ত্র সমেত এখানে আসিতে বল।" তখন রাণী কাতর বচনে কহিলেন—"প্রাণেশ্বর, তেমন কার্য্য করিবেন না। আমার মৃত্যু বরং শ্রেয়ঃ, তথাপি আপনার রক্ত পান করিতে পারিব না।" রাজা বিরক্তিস্বরে কহিলেন—"রাণি, তুমি কি আমাকে সন্তুষ্ট করিতে চাওনা ?"

রাণী বাষ্পাকুল নেত্রে কাতর দৃষ্টিতে রাজার প্রতি চাহিয়া কহিলেন—"প্রাণবল্লভ, আমি আপনার দাসী, আপনার চরণ সেবিকা। স্বামীকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে দেবতাও প্রসন্ন হন। এমন দিন

গিয়াছে—আমার দ্বারা আপনি সন্তুষ্ট হইলে নিজকে ধন্য মনে করিয়াছি। এখনও আপনাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে নিজকে ভাগ্যবতী মনে করিব। কিন্তু প্রাণনাথ, তাই বলিয়া স্বামীর রক্ত কিরূপে পান করিব? দাসীকে ক্ষমা করুন, আমি কিছুতেই আপনার রক্ত পান করিতে পারিব না।"

রাজা কহিলেন—"রাণি, অধিক বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই, আমার কর্ত্তব্য আমাকে সম্পাদন করিতে দাও।"

তখন রাজবৈদ্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজার আদেশে স্বর্ণময় অস্ত্রোপচারে রাজার বাহুদেশ হইতে সামান্য রক্তপাত করিলেন; সেই রক্ত বৈদুর্য্যময় পাত্রে গ্রহণ করিলেন। তাহাতে কিঞ্চিৎ জল মিশ্রিত করিয়া রাজা সহাস্যে রাণীর সম্মুখে পাত্রটি ধরিয়া কহিলেন—"রাণি, এবার পান কর।"

রাণী কম্পিত কলেবরে আসন হইতে উত্থিত হইয়া করজোড়ে অশ্রু বিগলিত নেত্রে রাজাকে কহিলেন— "মহারাজ, দাসীকে ক্ষমা করুন। এই দাসী চিরদিন আপনার অনুগতা, আপনার

অবাধ্য হইতে আমার কখনও ইচ্ছা নাই। কিন্তু প্রাণনাথ, এক্ষেত্রে বলিতে বাধ্য হইতেছি— আমি আপনার রক্তপান করিতে পারিব না। অভাগিনীকে নরকস্থ করিবেন না। আপনার পায়ে পড়িয়া অনুরোধ করি—দাসীকে ক্ষমা করুন।” এই বলিয়া রাণী রাজার পায়ের উপর লুঠাইয়া পড়িয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। রাণীর নয়ন-জলে রাজার চরণ যুগল সিক্ত হইল। রাজা ভূমিতল হইতে রাণীকে উঠাইয়া সস্নেহে রাণীর অশ্রু মুছাইয়া দিয়া কহিলেন—“প্রিয়ে, আমার রক্ত স্বেচ্ছায় তোমায় প্রদান করিতেছি, তাহাতে কোন দোষ তোমাকে স্পর্শ করিবে না। তুমি যদি ইহা পান না কর, স্বামীর অবাধ্য হইবে, আত্ম-ঘাতিনী হইবে, পুত্র-ঘাতিনী হইবে,—এই সব মহাপাপে লিপ্ত হইয়া ইহ জীবন অশান্তি পূর্ণ হইবে, পরজীবনও দুঃখপূর্ণ হইবে। আমার রক্ত স্বেচ্ছায় তোমাকে দিতেছি। ইহাতে তোমার কোনও ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। তোমার কোন ভয় নাই, তুমি নিশ্চিন্তে পান কর।”

রাণীর দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল,

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাজার আদেশ, স্বামীর আদেশ অমান্য করিবেন কি করিয়া, তাই রাণী অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই রক্ত মিশ্রিত জল পান করিলেন। প্রজ্জ্বলিত লৌহ-পাট সরোবরে প্রক্ষিপ্ত হইলে যেইরূপ শীতলতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ রাণীও রাজার রক্ত পান করিবার পর তাঁহার সেই প্রবলা ইচ্ছা, চিত্তের হাহাকার, মনের অশান্তি, হৃদয়ের জ্বালা সমস্তই নির্ব্বাপিত হইল। রোগীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঔষধ সেবন করাইলে রোগের উপযুক্ত ঔষধে রোগী যেমন ক্রমশঃ আরোগ্যের পথে অগ্রসর হয়, সেইরূপ রাণীও রাজার রক্ত পান করিয়া দৈনন্দিন পূর্ব্বের স্বাস্থ্য লাভ করিতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

গর্ভপাতের প্রচেষ্টা

রাণী বৈদেহী এখন প্রসন্না। রাণী যাহাতে সুখে ও মনের আনন্দে অবস্থান করিতে পারেন, মহারাজ বিম্বিসারও সেই উপায় বিধানের ত্রুটি করিলেন না। রাণী এখন প্রফুল্ল-অন্তরে সকলের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। মহারাজের সহিতও রাণী বিবিধ সুখ-আলাপে প্রবৃত্তা হইলেন। রাণীর প্রাণ আনন্দময় দেখিয়া রাজাও আনন্দিত হইলেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে রাণীর সেই আনন্দ অধিক দিন স্থায়ী হইল না। হঠাৎ নিরানন্দের ছায়াপাত হইয়া রাণীর উজ্জ্বল মুখ-কমল আবার মলিন হইতে আরম্ভ করিল তাঁহার জীবনের উপর ধিক্কার উপস্থিত হইল। রাণী চিন্তা করিলেন—"আমি স্বামীর রক্ত পান করিয়াছি। যাহা নারী-জীবনে নিন্দনীয়, তাহা আমার দ্বারা সম্পাদিত হইল। আমার এ ছার

জীবনে ধিক্। কি হেতু আমার এই পাপ অভি-লাষ উৎপন্ন হইল! এ জীবনে আর কাহারও নিকট ঈদৃশ ঘৃণিত দোহদ (সাধ) উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই। আমারই বা উৎপন্ন হইল কেন? ইহার মধ্যে কোন গূঢ় রহস্য নিহিত আছে কি? যদিও বা থাকে তাহা জানিবার উপায় কি? তবে দৈবজ্ঞেরা কি বলিতে পারিবেন? দৈবজ্ঞেরা ইহার সত্যতা নির্ণয় করিতে পারিবেন কি? হাঁ, বোধ হয় পারিবেন; শুনিয়াছি সিদ্ধার্থ কুমার মাতৃগর্ভে অবস্থান কালীন তাঁহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দৈবজ্ঞেরা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সত্যে পরিণত হইয়াছে। তবে আমার গর্ভের কথা বলিতে পারি-বেন না কেন? নিশ্চয়ই পারিবেন। দৈবজ্ঞের দ্বারা ইহার ভবিষ্যৎ ফলাফল জানিতে হইবে। মহা-রাজকে বলিব— তিনি দৈবজ্ঞ ডাকাইয়া ইহা যেন গণনা করিয়া দেখেন।"

রাণী তৎক্ষণাৎ মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন— "প্রাণেশ্বর, যাহা অভাবনীয়, যাহা

স্বপ্নেরও অতীত সেই দারুণ দৃশ্য আমাকে দেখিতে হইল। সেই নিদারুণ দুর্ঘটনা আমার উপর সংঘটিত হইল। আমার একান্তই জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে—আমার ঈদৃশ পাপ-দোহদ উৎপন্ন হইবার কারণ কি? আপনি দৈবজ্ঞ ডাকাইয়া ইহার ভবিষ্যৎ নির্ণয় করুন।”

রাণীর কথা শুনিয়া রাজা চিন্তিত হইলেন। কি জানি আবার দৈবজ্ঞেরা কি বলিয়া বসে। রাজা বিরক্তির স্বরে কহিলেন— “রাণি, তাহা নিষ্প্রয়োজন মনে করি।”

রাজা স্বগতঃ কহিলেন— “এ আবার কি আপদ। এতদিনের পর রাণীকে একটু সুস্থির করিলাম, আবার দৈবজ্ঞ আসিয়া কোন্ বিপদ ঘটায় কে জানে।” প্রকাশ্যে রাণীকে আশ্বাস-বাক্যে কহিলেন— “প্রিয়ে, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। দৈবজ্ঞের কোন প্রয়োজন নাই। তাহারা নানা প্রকার কথা বলিয়া মানবের চিত্ত দূষিত করে মাত্র।”

রাণী কাতর ও দৃঢ় বাক্যে কহিলেন— “না

মহারাজ, আপনি আমাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিবেন না। আমার সানুনয় প্রার্থনা— আপনি দৈবজ্ঞ ডাকাইয়া দেখুন। না হয়— আমার জীবনের গতি কোন্ দিকে প্রবাহিত হয় জানি না।"

রাজা অপ্রসন্নভাবে কহিলেন— "আচ্ছা, তোমার সেইরূপ একান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকিলে দৈবজ্ঞ ডাকাইয়া দেখিতে পারি।"

পরদিন সকালে দৈবজ্ঞ আসিয়া ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করিলেন— "রাণীর গর্ভজাত পুত্র-সন্তান রাজার শত্রুতাচরণ করিবে. এই পুত্রের হস্তে রাজার মৃত্যু ঘটিবে। ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বেই সে রাজ-রক্ত পান করিয়া শত্রুতাচরণের পূর্ব্ব পরিচয় প্রদান করিল।"

দৈবজ্ঞের কথা শুনিয়া রাণী শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি তাঁহার কম্পিত হস্তে কর্ণ-ছিদ্র রুদ্ধ করিয়া দুঃখের আবেগে বলিয়া উঠিলেন— "শ্রুতি, বধির হও; এই পাপ-কথা আর শুনিও না।" বৃশ্চিক দংশনের ন্যায় রাণীর আপাদ মস্তক ঝিম্ ঝিম্

করিতে লাগিল। রাণী দুঃখে—ক্ষোভে ম্রিয়মান হইলেন। রাণীর নয়ন যুগল হইতে অবিরল ধারায় অশ্রু বর্ষণ হইতে লাগিল। রাজা, রাণীর অবস্থা দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। কি বলিয়া রাণীকে প্রবোধ দিবেন, কোন্ আশ্বাস বাক্যে রাণীর দুঃখ বিনোদন করিবেন, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। রাজা কতক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিলেন—"রাণি, তুমি এত দুঃখিতা হইতেছ কেন? দৈবজ্ঞের এই সব অনর্থক কথায় তোমার চিত্ত দূষিত করিও না। যাহা হয় পরে দেখা যাইবে; তুমি নিশ্চিন্ত হও। রাণি, তুমি আর ক্রন্দন করিও না, তোমার অশ্রু দেখিলে আমার প্রাণে বেদনার সঞ্চার হয়।"

ক্রন্দননিরতা রাণী অশ্রু বিগলিত নেত্রে রাজার প্রতি চাহিয়া কহিলেন—"মহারাজ, অভাগিনীর ইহজীবন কেবল ক্রন্দন করিয়াই অতিবাহিত হইবে। দুঃখিনী সংসারে আসিয়াছে—কেবল দুঃখ ভোগ করিবার জন্য, কেবল কাঁদিবার জন্য। প্রাণনাথ,

দুঃখিনীর অদৃষ্টে সুখ নাই, দুঃখই আমার চির সহচর।" এই বলিয়া রাণী নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন। রাজা অনেক প্রকারে রাণীকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু রাণীর চিত্ত কিছুতেই প্রবোধ মানিল না। দিবা-রাত্র রাণীর কেবল একই চিন্তা,—এই অভাগিনীর গর্ভে এরূপ কুপুত্র জন্ম গ্রহণ করিল কেন? আমার পুত্র আমার স্বামীকে হত্যা করিবে, এই কি আমার কর্ম্মে ছিল! যুগান্তর ব্যাপী এই কলঙ্কের কথা জগদ্বাসীর মুখে বিঘোষিত হইবে— "বৈদেহীর পুত্র পিতৃঘাতী।" যেই পুত্র কুলে কলঙ্ক-কালীমা লেপন করিবে, তাদৃশ কুলাঙ্গার পুত্র পোষণ করা—দুগ্ধ দিয়া বিষধর সর্প পোষণের ন্যায়। বিষদিগ্ধ ফল যেমন সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়, তাদৃশ এ পুত্রও বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। নিশ্চয়ই আমি গর্ভপাত করিয়া হইলেও ইহার অঙ্কুরে ধ্বংস করিব।

রাণী সেই হইতে গর্ভপাত করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। একদিন রাণী দিবা-

দ্বিপ্রহরের সময় কাহাকেও না বলিয়া একাকিনী সকলের অলক্ষ্যে প্রমোদ উদ্যানে উপস্থিত হইলেন। তথায় কোনও এক নিভৃত স্থানে যাইয়া গর্ভপাতের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনেক্ষণ যাবৎ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই সফল মনোরথ হইতে পারিলেন না। অধিক্ষণ গৌণ করিতেও রাণী সাহস পাইলেন না। রাজা যদি জানিতে পারেন, রাণীর মনোরথ কিছুতেই সুসিদ্ধ হইতে দিবেন না। অগত্যা সেই দিন রাণী যথাসত্বর রাজপুরীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

দ্বিতীয় দিবস রাণী পূর্ব্বের ন্যায় গোপনে আবার উদ্যানে উপস্থিত হইয়া অনেক প্রচেষ্টা করিলেন। সেই দিনও রাণীর শ্রম নিরর্থক হইল। তৃতীয় দিন আবার চেস্টা করিবেন— এই মনে করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তৃতীয় দিবস রাণী যখন রাজপুরী হইতে বহির্গত হইয়া যাইতেছেন, তখন রাজা স্বীয় বিশ্রাম ভবন হইতে রাণীকে দেখিতে পাইলেন। দিবা-দ্বিপ্রহরের সময় রাণীকে

সপ্তম পরিচ্ছেদ

একাকিনী রাজপুরীর বহির্ভাগে যাইতে দেখিয়া রাজার অন্তরে সন্দেহের উদ্রেক হইল। তিনি চিন্তা করিবার অবসর পাইলেন না; অমনি তিনি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া রাণীর অলক্ষ্যে তাঁহার পশ্চাদানুসরণ করিলেন। রাণী উদ্যানের কোন নিভৃত স্থানে স্বীয় অভীষ্ট কার্য্যে নিযুক্তা হইলেন। এদিকে রাজাও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া তাঁহার অলক্ষ্যে কোন লতা-কুঞ্জের অন্তরালে দণ্ডায়মান থাকিয়া রাণীর গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। তৎপর যাহা যাহা ঘটিয়াছে, পাঠকগণ তাহা পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অজাত-শত্রুর জন্ম

(১)

রাণী এখন পূর্ণগর্ভা। রাজা সহচরী ও দাসিগণকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন, রাণী যেন গর্ভপাত করিতে না পারেন। তাহারা সর্বদা রাণীকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকিত, রাণী কিছুতেই আর সেই সুযোগ লাভ করিতে পারিলেন না। যথা সময়ে রাণীর প্রসব বেদনা উৎপন্ন হইল। রাণী সূতিকাগারে প্রবেশ করিলেন। সুদক্ষ ধাত্রী রাজপুরীতে সমবেত হইল। রাজা ধাত্রীদিগকে সাবধান করিয়া দিলেন—যেন সদ্যজাত শিশুটি রাণীর হস্তগত না হয়।

যথা সময়ে নির্বিঘ্নে শিশু প্রসব হইল। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই ধাত্রীরা সেইস্থান হইতে

শিশুটি অপসারিত করিল। কিছুক্ষণ পরে রাণী শিশুকে দেখিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু রাণীর সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য কেহই আগ্রহ প্রকাশ করিল না। রাণীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। রাণী হতাশ হইলেন।

তখন মাঙ্গলিক বাদ্য-ঝঙ্কারে রাজপুরী মুখরিত হইল। মগধের ঘরে ঘরে আনন্দ স্রোত প্রবাহিত হইল। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গে রাজার বাম বাহু স্পন্দিত হইল। হঠাৎ কেমন এক নিরানন্দ ভাব ক্ষণিকের তরে রাজার হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া তুলিল। সদ্যজাত শিশুর মুখকান্তি দর্শনে রাজার সেই নিরানন্দ ভাব অন্তর্হিত হইয়া হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইল। সপ্তাহ কাল ব্যাপিয়া রাজপুরীতে মহা উৎসব চলিতে লাগিল। শিশুর মঙ্গল কামনা করিয়া সাত দিন যাবৎ রাজা দীনভিখারীকে অজস্রভাবে দান করিলেন।

(২)

আজ পূর্ণ এক বৎসর। এযাবৎ মাতা-পুত্রে

সম্বন্ধ বর্জ্জিত, ইতিপূর্ব্বে রাণী ছেলেটিকে অনেক বার অন্বেষণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি জানিতে পারিলেন না যে শিশুটি কোথায় আছে, এবং কাহার যত্নে প্রতিপালিত হইতেছে। রাণী অতিশয় চিন্তান্বিতা হইলেন। এই ছেলে যদি জীবিত থাকে, ভবিষ্যৎ নিতান্ত দুঃখপূর্ণ হইবে।

এই দিকে শিশু ধাত্রী গৃহে রাজার তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হইয়া শশীকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। শিশু এখন হামাগুড়ি দিতে ও আধ আধ স্বরে মা-মা বলিতে শিখিয়াছে। শিশুর উজ্জ্বল কান্তিময় সুগঠিত শরীর ও রূপ মাধুরীময় মুখমণ্ডল দর্শন করিলে মাতৃজাতির অন্তরে পুত্র-স্নেহের নির্ঝরিণী প্রবাহিত হয়। শিশুর সরল-মধুর হাসিতে সকলের প্রাণে আনন্দের সঞ্চার করে।

আজ রাজ-পুত্রের জন্মোৎসব ও নামকরণ দিবস। রাজগৃহ আনন্দ-মুখরিত; রাজপুরী বিচিত্র সাজে সুসজ্জিত। রাজপথে ধ্বজা-পতাকা উড্ডীন হইল। স্থানে স্থানে কদলী বৃক্ষ ও মঙ্গল-ঘট স্থাপন করা হইল। সর্ব্বত্র মাঙ্গলিক বাদ্য বাজিতে

লাগিল ; প্রজাবৃন্দ সুসজ্জিত হইয়া দলে দলে রাজ দরবারে সমবেত হইতে লাগিল। যথা সময়ে শিশুকে উত্তম ভূষণে ভূষিত করিয়া মাঙ্গলিক বাদ্য-ধ্বনি সহকারে বিশাল পরিষদের সহিত সভায় উপস্থিত করা হইল। তখন সকলেই মহা আনন্দ-উৎসবের সহিত শিশুকে অভিনন্দিত করিলেন। তৎপর নামকরণ সময় সকলেই সিদ্ধান্ত করিলেন—জন্ম হইবার পূর্বেই পিতার রক্তপান করিয়া শত্রুতাচরণ করিয়াছিল—তাই এই ছেলের নাম হউক "অজাত-শত্রু।"

(৩)

মহারাণী বৈদেহী আপন বিলাস ভবনে বসিয়া আছেন। তিনি এই উৎসবের কিছুই অবগত নহেন। তাঁহার এক প্রিয় সখীর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—"সখি, আজ রাজপুরীতে এত আনন্দ উল্লাসের সাড়া পড়িয়াছে কেন? দেখিতেছি—রাশি রাশি ধ্বজা-পতাকা উড়িতেছে, বিবিধ বাদ্যধ্বনিতে রাজপুরী নিনাদিত ; প্রজাগণ সুসজ্জিত হইয়া

প্রফুল্ল মনে রাজ-ভবনে সমবেত হইতেছে; সখি, এই উৎসব দেখিয়া কেন জানি না আমার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে। বল সখি, আজ এই উৎসবের আয়োজন কেন?" সখী মৃদুহাস্যে কহিল—"দেবি, আজ রাজকুমারের জন্ম উৎসব, এবং তাহার নামকরণ দিবস।"

রাণী চমকিয়া উঠিলেন— বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে সখীর প্রতি চাহিয়া কহিলেন— "সখি, কোন্ রাজ কুমার? আমার গর্ভজাত সেই পাপিষ্ঠ কুমার? সে কি এখনও জীবিত?" এই বলিয়া রাণী অল্পক্ষণ আনমনা বিষাদ দৃষ্টিতে সখীর পানে চাহিয়া থাকিয়া আবার বিষাদ-গম্ভীর-স্বরে কহিলেন— "সখিরে, গতবৎসর এমনই দিনে আমি একজনকে প্রসব করিয়াছিলাম, যে আমার স্বামীর পরম শত্রু, তাহাকে অঙ্কুরে বিনাশ করিবার অনেক প্রয়াস পাইয়াছিলাম; কিন্তু মহারাজের প্রচেষ্টায় কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। আজ এক বৎসর পর্য্যন্ত সেই পুত্ররূপী শত্রু কোথায় আছে, বহুবার

অন্বেষণ করিয়াও তাহার সন্ধান পাই নাই; এখনও যদি তাহার সাক্ষাৎ পাই পদাঘাতে তাহার মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ করিব।"

সখী অপ্রতিভ হইয়া পড়িল, সখী ব্যাকুলভাবে কহিল "দেবি, আজ কুমারের মঙ্গল দিবস। তাহার মঙ্গল দিবসে এমন কথা বলিতে নাই। সে যে রাজার দুলাল, রাজার প্রাণ সর্বস্ব, স্নেহ-প্রতিম। আজ এমন দিবসে অমঙ্গল জনক কিছু বলিলে রাজা প্রাণে যে ব্যথা পাইবেন। আপনি কুমারের জননী, তাই তাহার মঙ্গল কামনা করুন।"

রাণী বিস্ময় ও ক্ষোভের সহিত কহিলেন—"মঙ্গল কামনা! কার মঙ্গল কামনা! শত্রুর! না না সখি, তাহার মঙ্গল কামনা করিতে পারি না, বরঞ্চ তার মৃত্যু কামনাই করিতে পারি। সখি, আমি বড় অভাগিনী, না হয় এমন পুত্র আমার গর্ভে ধরিল কেন। কার না বাসনা— একটি পুত্র সন্তান লাভ করুক, এই পুত্রের উৎপন্নক্ষণ হইতেই আমি দারুণ দুঃখ ভোগ করিয়া আসিতেছি।

ক্ষেমাদিদি আমার বড়ই পুণ্যবতী, তাই তিনি পূর্ব্ব হই-তেই সংসার ত্যাগ করিয়া এই অসহ্য দুঃখ হইতে দূরে সরিয়া রহিয়াছেন। আমি অভাগিনী এই দুঃখ ভোগ করিতেছি।" এই বলিতে বলিতে রাণীর নয়ন যুগল অশ্রু পূর্ণ হইল।

তখন অতি নিকটে শুনা যাইতে লাগিল—মানবের কল্লোল ধ্বনি, বাদ্যের মধুর নিক্কণ। বেহালা-বাঁশরীর সুমধুর কোমল সুতান লহরী রাণীর প্রাণ উদ্বেলিত করিয়া তুলিল। রাণী বিমোহিত হইলেন। সানাইর করুণ স্বরে রাণীর হৃদয়ে করুণার মন্দা-কিনী প্রবাহিত হইল। উন্মুক্ত গবাক্ষপথে রাণী দেখিতে পাইলেন— রাজা বিভূষিত এক শিশুকে বক্ষে ধারণ করিয়া মাঙ্গলিক বাদ্য ও মন্ত্রীপরি-ষদের সহিত এদিকে আসিতেছেন। অনুক্রমে তাঁহারা রাণীর প্রাসাদের সম্মুখ-প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজ্যের প্রধান প্রধান কয়েক-জন সম্মানিত ব্যক্তিকে রাজা সঙ্গে করিয়া রাণীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। রাজা শিশুকে রাণীর

"মন্তিনি, তোমার পুত্র অজাতশত্রুকে কোলে নাও।"

ক্রোড়ে সমর্পণ করিতে করিতে বলিলেন— "মহিষি, তোমার পুত্র অজাত-শত্রুকে কোলে নাও," এই বলিয়া রাজা শিশুকে রাণীর অঙ্কপ্রদেশে রক্ষা করিলেন। অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাও রাণীকে প্রণাম করিয়া অনুরোধ করিলেন— "মহারাণি, আপনার সন্তান আপনি প্রতিপালন করুন।"

রাণী অকস্মাৎ এই ব্যাপারে অপ্রতিভ ও লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। রাণী পুত্রকে কোলে নিয়া নীরবে পুত্রের কচি মুখপানে একবার নিরীক্ষণ করিলেন। মায়ের কোলের শিশু যখন মায়ের মুখে দৃষ্টি ফেলিয়া শিশু-সুলভ এক গাল হাসি উড়াইয়া দিল, এবং আধ্ আধ্ স্বরে মা-মা বলিয়া মায়ের মুখের দিকে হাত বাড়াইয়া দিল— তখন রাণীর সর্ব্ব শরীর পুলকে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। 'মা' শব্দ মায়ের কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিল। হৃদয় কি এক অনাবিল আনন্দে আলোড়িত হইল।

(৪)

পুত্র শত অপরাধী হউক, কথনও মায়ের

অপ্রিয় হইতে পারে না। জননী আপন গর্ভজাত সন্তানকে স্নেহ করিয়া যেই স্বর্গীয় বিমল আনন্দ অনুভব করেন, জগতে এমন কিছুই নাই, যাহা লাভ করিয়া মাতা তেমন আনন্দ অনুভব করিতে পারেন। মাতার পক্ষে পুত্র-রত্ন অতি মহার্ঘ রত্ন রাজৈশ্বর্য্য হউক, হীরা-মাণিক্য বহুমূল্য রত্ন হউক, সবই পুত্র-রত্নের নিকট হার মানে। পুত্র অসিত বরণ হউক, তবুও সে মায়ের নিকট কনিত কাঞ্চন। পুত্র নির্গুণ হউক, তবুও সে মায়ের নিকট গুণবান। পুত্র শত দোষী হউক, তবুও সে মায়ের নিকট নির্দোষী।

এমন মায়ের এক বৎসরের শিশু সন্তান আজ সম্বৎসরাবধি মাতৃ-অঙ্ক শূন্য রাখিয়া পরের ঘরে, পরের স্নেহে লালিত-পালিত। আজ সেই শূন্য-অঙ্ক পূর্ণ হইল। অপত্য-স্নেহের শূন্য ভাণ্ডার পুত্র-প্রেমের অমিয় ধারায় ভরিয়া উঠিল। অহোঃ, কি সুন্দর! কি মধুরিমাময়! মাতা-পুত্রের মিলন কি সুখকর! মাতৃ-অঙ্কে সদ্য বকুল ফুলটি যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে! কচি মুখের মৃদু-মধুর হাসি কি

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অমিয় মাখা ! কেমন সারল্য পূর্ণ মধুর 'মা-মা' বুলি ! পুত্র প্রেমের কি মোহিনী শক্তি ! মায়ের অন্তরের বিদ্বেষ ভাব মুছিয়া গিয়া পুত্র-স্নেহের গভীর রেখা পাত হইল। মায়ের প্রাণ নাচিয়া উঠিল। স্নেহের উৎস উছলিয়া উঠিল। অপত্য-স্নেহের মন্দাকিনী শত-ধারায় প্রবাহিত হইল। মাতা শিশু-সন্তানকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া ঘন ঘন স্নেহ চুম্বন দিতে লাগিল। মাতৃ-স্নেহ হারা শিশু মায়ের স্নেহ পাইয়া মনের আনন্দে বলিতে লাগিল— "মা-মা-মা !"

নবম পরিচ্ছেদ

দেবদত্ত

(১)

পুরাকালে কপিলবস্তু নগরে জয়সেন নামক একজন রাজা ছিলেন। তাঁহার সিংহ-হনু নামক এক জন পুত্র ও যশোধরা নাম্নী একটি কন্যা ছিল। তখন দেবদহ নগরে দেবদহ শাক্য নামক জনৈক রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার অঞ্জন নামক এক পুত্র ও কাত্যায়নী নাম্নী এক কন্যা ছিল। কাত্যা-য়নী মহারাজ সিংহ-হনুর অগ্রমহিষী হইলেন এবং যশোধরা অঞ্জন রাজের প্রধানা মহিষী হইলেন। মহা-রাজ অঞ্জনের অগ্রমহিষী যশোধরার গর্ভে মহামায়া ও প্রজাবতী গৌতমী নাম্নী দুইটি কন্যা এবং দণ্ডপাণি শাক্য ও সুপ্রবুদ্ধ শাক্য নামক দুইটি পুত্র জন্মে। মহারাজ সিংহ-হনুর প্রধানা মহিষী কাত্যায়নীর গর্ভে শুদ্ধোদন, অমিতোদন, ধৌতোদন, শুক্লোদন,

নবম পরিচ্ছেদ

অশুক্লোদন নামক পাঁচজন পুত্র এবং অমিতা ও প্রমিতা নাম্নী দুইটি কন্যার জন্ম হয়। তন্মধ্যে অমিতা দেবী সুপ্রবুদ্ধের অগ্রমহিষী হইলেন। অমিতা দেবীর গর্ভে যশোধরা নাম্নী একটি কন্যা ও দেবদত্ত নামক একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। যশো-ধরা— ভদ্রা কাত্যায়নী নামেও পরিচিতা। মহারাজ শুদ্ধোদনের প্রধানা মহিষী মহামায়া এবং দ্বিতীয়া মহিষী মহাপ্রজাবতী গৌতমী। প্রধানা মহিষী মহামায়ার গর্ভে সিদ্ধার্থ কুমারের জন্ম হয়। যশো-ধরা সিদ্ধার্থ কুমারের অগ্রমহিষী।

সিদ্ধার্থ কুমার বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া অনুক্রমে মল্লদেশের অনুপ্রিয় আম্রবনে আসিয়া অবস্থান করিতে-ছিলেন। তখন ভদ্রীয় অনুরুদ্ধ, আনন্দ, ভগু ও কিম্বিল এই পাঁচজন শাক্যপুত্র প্রব্রজ্যা গ্রহণ নিমিত্ত ভগবান সমীপে উপস্থিত হইতে প্রস্তুত হইলেন। সুপ্রবুদ্ধের পুত্র দেবদত্ত তাঁহাদের সহিত যাইতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। ক্ষৌরকার-পুত্র উপালীও তাঁহাদের সহগমন করিলেন। এই সাত জন এক-সঙ্গে যাইয়া ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন

সাতজন সকলেই পুণ্যাত্মা, একমাত্র অভাগা ছিলেন দেবদত্ত। সেই বর্ষার মধ্যেই ভদ্রীয় হইলেন ত্রিবিদ্যা সম্পন্ন অর্হৎ। অনুরুদ্ধ দিব্যচক্ষু ধ্যানস্থান অধিকার করিয়া পরে অর্হৎ হইলেন; দেবদত্ত অষ্ট সমাপত্তি লাভ করিয়া লৌকিক ধ্যান মাত্র লাভ করিলেন; আনন্দ হইলেন স্রোতাপন্ন; ভগু, কিম্বিল ও উপালী কিছুকাল পরে অর্হৎ ফল লাভ করিলেন।

(২)

তখন ভগবান সশিষ্যে কৌশম্বিতে অবস্থান করিতেছিলেন। তথায় ভগবান ও ভিক্ষুসঙ্ঘের অতিরিক্ত লাভ-সৎকার উৎপন্ন হইল। বস্ত্র, ভৈষজ্য, ও বিবিধ খাদ্য-ভোজ্যাদি হস্তে দায়ক-দায়িকারা বিহারে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিত— "ভগবান কোথায়, সারীপুত্র স্থবির কোথায়, মোদ্গলায়ন স্থবির, মহাকশ্যপ স্থবির, ভদ্রীয় স্থবির, অনুরুদ্ধ

স্থবির, আনন্দ স্থবির, ভগু স্থবির, কিম্বিল স্থবির ও উপালী স্থবির কোথায় ?" এইরূপে অশীতি মহাশ্রাবকগণের বাসস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বিচরণ করিত! কিন্তু দেবদত্তের এ কি দুর্ভাগ্য! তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিবারও কেহ ছিল না। দেবদত্ত অতিশয় দুঃখের সহিত একদিন চিন্তা করিলেন—"ইহারা যেমন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছে আমিও ইহাদের সহিত প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছি। ইহারা যেমন ক্ষত্রিয়-প্রব্রজিত, আমিও ক্ষত্রিয়-প্রব্রজিত। দায়ক-দায়িকারা ইঁহাদের কথা জিজ্ঞাসা করে, যে কোন দ্রব্য-সামগ্রী হস্তে ইহাদিগকে অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়। আমার নামোচ্চারণ করিবারও কেহই নাই। ভবিষ্যৎ দিনগুলি কি আমাকে এইরূপ ভাগ্যহীন হইয়াই কাটাইতে হইবে? অহো! আমার জীবনে ধিক্। যে কোন প্রকারে হউক আমাকেও এইরূপ লাভ-সৎকার উৎপাদন করিতে হইবে। তবে এখন কাহার সঙ্গে একত্র হই। কাহাকে প্রসাদিত করিয়া লাভ-সৎকার উৎপাদন করি। রাজা বিম্বিসার বুদ্ধের প্রথম

দর্শনেই স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিয়াছে। ইহার সহিত একমত হইতে পারিব না। কোশল রাজের সহিতও পারিব না। তবে কি-না বিম্বিসারের পুত্র অজাত-শত্রু এযাবৎ কাহারও গুণাগুণ সম্বন্ধে জানে না। তাঁহার সহিতই একত্র হইব।”

দশম পরিচ্ছেদ

কুসংসর্গ

(১)

বসন্তের মৃদু-মন্দ পবন হিল্লোলে সঞ্চালিত পল্লব-কিশলয় যেইরূপ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ বিশাল রাজপুরীর সকলের আদর-যত্নের মধ্য দিয়া কুমার অজাত-শত্রুও সুখে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শৌর্য্য-বীর্য্য প্রকাশ পাইতে লাগিল। কুমার এখন অষ্টাদশ বৎসরে উপনীত! তাঁহার সুগঠিত অঙ্গ-সৌষ্ঠব ও লালিত্য-মাখা উজ্জ্বল কান্তি সকলকে বিমুগ্ধ করিল। তাঁহার অসীম সাহস ও বীর-বিক্রম দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইল। রাজা পুত্রের গুণ গরিমায় আনন্দিত হইলেন, রাণী কিন্তু প্রমাদ গণিলেন। যথাসময়ে রাজা পুত্রকে উপরাজ-পদে অভিষিক্ত করিলেন। কুমার উপরাজ্য লাভ করিয়া মনের সুখে অবস্থান

করিতে লাগিলেন।

একদা অজাত-শত্রু কোন এক নির্জ্জন স্থানে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় দেবদত্ত কৌশম্বী হইতে রাজগৃহে উপস্থিত হইয়া স্বীয় ঋদ্ধি-বলে কুমার-বেশ ধারণ করিলেন। চারিটি বিষধর সর্প চারি হস্ত-পদে ও একটি গ্রীবায় বেষ্টন করিলেন। একটি মস্তকে পাগরীর ন্যায় বেষ্টন করিয়া, আর একটি শরীরে একাংশ করিলেন। এইরূপে সর্পালঙ্কৃত দেবদত্ত আকাশ-মার্গে যাইয়া অজাত-শত্রুর ক্রোড়ে উপবিষ্ট হইলেন। কুমার হঠাৎ এই অভূতপূর্ব্ব, অভাবনীয় ব্যাপার নিজের উপর নিপতিত দেখিয়া ভয়-ত্রস্তে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন। ভয়ে তাঁহার হৃদয় দুরু দুরু করিতে লাগিল, দেহ কম্পিত হইল। উন্মুক্ত অসি হস্তে বীর-দর্পে অথচ ভীতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে তুমি ?"

তখনই ঋদ্ধি পরিবর্ত্তন করিয়া ভিক্ষুবেশে দেবদত্ত সহাস্যে কহিলেন—"ভয় নাই, ভয় নাই কুমার, আমি ভিক্ষু দেবদত্ত।"

দেবদত্তের ঈদৃশ ঋদ্ধিশক্তি দেখিয়া অজাত-শত্রু

"কে তুমি ?"

আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি বিস্ময়ের স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনিই ভিক্ষু দেবদত্ত!" প্রত্যুত্তর হইল—"হাঁ কুমার, আমিই ভিক্ষু দেবদত্ত।"

অজাত-শত্রু ধীরে ধীরে কোষে অসি রক্ষা করিতে করিতে চিন্তা করিলেন—"এই ভিক্ষু মহা-গুণবান ও ঋদ্ধিসম্পন্ন।" এই চিন্তা করিয়া দেব-দত্তের প্রতি কুমারের অগাধ ভক্তির সঞ্চার হইল। তখনই কুমার ভূলুণ্ঠিত হইয়া দেবদত্তকে প্রণাম করিলেন—এবং সসম্ভ্রমে স্বীয় আসনে উপবেশন করাইলেন। বহুক্ষণ উভয়ের আলাপ পরিচয় হইল। দেবদত্তের স্তুতিবাক্যে অজাত-শত্রু মজিয়া পড়িলেন। অবশেষে দেবদত্তের অভাবের কথা শুনিয়া অজাত-শত্রু দুঃখ প্রকাশ করিলেন। প্রতিদিন পাঁচশত ভিক্ষুর আহার্য্যাদি প্রদান করিবেন বলিয়া কুমার প্রতিশ্রুতি দিলেন। আরও কহিলেন—দেবদত্তের যাবতীয় অভাব তিনি পরিপূর্ণ করিয়া দিবেন। দেব-দত্ত লাভ-সৎকারে অভিভূত হইয়া আনন্দে আত্ম-হারা হইলেন। তখন দেবদত্ত চিন্তা করিলেন—"এই ভিক্ষুসঙ্ঘ আমিই পরিচালনা করিব।"

এই পাপ-চিন্ত উৎপন্নক্ষণেই তাঁহার ঋদ্ধি-শক্তি লোপ পাইল।

(২)

তখন ভগবান বেণুবন বিহারে অবস্থান করিতেছেন। ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপাসিকা মহাপরিষদের মধ্যে ভগবান ধর্ম্ম দেশনা করিতেছেন। এমন সময় দেবদত্ত আসন হইতে উত্থিত হইয়া করযোড়ে প্রার্থনা করিলেন—"ভন্তে ভগবন্, আপনি এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন, আপনার শরীর এখন জরাগ্রস্ত আপনি নিরিবিলি অবস্থায় আপনার দৃষ্ট-ধর্ম্মে সুখে বিহরণ করুন। আমি ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিচালনা করিব। আমার উপর ভিক্ষুসঙ্ঘের ভার অর্পণ করুন।"

ভগবান কহিলেন—"দেবদত্ত, তোমার নিজের ক্ষমতানুযায়ী কথা বলিও। নিজকে পরিচালনা করিবার তোমার ক্ষমতা নাই, তুমিও না-কি আবার ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিচালনা করিবে! লজ্জাও নাই, মুখে

যাহা আসে তাহা বলিয়া অজ্ঞতার পরিচয় দিওনা।" ভগবান এইরূপ শ্লেষবাক্যে দেবদত্তকে তিরস্কার করিয়া তাঁহার প্রার্থনা প্রতিক্ষেপ করিলেন।

দেবদত্ত তিরস্কৃত হইয়া লজ্জায়-অপমানে-ক্ষোভে-দুঃখে ম্রিয়মাণ হইলেন। "আচ্ছা, ইহার যদি আমি প্রতিশোধ নিতে পারি." এই বলিয়া দেবদত্ত ক্রোধে গড়-গড় করিতে করিতে তখনই সভাস্থল ত্যাগ করিলেন। ভগবানের প্রতি দেবদত্তের শত্রুতা পোষণ করিবার এই প্রথম কারণ।

ভগবান ভিক্ষুসঙ্ঘ সমবেত করাইয়া কহিলেন—"হে ভিক্ষুগণ. দেবদত্ত আমার প্রতি শত্রুতা পোষণ করিয়াছে। আমার প্রতি অন্যায় আচরণ ও চিত্ত দূষিত করিয়া সে অশেষ পাপগ্রস্ত হইয়াছে। এই পাপের লঘুতার জন্য তাহার প্রতি এইরূপ দণ্ড বিহিত হইল—"যতদিন সে দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা না করিবে. ততদিন যাবৎ ভিক্ষুসঙ্ঘ তাহার সহিত আচার-ব্যবহার করিতে পারিবে না।"

উদ্ধত ও অবিমৃষ্যকারী দেববত্ত, ভগবান তাঁহার প্রতি দণ্ডাদেশ করিয়াছেন শুনিয়া তাঁহার

আরও অধিক ক্রোধের সঞ্চার হইল। দেবদত্ত ক্রোধান্ধ হইয়া চিন্তা করিলেন—"শ্রমণ গোতম ত আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, আমি কিন্তু তাহাকে ছাড়িবার পাত্র নহি। আমি যদি তাহার এবার অনর্থ ঘটাইতে পারি, তবে আমার দেবদত্ত নাম সার্থক হইবে। আমার উপর আবার দণ্ড! আমার অপমান করা নয়—তাহার মৃত্যুর পথ পরিষ্কার করা। তাহাকে হত্যা করিয়া ইহার উপযুক্ত প্রতিশোধ নিব। অজাত-শত্রুকে যদি কোন কৌশলে মগধের সিংহাসনে বসাইতে পারি, তবে একবার দেখাইব—আমার প্রতাপ কতদূর।"

(৩)

অজাত-শত্রু দেবদত্তের প্রতি অতিশয় প্রসন্ন তিনিই দেবদত্তের প্রধান দায়ক। কুমার প্রতিদিন দেবদত্তের জন্য পঞ্চশত পাত্রপূর্ণ খাদ্য প্রেরণ করিতেন। সেই অপর্য্যাপ্ত দানীয় সামগ্রী লাভ হওয়াতে দেবদত্ত ধরাকে সরা জ্ঞান করিলেন। একদিন দেবদত্ত

অজাত শত্রুর নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের বিবিধ আলাপ প্রসঙ্গের পর দেবদত্ত কহিলেন—"রাজ-কুমার, আজ আপনার সঙ্গে এক আবশ্যকীয় বিষয়ের আলোচনা করিবার জন্য আসিয়াছি।"

অজাত-শত্রু কহিলেন—"বলুন গুরুদেব।" দেবদত্ত একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহি-লেন—"বিষয়টা এখানে বলা তত নিরাপদ মনে করি না। স্থানটা আরও একটু নির্জ্জন হইলে ভাল হইত।"

অজাত-শত্রু একবার কৌতূহল পূর্ণ দৃষ্টিতে দেবদত্তের প্রতি চাহিয়া আসন হইতে উত্থিত হইয়া কহিলেন—"আসুন।" উভয়ে এক নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। দেবদত্ত দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। দুই আসনে দুইজন উপবিষ্ট হইলেন। দেবদত্ত স্বর নামাইয়া কহিলেন—"কুমার, রাজা হইবার আপনার ইচ্ছা আছে কি?"

অজাত-শত্রু কহিলেন—"থাকিবে না কেন প্রভু, সেটাই ত আমার বাঞ্ছনীয়। পিতার মৃত্যুর পরই আমি রাজ্যভার গ্রহণ করিব।"

দেবদত্ত আশ্চর্য্যের স্বরে কহিলেন—"পিতার মৃত্যুর পর! তবে ত কুমার বহু দীর্ঘ দিনের পরে। মানবের মৃত্যুর কোন নিশ্চয়তা নাই। কুমার, আপনি চিন্তা করিয়া দেখুন, পূর্ব্বে মানুষেরা দীর্ঘায়ু ছিল, এখন হইয়াছে অল্পায়ু; হয়তঃ কুমার-অবস্থাতেই আপনার মৃত্যু ঘটিতে পারে। রাজত্ব-সুখ—পৃথিবীতে অদ্বিতীয় সুখ। আপামর সর্ব্বসাধারণের ইচ্ছা একবার রাজত্ব-সুখ ভোগ করুক। কিন্তু কয়জনের ভাগ্যে তাহা ঘটে। কুমার-অবস্থাতেই যদি আপনার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে রাজত্ব-সুখ যে শ্রেষ্ঠ সুখ, তাহা উপভোগ করিতে পারিলেন কৈ?"

অজাত-শত্রু কহিলেন—"গুরুদেব, আপনার প্রত্যেক কথাই যুক্তিপূর্ণ।"

দেবদত্ত মৃদুহাস্যে কহিলেন—"কুমার, আপনার উপর যখন আমার শুভ-দৃষ্টি পড়িয়াছে, আপনার যাহাতে মঙ্গল হয়, সর্ব্বদা সেই চিন্তা নিয়াই আমি থাকি। আমি যাহা বলিতেছি, তাহা আপনি সূক্ষ্ম-বুদ্ধিতে চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

আমার উপদেশ অনুযায়ী কার্য্য করিলে আপনার মঙ্গল ব্যতীত অমঙ্গল কখনও হইবে না।"

অজাত-শত্রু কহিলেন—"তবে গুরুদেব, এখন আমাকে কি করিতে হইবে?"

দেবদত্ত—"আপনাকে একটি গুরুতর কার্য্য করিতে হইবে। আপনি কোমল মতি বালক, জানি না, আপনার দ্বারা সেই কাজ সম্পাদিত হওয়া সম্ভবপর কি-না; আমার নির্দ্দেশমতে কার্য্যটি যদি সম্পাদন করিতে পারেন, তাহা হইলে অদ্যই রাজ-মুকুট আপনার মস্তকের শোভা বর্দ্ধন করিবে।"

অজাত-শত্রু আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া কহিলেন—"গুরুদেব, বলুন, বলুন—জগতে আমার জন্য গুরুতর কার্য্য কিছুই নাই; আপনি বলুন—এখনি তাহা সম্পাদন করিয়া আসিতেছি।"

দেবদত্ত কহিলেন—"রাজপুত্র, কার্য্যটা যতদূর সহজ বিবেচনা করিতেছেন, ততদূর সহজ নহে। তবে আপনার পক্ষে কিছু সহজ হইতে পারে, যদি হৃদয়কে শক্ত করিয়া রাখিতে পারেন।"

অজাত-শত্রু দৃঢ়স্বরে কহিলেন—"আপনি বলুন,

নিশ্চয়ই পারিব। হৃদয়কে এমন শক্ত করিব, যেন পাষাণ হইতেও কঠিন। বিষয়টা কি, অনু-গ্রহ পূর্ব্বক বলিলে একবার শুনিতে পারি।"

দেবদত্ত স্বর আরও নীচে নামাইয়া আস্তে আস্তে কহিলেন—"তাহা হইলে কুমার, আপনার পিতাকে হত্যা করুন।"

অজাত-শত্রু শিহরিয়া উঠিলেন এবং আশ্চর্য্য-স্বরে কহিলেন—"এঁ্যা, পিতৃ-হত্যা! রাজ্য লাভের জন্য পিতাকে হত্যা করিব! অসম্ভব!"

দেবদত্ত কহিলেন—"রাজ্য লাভ করিতে হইলে পিতাকেও হত্যা করিতে হয়।"

অজাত-শত্রু বিমর্ষভাবে কহিলেন—"রাজ্য লাভ করিতে হইলে পিতৃ-হত্যা করিতে হইবে, ইহাই যে সমস্যার বিষয়!"

দেবদত্ত কহিলেন—"রাজকুমার, আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কার্য্যটি অতি গুরুতর। তবে কি-না কার্য্যটি আপনার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে। আপনি যদি তাহা সহজ মনে করেন, তবে সহজ হইয়া দাঁড়াইবে, আর যদি গুরুতর মনে করেন,

তবে গুরুতর হইয়া দাঁড়াইবে। দৃঢ়চিত্ত না হইলে এই সব কাজ কিছুতেই সম্পাদন করা যায় না।"

অজাত-শত্রু চিন্তান্বিত ভাবে কহিলেন "আজ হঠাৎ এই গুরুতর বিষয়ের কোন সিদ্ধান্ত করিতে পারিলাম না; পরে চিন্তা করিয়া দেখিব।"

দেবদত্ত—"কিন্তু কুমার, বুদ্ধিমানেরা শুভ-কার্য্যে কখনও কালক্ষেপ করেন না; যত শীঘ্র পারেন শুভ-কার্য্য সম্পাদন করিয়া ফেলিবেন। আমি আপনার মঙ্গল কামী কি-না, তাই আপনাকে এই সৎপরামর্শ দিতে আসিয়াছি। আমার অনেক কাজ, আমি এখন যাই।"

অজাত-শত্রুকে কোন এক অপিরিচিত চিন্তা-রাজ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়া দেবদত্ত প্রস্থান করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

রাজ্যাভিষেক

(১)

একদিকে রাজ্যলাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে পিতৃ-হত্যার বিভীষিকা, দুই দিক হইতে দুই চিন্তা আসিয়া অজাত-শত্রুকে প্রবল ভাবে আক্রমণ করিল। "এ-কি বিষম সমস্যার বিষয়"! পিতৃ-হত্যা কিরূপে করিব! দেবদত্তই বা আমাকে এইরূপ পরামর্শ দিলেন কেন? আমিই পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র; পিতার মৃত্যুর পর এই রাজ্য আমিই ত লাভ করিব। তবে অনর্থক পিতৃ-হত্যা করিয়া লাভ কি? না, আমি পিতৃ-হত্যা করিতে পারিব না।"

আবার চিন্তা করিলেন— "দেবদত্ত একজন জ্ঞানী ও ঋদ্ধি সম্পন্ন। তিনি অন্যায় ও অযুক্তিকর কথা বলিবেন কেন? তিনি বলিলেন— 'মানবের মৃত্যুর কোন কালাকাল নাই'। বাস্তবিক তাহা যুক্তি-

পূর্ণ কথা আমার যে কখন মৃত্যু হয় তাহা বলিতে পারি না; যদি কুমার-অবস্থাতেই আমার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে জীবনের সব আকাঙ্ক্ষাই থাকিয়া যাইবে; রাজাও হইতে পারিব না, রাজস্ব সুখ-ভোগও ভাগ্যে ঘটিবে না। এই বিশাল মগধ রাজ্য, অতুল বিভূতি-পুঞ্জ, দাস-দাসী, হস্তী-ঘোটক সমস্ত ঐশ্বর্য্যই পিতার। পিতার অঙ্গুলি সঙ্কেতেই সব পরিচালিত হইতেছে। ইহাতে আমার কি সুখ? কোথায় আমার সেই রূপ গুণ কীর্ত্তন, যশঃ-কীর্ত্তন। জীবিত থাকিয়াও মৃত্যুর ন্যায়; আমি নিতান্তই হতভাগ্য।

না, এইরূপ অভাগা হইয়া মরিব কেন? মরিতে হয়, রাজা হইয়া মরিব। রাজত্ব লাভ করিতে হইলে নিশ্চয়ই পিতৃ-হত্যা করিতে হইবে। দেবদত্ত আমার পরম হিতৈষী, তিনি যাহা পরামর্শ দিয়াছেন, আমার মঙ্গলের জন্যই। নিশ্চয়ই আমি পিতৃ হত্যা করিব। চিত্ত,—চঞ্চল হইও না; শরীর,—কম্পিত হইও না; হৃদয়,—তুমি পাষাণ হইতেও কঠিন হও; হস্ত,— তুমি প্রস্তুত হও। ভীষণতর কার্য্যে লিপ্ত হইতে হইবে, যাহা অতি ভয়ঙ্কর, অতি দুষ্কর,— পিতৃ-হত্যা—পিতৃ-হত্যা।"

(২)

দিবা দ্বিপ্রহর। নীল আকাশে দুই-এক খণ্ড শ্বেত মেঘ দৃষ্ট হইতেছে। প্রখর রৌদ্র। বৃক্ষপত্র নিশ্চল, বায়ু যেন কাহার ভয়ে পৃথিবী ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে। এমন সময়ে কে ঐ যুবক বস্ত্রাভ্যন্তরে এক সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র সংগোপনে রক্ষা করিয়া সন্তর্পণে অন্তঃপুর-পথে অগ্রসর হইতেছে। শরীর ঈষৎ কম্পিত হইতেছে; মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়াছে; সর্বাঙ্গে বিন্দু বিন্দু স্বেদ নির্গত হইতেছে; চির-পরিচিত পথেও পা কেমন ঠেকিয়া যাইতেছে; ভীত-চকিত-নেত্রে এক একবার চতুর্দিকে অবলোকন করিতেছে।

মন্ত্রণাগারে উপবিষ্ট আমাত্যগণ যুবকের এই অবস্থা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। তাঁহারা বলাবলী করিতে লাগিলেন—"ঐ-না আমাদের রাজপুত্র কুমার অজাত-শত্রু। তাঁহার এই অবস্থা কেন? সে যেন কাহাকে হত্যা করিয়া আসিয়াছে। না হয় কোন

এক গুরুতর কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে।" তাঁহার প্রতি সকলেরই সন্দেহ উৎপন্ন হইল। তখনই মন্ত্রীর আদেশে তাঁহাকে বন্দী করিয়া মন্ত্রণাগারে আনা হইল। মন্ত্রী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কুমার, নিশ্চয়ই আপনি কোন গুরুতর কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন।"

কুমার ভ্রূকুটি যুক্ত তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন—"কে বলিল?" মন্ত্রী কহিলেন—"আপনার চক্ষু ও মুখমণ্ডলের চিহ্ন তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।"

কুমার গম্ভীর স্বরে কহিলেন—"হাঁ, আপনার অনুমান সত্য। তবে গুরুতর কার্য্যটি এখনও সম্পাদন করি নাই। সম্পাদন করিতে যাইতেছি মাত্র।"

মন্ত্রী আশ্চর্য্যস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সেই গুরুতর কার্য্যটা কি?"

কুমার অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বিরক্তির স্বরে কহিলেন—"পিতৃ-হত্যা।"

তখন সকলের মুখ হইতে এক অস্ফুট ধ্বনি বাহির হইল। বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে সকলেই কুমারের প্রতি চাহিয়া রহিল। মন্ত্রী বিস্ময়ের স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি, কি কুমার, কি বলিলেন? পিতৃ-হত্যা!"

কুমার দৃপ্তস্বরে কহিলেন— "হাঁ পিতৃ-হত্যা।"

মন্ত্রি— "আপনাকে এ পরামর্শ কে দিল ?"

কুমার— "দেবদত্ত।"

মন্ত্রি আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন— "দেবদত্ত ! দেবদত্ত এই পরামর্শ দিবেন কেন ?"

কুমার— "রাজ্য লাভের জন্য ?"

তখন সকলেই পরামর্শ করিতে লাগিলেন— "কুমারকে এখন কি করা প্রয়োজন।" কেহ কেহ বলিল— "যেই পুত্র পিতৃ-হত্যা করিতে উদ্যত, সেই দুরন্ত ছেলেকে হত্যা করাই আমাদের মতে বিধেয়।" কেহ কেহ বলিল—"কুমারকে আমরা হত্যা করিতে যাইব কেন ? যাহাদ্বারা কুমার প্ররোচিত হইয়াছে, সেই ভিক্ষু-বংশ ধ্বংশ করাই সমুচিৎ মনে করি।" অপর সকলে বলিল— "কুমারকে হত্যা করা আমাদের কি প্রয়োজন; আর ভিক্ষু-বংশ ধ্বংশ করারও বা কি প্রয়োজন; বিচার কর্ত্তা স্বয়ং রাজা আছেন, তাঁহার বিচারে যাহা হয় তাহা করিবেন। রাজাকে সংবাদ দেওয়াই উচিৎ মনে করি।" অমাত্যদের বিবিধ মত দেখিয়া মন্ত্রি রাজার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন

মহারাজ যথাসময় মন্ত্রণাগারে উপস্থিত হইলেন। মন্ত্রী সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন। তিনি তাহা শুনিয়াও পুত্রের প্রতি অপরিসীম স্নেহ বশতঃ তাহা তত দোষাবহ বলিয়া মনে করিতে পারি-লেন না; বরঞ্চ কুমারকে যে হত্যা করা হয় নাই, এবং ভিক্ষুবংশও যে ধ্বংশ করা হয় নাই, তজ্জন্য তিনি সন্তুষ্ট হইয়া অমাত্যগণকে ধন্যবাদ ও পুরস্কার প্রদান করিলেন; এবং অজাত শত্রুকে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন— "বৎস, তুমি না-কি আমাকে হত্যা করিতে যাইতেছিলে?"

অজাত-শত্রু গম্ভীর ভাবে কহিলেন— "হাঁ পিতঃ! আপনাকে হত্যা করিতে যাইতেছিলাম।"

রাজা কহিলেন— "বাছাধন, আমাকে হত্যা করিলে তোমার কি লাভ হইবে?"

অজাত-শত্রু কহিলেন— "রাজা হইব, আপ-নার বর্ত্তমানে তাহা সম্ভব নহে।"

রাজা সহাস্যে কহিলেন— "বাছা আমার, এ-রাজ্য ত তোমারই, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার

রাজ্যের আর প্রয়োজন কি ? তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র, তুমিই রাজ্যের উত্তরাধিকারী। তোমার যদি রাজা হইবার সেইরূপ প্রবল ইচ্ছা উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে অদ্যই তোমাকে এই মগধের সিংহাসনে উপবেশন করাইব। এই রাজ-মুকুট অদ্য হইতে তোমার মস্তকে শোভা বর্দ্ধন করিবে। আমার এই বৃদ্ধ বয়স ধর্ম্ম উপার্জ্জনের সময়। তাই তোমার উপর রাজ্য-ভার অর্পণ করিবার সেই সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলাম। তোমার রাজত্ব-ভার গ্রহণের ইচ্ছা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। অদ্যই তুমি রাজত্বভার গ্রহণ করিয়া আমাকে অবসর প্রদান কর।" এই বলিয়া রাজা মন্ত্রীকে আদেশ দিলেন—"মন্ত্রিবর, অদ্য অজাত-শত্রুর রাজ্যাভিষেক। রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণকে রাজ-দরবারে সমবেত হইবার জন্য নিমন্ত্রণ পত্র দেওয়া হউক। নগরে দুন্দুভি-নিনাদে ঘোষণা করা হউক— অদ্য হইতে মগধের সম্রাট **অজাত-শত্রু**।"

(৩)

মঙ্গল বাদ্য বাজিয়া উঠিল। রাজপুরী সুসজ্জিত হইল। আনন্দ-উৎসবের সাড়া পড়িয়া গেল। স্থানে স্থানে কদলীবৃক্ষ ও মঙ্গল-ঘট স্থাপন করা হইল। মুহুর্মুহুঃ বামা-কণ্ঠের হুলুধ্বনি ও শঙ্খরবে আকাশের দশদিক মুখরিত হইয়া উঠিল।

রাজ-সভা লোকে লোকারণ্য। মগধের খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ রাজ-সভায় সমবেত হইয়াছেন। তখন মহারাজ বিম্বিসার অজাত-শত্রু প্রমুখ মন্ত্রী ও অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে রাজ-দরবারে উপস্থিত হইলেন। সকলে আসন হইতে উঠিয়া রাজাকে সম্মান প্রদর্শন করিলেন। রাজা আসন গ্রহণ করিলে সকলে বসিলেন। অতঃপর রাজা সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"হে সভাসদ্‌বৃন্দ, আজ আমি আপনাদের নিকট এক অত্যাবশ্যকীয় কথার অবতারণা করিতেছি। আশা করি, আমার কথা সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিয়া আমার সন্তোষ

বর্দ্ধন করিবেন। মগধের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া এযাবৎ যথাধর্ম্ম রাজ্য শাসন করিয়া আসিতেছি। প্রজাপালন, প্রজারঞ্জনই রাজার প্রধান কর্ত্তব্য। বোধ হয়, এযাবৎ সেই কর্ত্তব্য হইতে চ্যুত হই নাই। রাজ্য পরিচালনা বড়ই গুরুতর কার্য্য। এখন আমার বৃদ্ধাবস্থা। বৃদ্ধ বয়সে এইরূপ গুরু-বোঝা বহন করিতে আমি অক্ষম। তাই আমি আশা করিয়াছি—আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র অজাত-শত্রুর হস্তে রাজ্য-ভার অর্পণ করিয়া শেষ-জীবন ধর্ম্ম-কার্য্যে অতিবাহিত করিব। আমার পুত্র এখন সর্ব্ববিষয়ে উপযুক্ততা লাভ করিয়াছে। তাহার সুশাসনে আপনারা যে সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। অদ্য হইতে মগধের সিংহাসনে অজাত-শত্রু অধিষ্ঠিত হইবে। এই রাজ-মুকুট অদ্য হইতেই তাহার মস্তকে শোভা বর্দ্ধন করুক।" এই বলিয়া মহারাজ বিম্বিসার অজাত-শত্রুর মস্তকে রাজ-মুকুট পরাইয়া দিলেন। অজাত-শত্রু অবনত মস্তকে পিতার প্রদত্ত রাজ-মুকুট স্বীয় মস্তকে ধারণ করিয়া পিতার চরণ-ধূলি গ্রহণ করিলেন। রাজা

একাদশ পরিচ্ছেদ

আশীর্ব্বাদ করিলেন—"বৎস, তোমার মঙ্গল হউক; তোমার এই অভিষেক জয়যুক্ত হউক।"

তখন মঙ্গল-বাদ্য বাজিয়া উঠিল, চতুর্দ্দিকে আনন্দের জয় জয় ধ্বনি উত্থিত হইল। মহিলাগণের হুলুধ্বনি ও সুমধুর শঙ্খ-নিনাদে রাজগৃহ মুখরিত হইল। তখন দিক্-দিগন্ত হইতে প্রতিধ্বনি আসিল—"জয় রাজা অজাত-শত্রুর জয়!"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পিতৃহত্যা

(১)

অজাত-শত্রুর অভিলাষ সিদ্ধ হইল। যাহা পাইবার জন্য একান্ত ইচ্ছা ছিল, তাহা প্রাপ্ত হইলেন। যাহা একমাত্র বাঞ্ছিত, যাহার মোহে অসাধ্য সাধনে অকুণ্ঠিত হৃদয়, সামন্ত-রাজগণ যাহার লোভে লালায়িত, আজ সেই বহুমূল্য হীরা-মুক্তা খচিত স্বর্ণ-সিংহাসনে অজাত-শত্রু অধিরূঢ় হইয়া নিজকে সৌভাগ্যবান মনে করিতে লাগিলেন। অজাত-শত্রু চিন্তা করিলেন—"এই রাজ্যলাভ একমাত্র দেবদত্তের চক্রান্তে, দেবদত্তের সুকৌশলে; দেবদত্তই একমাত্র পরম হিতৈষী। তাঁহার উপদেশ কি চমৎকার, যেন বিশল্যকরণীর ন্যায় কার্য্য সম্পাদন করিল। অজাত-শত্রু রাজা হইয়া দেবদত্তকে মনে মনে শত সহস্র ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

এদিকে দেবদত্ত বিদ্বেষ-দাবাগ্নিতে রাত্রিদিন বিদগ্ধ হইতে লাগিলেন। বুদ্ধ তাঁহাকে পদে পদে অপমান করিতেছেন—এই তাঁহার ধারণা। বুদ্ধের উপদেশ তাঁহার নিকট বাক্যবাণে পর্য্যবসিত হইল। দেবদত্ত বুদ্ধের বাক্যবাণে জর্জ্জরিত, ব্যথিত, অপমানিত। তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্প—বুদ্ধকে হত্যা করা চাই। দেবদত্ত চিন্তা করিলেন—"যতদিন অজাত-শত্রু রাজা বিম্বিসারকে হত্যা করিয়া রাজ্য-ভার গ্রহণ না করিবে, ততদিন আমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে না। আমি সেইদিন বিম্বিসারকে হত্যা করিবার জন্য অজাত-শত্রুকে মন্ত্রণা দিয়া আসিয়াছি; না-জানি—সে কি করিল। একবার যাইয়া দেখি—কার্য্য কতদূর সাফল্য মণ্ডিত হইল।"

দেবদত্ত অজাত-শত্রুর নিকট উপস্থিত হইলেন। অজাত-শত্রু অতিশয় সম্মানের সহিত দেবদত্তকে উপবেশন করাইলেন এবং কৃতিত্বের হাসি হাসিয়া কহিলেন—"প্রভু, আপনার উপদেশে আমার এই রাজ্যলাভ। পিতাকে হত্যা করিতে যাইতেছিলাম, পিতা তাহা জানিয়া স্বেচ্ছায় আমাকে রাজত্ব

প্রদান করিলেন। পিতৃহত্যাও করিতে হইল না, রাজ্যও লাভ হইল, কৌশলে সমস্তই সিদ্ধ হইল।"

"রাজাকে হত্যা করা হয় নাই"—এই কথাটা দেবদত্তের অপ্রীতিকর হইল। দেবদত্ত বিমর্ষভাবে কহিলেন—"কুমার, আপনার রাজ্যলাভে সন্তুষ্ট হইলাম, কিন্তু একটা আশঙ্কার ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে।"

অজাত-শত্রু বিস্ময়ের স্বরে কহিলেন—"রাজা হইলাম তথাপি আশঙ্কা!"

দেবদত্ত আরও বিষাদের ভাব দেখাইয়া কহিলেন—"আপনি যে অভ্যন্তরে মূষিক রাখিয়া ভেরী আচ্ছাদন করিয়াছেন।"

অজাত-শত্রু আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন—"আপনি কি বলিতেছেন, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না!"

দেবদত্ত কহিলেন—"অভ্যন্তরে মূষিক রাখিয়া ভেরী আচ্ছাদন করিলে, যেমন মূষিকের তীক্ষ্ণ দন্তের দ্বারা আচ্ছাদিত চামড়া ছিন্ন করিয়া মূষিক বাহির হইয়া যায়, আপনার পিতাকে জীবিত রাখাও তদ্রূপ। কয়েক দিন আপনাকে শান্ত রাখিবার

জন্য অস্থায়ীরূপে রাজত্ব দিয়াছে মাত্র। কিছুদিন পরে আপনার পিতা আপনাকে হত্যা করিয়া আবার তিনি রাজা হইবেন। সেই চতুরতা আপনি এখনও বুঝিতে পারেন নাই।”

অজাত-শত্রু আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন—“আমার পিতা আমাকে হত্যা করিবেন! তিনি ত সেই প্রকৃতির নহেন। তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন।”

দেবদত্ত বিদ্রূপ হাস্যে কহিলেন—“তাহা সত্য বটে; আপনি তাহা বুঝিবেন কিরূপে? তিনিও ত মানুষ; তাঁহারও অবশ্য রক্ত-মাংসের শরীর। রাজত্বের জন্য আপনার যেমন লোভ, তেমন পৃথিবী বাসী সকলেরই। আপনি পুত্র হইয়া পিতাকে কিরূপে হত্যা করিতে গেলেন? আপনি মনে করিবেন না— তিনি নীরবে বসিয়া থাকিবেন। ইহা কখনও সম্ভব হইতে পারে না। লোভ—দ্বেষ—মোহ-বহ্নি যেখানে ধাঁ-ধাঁ করিয়া প্রজ্জলিত হইয়া উঠিবে, সেখানে আর পিতা-পুত্রের ভেদাভেদ থাকিবে না। নিশ্চয়ই জানিবেন— আপনি যেমন পিতাকে হত্যা করিতে গিয়াছিলেন, তিনিও একদিন আপনাকে

হত্যা করিয়া এই রাজত্ব ভার গ্রহণ করিবেন।"

অজাত-শত্রু অধোবদন হইয়া ভাবিলেন—"তাহাও এক প্রকার সত্য বটে।" প্রকাশ্যে কহিলেন—"প্রভু, তবে এখন আমার কি করা কর্ত্তব্য ?"

দেবদত্ত—"রাজাকে হত্যা করাই প্রধান কর্ত্তব্য মনে করি।" অজাত-শত্রু বিমর্ষভাবে কহিলেন—"পিতা যে অবধ্য, তিনি আমাকে রাজত্ব পর্য্যন্ত দিয়া দিলেন. আবার নিজহস্তে পিতাকে কেমন করিয়া হত্যা করিব ? পুত্র হইয়া স্বহস্তে পিতার প্রাণ বধ করা ! না, বসুধাও সহ্য করিবে না।" দেবদত্ত কহিলেন—"আপনার নিজ-হস্তে হত্যা না করিলেও হত্যা করিবার বিবিধ কৌশল বিদ্যমান আছে। আপনি এক কাজ করুন—তাঁহাকে কোন এক বায়ুবদ্ধ গৃহে অনাহারে আবদ্ধ করিয়া রাখুন, কিছুদিন পরে আপনা হইতেই মরিয়া থাকিবেন।"

অজাত-শত্রু প্রফুল্ল-হাস্যে কহিলেন—"বেশ, আপনি অতি উত্তম উপায় বলিয়া দিলেন। বাস্তবিক আপনার বুদ্ধি প্রশংসনীয়। আপনার উপদেশ

অনুসারে কার্য্য করা হইবে।”

(২)

রাত্রির শেষ যাম। পুরবাসী নিদ্রামগ্ন। ধরণী নীরব—নিস্তব্ধ। মহারাণী বৈদেহী স্বপ্ন দেখিতেছেন—দিবা-দ্বিপ্রহর অতীত প্রায়. তিনি মহারাজের সহিত কোন এক অত্যুচ্চ পর্ব্বত চূড়ায় আরোহণ করিতে-ছেন। অমনি সহসা চতুর্দ্দিক মেঘাবৃত হইয়া প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত হইল। বিদ্যুৎ চমকিতেছে, মুহুর্মুহুঃ বজ্রনির্ঘোষ কর্ণবিবর বিদীর্ণ করিয়া দিতেছে। প্রাণ কেমন আতঙ্কিত হইল। পথ তখনও অনেক বাকী। রাজা দ্বিগুণ উৎসাহে রাণীকে অভয় দিতেছেন। এবং তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উচ্চ হইতে উচ্চস্তরে আরোহণের জন্য রাণীকে আহ্বান করিতেছেন। রাণীর পা আর চলে না। তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, তথাপি হাঁপাইতে হাঁপাইতে রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আরোহণ করিতে লাগিলেন। রাণী হঠাৎ উপরদিকে দেখিলেন রাজা নাই, চতুর্দ্দিকে দেখিলেন—কোথাও

নাই। "মহারাজ, মহারাজ," বলিয়া পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতে লাগিলেন— রাজার কোন সারা-শব্দ পাওয়া গেল না। এই ভীষণ দুর্য্যোগের সময় রাণী অরণ্যময় পর্ব্বতোপরি একাকিনী। ভয়ে রাণীর হৃদয় কম্পিত হইল। তিনি বসিয়া পড়িলেন, অসহায়া রাণীর দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। রাণী উপরদিকে দেখিলেন— পর্ব্বত শিকর এখনও অনেক উচ্চে; নিম্ন দিকে দেখিলেন— পাদদেশ এতদূর নিম্নে যে রাণী ভয়ে চক্ষু মুদিলেন। চক্ষু মেলিয়া সম্মুখে যাহা দেখিলেন, তাহাতে হতজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। ভয়ে তাঁহার সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। দেখিলেন— এক কৃষ্ণবর্ণ ভীষণাকার বন্য-মানুষ। দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ শরীর। চক্ষু দুইটি হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে। রুক্ষ কেশ, মধ্যে মধ্যে জটা হইয়া গিয়াছে। গলদেশে নরমুণ্ডের মালা, হস্তে ত্রিশূল, পরিধানে ব্যাঘ্র-চর্ম্ম। এই ভীষণ-কায় মানবটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রাণীকে নিরীক্ষণ করিতেছে। রাণী ভয়ে চক্ষু নিমীলিত করিলেন। তখন সেই বন্য মনুষ্যটি বজ্র-নির্ঘোষ বিকট শব্দে বলিয়া উঠিল—

"বেটী, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।" রাণী চক্ষু মেলিয়া ভয়-বিহ্বল কাতর দৃষ্টিতে তাহার প্রতি একবার চাহিলেন—তৎপর অনুনয় কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন—"কেন, আমি ত কাহারও কোন দোষ করি নাই।" আবার সেই বিকট শব্দে ধ্বনিত হইল—"আমরা দোষাদোষের বিচার করি না; যাহাকে সম্মুখে পাই তাহাকে হত্যা করি।" কথাটা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে রাণীর বক্ষস্থলে সেই ত্রিশূল সজোরে বিদ্ধ হইল। রাণী—"মা" বলিয়া পড়িয়া গেলেন। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া মহারাজকে আহ্বান করিতে লাগিলেন—"মহারাজ, মহারাজ, আপনি কোথায়? প্রাণনাথ, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন; উঃ, অসহ্য যন্ত্রণা।"

রাণীর কাতর চীৎকারে রাজার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। রাজা বুঝিতে পারিলেন—রাণী স্বপ্নে ভয় পাইতেছে। তখন রাজা রাণীর গায়ে হস্ত রাখিয়া অনুভব করিলেন—রাণীর সর্ব্বাঙ্গ থর থর কাঁপিতেছে। তখন রাজা সস্নেহে ডাকিয়া কহিলেন—"প্রিয়ে, প্রিয়ে, এই যে আমি, ভয় নাই, ভয় নাই।"

"কোথায় প্রাণনাথ, আপনি কোথায়, আমায়

রক্ষা করুন, রক্ষা করুন।”

“প্রিয়ে, প্রিয়ে, এই যে আমি, ভয় পাও না-কি।”

রাণীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। পূর্ব্ব হইতে ভয়ের একটু লাঘব হইলেও কিন্তু এখনও শরীর কম্পিত হইতেছে। রাণী মহারাজকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন—“প্রাণনাথ, আমি বড় ভয় পাইয়াছি।”

রাজা সস্নেহে ভয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে—রাণী স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। অতঃপর রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“মহারাজ, আমি অমন স্বপ্ন দেখিলাম কেন? আমার বড় ভয় হইতেছে, বোধ হয় কোন বিপদ সন্নিকট।” রাজা কহিলেন—“কোন ভয় নাই, বায়ু কুপিত হইলে নানারূপ স্বপ্ন দেখা যায়, তজ্জন্য তুমি ভীতা হইও না।” তখন একটি পেচক বিকট শব্দ করিতে করিতে প্রাসাদের চূড়া হইতে উড়িয়া গেল।

(৩)

সুসজ্জিত এক প্রকোষ্ঠে রাণী বৈদেহী একাকিনী। প্রকোষ্ঠ বিচিত্র কারুকার্য্য খচিত। বিবিধ

বিলাস-সামগ্রী স্তরে স্তরে সুসজ্জিত। কস্তুরি-সৌরভামোদিত কক্ষে মহার্ঘ পল্যঙ্কোপরি আলুলায়িতা কুন্তলা বিরস-বদনা রাজ্ঞী অর্দ্ধশায়িতা। তিনি চিন্তান্বিতা। কি এক চিন্তা-ঝটিকা তাঁহার কোমল চিত্তকে বার বার আক্রমণ করিতেছে। আজ আবার হঠাৎ একি তাঁহার নিরানন্দ ভাব। যেন কোন এক অজানিত বিপদ-ঘন-ঘটায় তাহার চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন। ক্রমশঃ উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন।

সেই সময় মহারাজ বিম্বিসার অত্যধিক বিমর্ষ ভাবে রাণীর প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন। রাণী রাজার বিষাদ ভাব দেখিয়া সম্মুখ বিপদের আশঙ্কা করিলেন। তিনি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহারাজ, আপনার এরূপ বিমর্ষ ভাব কেন?" রাজা দুঃখের সহিত কহিলেন—"প্রিয়ে তোমার নিকট বিদায় নিতে আসিয়াছি। এ বিদায়—জীবনের বিদায়। মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার তোমাকে........।" রাজার বাক্য শেষ করিতে না দিয়া, রাণী অস্থির ভাবে বলিয়া উঠিলেন—"মহারাজ, মহারাজ, আপনি একি

বলিতেছেন ! ব্যাপার কি যথাশীঘ্র খুলিয়া বলুন ."

রাজা কহিলেন—" প্রিয়ে, পুত্র অজাত-শত্রুর আদেশ হইয়াছে—আমাকে ধূমাগারে বন্দীরূপে অবস্থান করিতে হইবে। কেবল বন্দীরূপে নয়, অনশনও থাকিতে হইবে।" এই বলিতে বলিতে রাজার নয়ন-যুগল জলে ভরিয়া আসিল।

রাজার কথা শুনিয়া রাণী বিচলিত হইলেন—তিনি ক্ষোভ-স্বরে সতেজে বলিয়া উঠিলেন—"বন্দী ! কে বন্দী ! যিনি মগধের সম্রাট, তিনি আবার বন্দী ? কার সাধ্য আপনাকে বন্দী করে ? লক্ষ লোকের জীবন-মরণ যাঁর অঙ্গুলি সঙ্কেতের উপর নির্ভর করে, তাঁহাকে আবার কে বন্দী করিবে ? অজাত-শত্রু ! সেই পাষণ্ড অজাত-শত্রু ! এখনই আপনি আদেশ করুন, তাহাকে বন্দী করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করুক।"

রাজা কহিলেন—"প্রিয়ে, তোমার ভ্রম হইতেছে। আমার রাজত্ব ভার অজাত শত্রুর করে অর্পণ করিয়াছি। সে-ই এখন মগধের সম্রাট। সে যাহা ইচ্ছা করিতে পারে, তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধতা করিবার কাহারও

শক্তি নাই। আমার জীবন-মরণ এখন তাহার হাতে। তুমি দুঃখিত হইও না, ইহা আমার পূর্ব্বার্জ্জিত কোন দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল।

রাণী সজল-নেত্রে কহিলেন—"প্রাণেশ্বর, আজ প্রভাত অবধি আমার প্রাণ কেমন উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। গত রজনীর স্বপ্ন-বিভীষিকা মনে পড়িয়া বার বার কেমন ভীতির সঞ্চার হইতেছে। আমার মনে হইতেছিল— নিশ্চয়ই কোন বিপদ উপস্থিত হইবে। এখন দেখিতেছি, সেই বিপদ উপস্থিত। বোধ হয়, আমরা এ-রাজ্যের অনিষ্ট সাধক। অজাত-শত্রুর সুখের সংসারে আমরাই একমাত্র কণ্টক স্বরূপ। প্রাণনাথ, আমাদের এ রাজ্যে থাকিয়া আর কাজ নাই। চলুন আমরা রাজ-প্রাসাদ ছাড়িয়া গহন বনের আশ্রয় লই। বনের পাখী যেমন মনের সুখে বনে বনে ঘুরিয়া বনের ফল খাইয়া জীবিত থাকে; আমরাও সেইরূপ বনের পাখীর ন্যায় বনে বনে ঘুরিয়া বনের ফল-মূল খাইয়া জীবিত থাকিব। প্রাণেশ্বর, দৈবজ্ঞের বাণী সফল হইতে চলিল। আমার বড় ভয় হইতেছে। চলুন প্রাণনাথ, এ-রাজ্য ছাড়িয়া

পলায়ন করি।" এই বলিতে বলিতে রাণীর দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

বিম্বিসার সস্নেহে রাণীর অশ্রু মুছাইয়া দিতে দিতে কহিলেন—"প্রিয়ে, এ-বৃদ্ধাবস্থায় পলাইয়া কোথায় দুঃখ ভোগ করিতে যাইব। তদপেক্ষা কারাগারে মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। পলাইবারও কি আর অবসর আছে। কারাধ্যক্ষ বহির্ভাগে দণ্ডায়মান। এখনই আমাকে কারাগারে প্রবেশ করিতে হইবে।"

রাণী কাতর বচনে কহিলেন—"প্রাণনাথ, আপনি যদি কারাগারে বন্দীরূপে থাকিবেন, আমি অভাগিনী কোন্ সুখে রাজ-প্রাসাদে অবস্থান করিব। আপনার অদর্শন আমার অসহ্য হইবে। আমিও আপনার সঙ্গে কারাগারে থাকিয়া আপনার দুঃখের ভাগিনী হইতে ইচ্ছা করি।"

রাজা কহিলেন—"প্রিয়ে, যাহা হইবার নহে, তাহা বলিয়া কি লাভ। অজাত-শত্রুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তুমি কি কারাগারে অবস্থান করিতে পারিবে? তাহা আমার অভিপ্রেতও নহে। তুমি সুখে থাকিলে আমিও সুখী হইব। যদি পুত্র হইতে অনুমতি পাও, তবে

সময়ান্তরে কারাগারে যাইয়া আমায় দেখিয়া আসিতে পার।”

তখন কারাধ্যক্ষ আসিয়া রাজা ও রাণীকে প্রণাম করিয়া কহিলেন—“মহারাজ, রাজার আদেশ লঙ্ঘন করা হইতেছে, অনেক বিলম্ব হইয়া গেল।”

তখন রাজা শশব্যস্তে রাণীকে কহিলেন—“প্রিয়ে, তবে এখন শেষ বিদায় দাও।”

রাণী বাষ্পাকুল লোচনে কারাধ্যক্ষকে মিনতি-স্বরে কহিলেন—“কারাধ্যক্ষ, তোমাকে করজোড়ে প্রার্থনা করি—রাজাকে তুমি ছাড়িয়া দাও। এইরূপ ধার্ম্মিক রাজার উপর এই অত্যাচার ধর্ম্মেও সহ্য করিবে না।”

কারাধ্যক্ষ কহিলেন—“রাণি মা, আমার কি শক্তি? রাজার আদেশ অমান্য করিবার আমার ক্ষমতা নাই।” এই বলিতে বলিতে কারাধ্যক্ষ রাজাকে লইয়া কারাগার অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তখন রাণী রোরুদ্যমানা হইয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—“কারাধ্যক্ষ, কারাধ্যক্ষ, দাঁড়াও, দাঁড়াও; আমিও যাইব; আমাকেও সঙ্গে করিয়া নিয়া যাও। মহারাজ, মহারাজ,

আমাকেও সঙ্গিনী করুন।” এই বলিতে বলিতে রাণী কম্পিত কলেবরে দ্রুত-পদে অগ্রসর হইলেন।

(৪)

পতি-পরায়ণা রাণী বৈদেহী স্বামীর প্রতি তাদৃশ নিষ্ঠুর নির্য্যাতনে মরমে মরিয়া গেলেন। তিনি শোকে, দুঃখে, ক্ষোভে মুহ্যমানা হইলেন। স্বামী-সোহাগিনী বৈদেহী স্বামীর দুঃখের কথা ভাবিতে ভাবিতে অনবরত অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সুকোমল হৃদয় যেন শতধা বিদীর্ণ হইল। তাঁহার সুখ-সূর্য্য যেন চিরতরে অস্তমিত হইল। বৈদেহী পুত্রের নিকট যাইয়া কত উপদেশ দিলেন, কত অনুনয় করিলেন, কত পাপের ভয় দেখাইলেন. এমন কি পুত্রের পায়ে পড়িয়া কত কাঁদিলেন, কিন্তু নিষ্ঠুর পুত্রের পাষাণ-হৃদয়ে বিন্দু মাত্রও দয়ার উদয় হইল না। তিনি দৈনিক একবার স্বামী দর্শন করিবার আদেশ পাইলেন মাত্র, কিন্তু স্বামীর দুঃখ লাঘব করিতে পারিলেন না।

বিম্বিসার পুত্রের নিষ্ঠুর আচরণে মর্ম্মাহত

হইলেন। স্বীয় পূর্ব্বকর্ম্মার্জ্জিত কোন পাপের নিদারুণ প্রতিফল মনে করিয়া নির্ব্বিবাদে তিনি সেই উত্তপ্ত ধূমাগারে বন্দীরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাণী বৈদেহী প্রতিদিন স্বামী দর্শনে যাইবার সময় গোপনে স্বর্ণ থালায় অন্ন লইয়া যাইতেন। বিম্বিসার তাহা খাইয়া জীবন ধারণ করিতেন। একদিন অজাত-শত্রু কারাগারের দ্বার-রক্ষককে জিজ্ঞাসা করিলেন— "আমার পিতা কি অবস্থায় আছেন ?" দ্বারপাল কহিল— "রাজন্, আপনার মাতা গোপনে উৎসঙ্গে খাদ্য লুকাইয়া লইয়া যান, তাহা খাইয়া তিনি জীবন ধারণ করিতেছেন।" ইহাতে অজাত-শত্রু রুষ্ট হইয়া কহিলেন— "তাহা হইলে অদ্য হইতে আমার মাতাকে উৎসঙ্গে করিয়া কিছু লইয়া যাইতে দিওনা।" রাজ্ঞী অতঃপর কবরীতে খাদ্য রাখিয়া লইয়া যাইতেন। অজাত-শত্রু ইহা জানিতে পারিয়া আদেশ দিলেন— "এই হইতে আমার মাতাকে কবরী খুলিয়া যাইতে বলিও।" তৎপর দেবী স্বর্ণ-পাদুকার অভ্যন্তরে খাদ্য রাখিয়া ভালরূপে তাহা আচ্ছাদন করিয়া পাদুকা পায়ে

যাইতেন। অজাত-শত্রু এই বিষয় জানিতে পারিয়া নিষেধ করিয়া দিলেন— "এই হইতে আমার মাতাকে পাদুকা-পায়ে যাইতে দিওনা।" অতঃপর দেবী সুবাসিত জলে স্নান করিয়া ঘৃত, নবনীত ও মধু ইত্যাদি ওজসম্পন্ন খাদ্য শরীরে মাখিয়া যাইতেন। রাজা তাঁহার শরীর লেহন করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। অজাত-শত্রু কারা-রক্ষকের নিকট এই ব্যাপার শুনিয়া নিষেধ করিয়া দিলেন— "এখন হইতে আমার মাতাকে আর কারাগৃহে প্রবেশ করিতে দিওনা।" পরদিন রাণী যখন করাগৃহের দ্বার-সমীপে উপস্থিত হইলেন, তখন দ্বারপাল সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া বিনীত বাক্যে কহিল— "রাণী মা, কারাগারে আপনার প্রবেশ, আপনার পুত্রের অভিপ্রেত নহে। অদ্য হইতে আপনার পুত্রের আদেশে আপনার কারাগারে প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে। তাই মা, দুঃখের সহিত বলিতেছি— "আপনি অনুগ্রহ করিয়া কারাগারে প্রবেশ করিবেন না।" দ্বারপালের কথা শুনিয়া রাণী কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার দুঃখের পরিসীমা রহিল না। তিনি

মর্ম্মাহত হইলেন। সতী-শিরোমণি রাণী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, এই বার অনশনে রাজার মৃত্যু ঘটিবে—এই মনে করিয়া তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন।

রাণী রোরুদ্যমান অবস্থায় অজাত-শত্রুর নিকট উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে করিতে কহিলেন—"হে পুত্র, তুমি এমন নিষ্ঠুর হইলে কেন? তোমার এমন কোমল-হৃদয়-পিতার প্রতি একি কঠোর দণ্ডের আদেশ দিলে? যিনি তোমাকে প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসেন, তোমার সেই স্নেহময় পিতার উপর এ-কি নৃশংস অত্যাচার আরম্ভ করিলে? তোমার সামান্য দুঃখে যাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, অন্তরে তীব্র বেদনা অনুভব করেন, তাঁহাকে অনাহারে হত্যা করিলে তোমার কি লাভ হইবে? তাহাতে তুমি কি সুখ লাভ করিবে? হে পুত্র, তোমার গর্ভধারিণী অভাগিনী জননীর কাতর ক্রন্দনেও তোমার অন্তরে কি দয়ার সঞ্চার হয় না? দুঃখিনী মায়ের একটি কথা কি রক্ষা করিবে না? তোমার স্নেহময় পিতাকে এখনই ছাড়িয়া দাও, তাঁহাকে অনাহারে

মারিয়া ফেলিও না।" এই রূপে রাণী অনেকক্ষণ ক্রন্দন করিয়াও পুত্রের কোন সদুত্তর পাইলেন না। রাণী হতাশ অন্তরে পুনরায় কারাগারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বিম্বিসারকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন— "স্বামি, প্রাণনাথ, আপনি নিজেই দুগ্ধ দিয়া বিষধর সর্প পোষণ করিয়াছিলেন। এখন সেই বিষধরের দংশনে জর্জ্জরিত হইতেছেন। আপন শত্রু আপনি পোষণ করিয়া এই নিদারুণ প্রতিফল ভোগ করিতেছেন। প্রাণনাথ, আপনার দর্শন লাভ আর অভাগিনীর ভাগ্যে ঘটিবে না। দাসীর কোন অপরাধ থাকিলে ক্ষমা করিবেন।" এই বলিয়া রাজ্ঞী বৈদেহী রোদন করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।

(৫)

বিম্বিসার নির্জ্জন কারাবাসে অনশনে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তিনি স্রোতাপন্ন, নির্ব্বাণ লাভের আটটি স্তরের দ্বিতীয় স্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন। স্রোতাপন্নেরা নরক, তির্য্যগ, প্রেত ও অসুর এই চারি

অপায় বিমুক্ত। মৃত্যুর পর তাঁহারা দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে উৎপন্ন হইয়া থাকেন এবং সাত জন্মের পর পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন। বিম্বিসার লোকোত্তর প্রীতি-সুখে সুখী। তিনি প্রফুল্ল মণে চঙ্ক্রমণ করিতে করিতে দিন-যামিনী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। অনশন থাকিলেও তজ্জন্য তাঁহার ক্লান্তি অনুভব হইল না; বরং তাঁহার দেহ-কান্তি দৈনন্দিন উজ্জ্বলতর রূপে পরিস্ফুট হইল। সংসারের কোন দুঃখই যেন তাঁহাকে স্পর্শই করিতে পারে নাই।

একদিন অজাত-শত্রু দ্বারপালকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমার পিতা এখন কোন্ অবস্থায় আছেন?" দ্বারপাল কহিল—"মহারাজ, আপনার পিতা দিবারাত্র চঙ্ক্রমণ করিয়া অতিবাহিত করিতে-ছেন। তাঁহাকে পূর্ব্ব হইতেও অধিক প্রফুল্ল দেখাইতেছে। তাঁহার শরীর আর ও উজ্জ্বলতর রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। যতদূর বুঝা যায়, তিনি বর্ত্তমানে এক প্রকার সুখেই আছেন।"

দ্বারপালের কথা শুনিয়া অজাত-শত্রু বিস্মিত

হইলেন। তিনি চিন্তা করিলেন—"কি আশ্চর্য্য! অনাহারে রাখিয়াও মারিতে পারিলাম না! তবে আর কোন্ উপায় অবলম্বন করিব? চঙ্ক্রমণেই যদি তাঁহার এত আনন্দ, এত প্রীতি, তাহাতেই যদি তিনি জীবন ধারণে সমর্থ হন, তাহা হইলে তাঁহার চঙ্ক্রমণ রোধ করিতে হইবে।" তৎক্ষণাৎ তিনি ক্ষৌরকারকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন—"কল্য প্রাতে তুমি আমার পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার পদদ্বয় ক্ষুরাঘাতে বিদীর্ণ করিয়া তাহাতে লবণ-তৈল মাখাইয়া সেক্ দিও।"

(৬)

বিস্তীর্ণ রাজপথ। রাজপথ গিরিশ্রেণীর পার্শ্ব দিয়া সোজাভাবে বহুদূর চলিয়া গিয়াছে। উভয় পার্শ্বের পাদপশ্রেণী রাজ-পথের শোভা সম্বর্দ্ধন করিতেছে। ঘন পল্লব সমাচ্ছন্ন বৃক্ষরাজি সুশীতল ছায়াদানে শ্রান্ত পথিকদিগের মনস্তুষ্টি সম্পাদন করি-তেছে। কোন কোন বৃক্ষ ফলভরে নমিত; আর

কোন কোন বৃক্ষ বিচিত্র সুরভি-কুসুম-সমলঙ্কৃত। স্বার্থপর লোভী মধুকরগণ সুমধুর গুণ্ গুণ্ রব করিতেছে, যেন তাহারা স্তুতি বাক্যে ভুলাইয়া কুসুমের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতে আসিয়াছে। মধু-করেরা কুসুমের কোমল অঙ্গে একবার বসিতেছে আবার উড়িয়া যাইতেছে; সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের তীক্ষ্ণ অস্ত্র কুসুমের সুকোমল অন্তঃস্থলে বিদ্ধ করিয়া পরিমল লুণ্ঠন করিতেছে। এত নির্য্যাতিত হইয়াও কুসুমের বিরক্তি নাই, দুঃখ নাই, ক্লেশ নাই; অথচ শান্তভাবে নীরবে সৌরভ বিস্তার করিয়া পথিক গণকে আমোদিত করিতেছে।

দিবা দ্বিপ্রহর। সূর্য্যের কিরণ অতি প্রখর। এমন সময়ে সেই বিস্তীর্ণ রাজপথে কে ঐ পথিক? পাদপরাজির সুশীতল ছায়া, কুসুমের মনোহর সৌরভ উপেক্ষা করিয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে দ্রুত পদবিক্ষেপে চলিয়া যাইতেছে। মনে হয় পথিক বহুদূর হইতে আসিতেছে। তাহার মুখমণ্ডল অপ্রসন্ন; চক্ষুদ্বয় হিংসোদ্দীপক। এক এক বার দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া রোষ-প্রদীপ্ত-চক্ষে ভ্রূকুটি-ভঙ্গিমা সহকারে অস্ফুট

স্বরে বলিয়া উঠে—"ভণ্ড, তোর মৃত্যু আমার হাতে। তোকে হত্যা করিয়া সেই অপমানের উপযুক্ত প্রতিশোধ লইব।"

পথিক এক জন ভিক্ষু। ভিক্ষু হইলেও, ভিক্ষু-জনোচিত সংযম তাহার নাই। তাহার চিত্ত এখন হিংসানলে প্রদীপ্ত। পথিক্-ভিক্ষু আমাদের সেই পূর্ব্ব পরিচিত দেবদত্ত। দেবদত্ত কৌশাম্বী হইতে তাঁহার দুরভিসন্ধি চরিতার্থের জন্য অজাত-শত্রুর নিকট যাইতেছেন। দেবদত্ত চিন্তা করিতেছেন—"তাহার কি সাহস! আমার অপমান করা! তাহার চেয়ে আমি কম কিসে? আমার ভগ্নীর উপরও কত লাঞ্ছনা। আমার এমন কোমলহৃদয়া গুণশীলা ভগ্নীকে বিবাহ করিয়া তাহাকেও সে ত্যাগ করিয়াছে। স্বামী বর্ত্তমানেও তাহাকে বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে। কত যেন যোগী পুরুষ! ভণ্ডামি কার সঙ্গে? জানিস্, আমি দেবদত্ত। বিষাক্ত শরাঘাতে তোকে যদি হত্যা করিতে পারি, তবেই আমার উদ্দেশ্য সফল হইবে। চাই—প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসা!"

(৭)

রাজদ্বার দেবদত্তের জন্য উন্মুক্ত। রাজপুরীতে তাঁহার সম্মান-প্রতিপত্তি দৈনন্দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মহারাজ অজাত-শত্রু তাঁহার পরম ভক্ত। আজ অজাত-শত্রু দেবদত্তকে দূর হইতে আসিতে দেখিয়া সসম্মানে অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহাকে মঙ্গলাসনে উপবেশন করাইয়া—বন্দনা ও সাদর সম্ভাষণ করিলেন। তখন দেবদত্ত গম্ভীর হাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন—"রাজন্, আপনার পিতার সংবাদ কি?" অজাত-শত্রু স্মিত-মুখে কহিলেন—"প্রভু! এতদিন আমার মাতার জন্য কর্ত্তব্য সাধনে বিলম্ব ঘটিল। তিনি গোপনে খাদ্য নিয়া তাঁহাকে দিতেন। তদ্দারা তিনি এত দিন জীবিত ছিলেন। তাঁহার নিকট মাতার গমনাগমন বন্ধ করিয়া দিলে, চঙ্ক্রমণ-প্রীতিতে তিনি দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ইহাতে পূর্ব্ব হইতেও তাঁহার শরীর-কান্তি

উজ্জ্বলতররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কোন্ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, চিন্তা করিয়া সিদ্ধান্ত করিলাম—তাঁহার চঙ্ক্রমণ রোধ করিতে হইবে। আগামী কল্য প্রাতে ক্ষৌরকারকে পায়ের তালু ক্ষুরাঘাতে বিদীর্ণ করিয়া লবণ-তৈল মাখিয়া প্রদীপ্ত খদির-অঙ্গারে সেক দিবার জন্য আদেশ দিয়াছি। আর যেন তিনি চঙ্ক্রমণ করিতে না পারেন।"

দেবদত্ত সন্তুষ্টচিত্তে কহিলেন—"রাজন্, আপনার বুদ্ধি অতি চমৎকার। অতি উত্তম উপায় আপনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এবার আপনার মনোরথ সিদ্ধ হইবে। মহারাজ, সুখই একমাত্র বাঞ্ছনীয়। যে স্থানে বিন্দুমাত্র সুখ নিহিত আছে বলিয়া মনে হয়, যেই কোন উপায়েই হউক সেই স্থান হইতে সেই সুখ আহরণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। আশীর্ব্বাদ করি—উত্তরোত্তর আপনার শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদিত হউক; জীবন সুখময় হউক।"

অজাত-শত্রু দেবদত্তের প্রশংসা ও আশীর্ব্বাদে পরম প্রীতি লাভ করিলেন। অতঃপর দেবদত্ত বিষণ্ণ ভাবে কহিলেন—"রাজন্, এখন আমার

উপায় কি ? বুদ্ধের হিংসানলে আমি জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরিতেছি। আপনার সাহায্য ব্যতীত আমি এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার অন্য কোন উপায় দেখিতেছি না।"

অজাত-শত্রু আগ্রহের সহিত কহিলেন—"আপনার অভিলাষ কি ব্যক্ত করুন। আমি যে-কোন প্রকারে পারি, তাহা সম্পাদন করিতে প্রস্তুত আছি।" দেবদত্ত কহিলেন—"বুদ্ধকে হত্যা করিতে হইবে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে একত্রিশ জন সুদক্ষ তীরন্দাজ প্রদান করুন।"

অজাত-শত্রু "তথাস্তু" বলিয়া একত্রিশ জন তীরন্দাজ প্রদান করিলেন। অতঃপর দেবদত্ত এমন কৌশল জাল বিস্তার করিলেন যে—বুদ্ধের হত্যাকারীর নাম যেন কেহই জানিতে না পারে এবং তাঁহার অপকর্ম্মও যেন প্রকাশ না পায়। সেই উপায়ের জন্য দেবদত্ত একজনকে আদেশ করিলেন—"তুমি যাইয়া বুদ্ধকে হত্যা করিবে এবং অমুক রাস্তা দিয়া চলিয়া আসিবে।" সেই রাস্তায় দুই জন তীরন্দাজকে রাখিয়া দিলেন, তাহাদিগকে বলা হইল—

"এই রাস্তায় যেই তীরন্দাজ আসিবে, তাহাকে তোমরা হত্যা করিয়া অমুক রাস্তা দিয়া চলিয়া আসিবে।" সেই রাস্তায় চারি জনকে স্থাপন করিয়া বলিয়া দিলেন—"এই রাস্তায় আগমনকারী তীরন্দাজ দুই জনকে হত্যা করিয়া তোমরা অমুক রাস্তা দিয়া আসিবে।" সেই রাস্তায় আট জন তীরন্দাজ স্থাপন করিয়া বলিয়া দিলেন—"এই রাস্তায় আগমনকারী চারি জন তীরন্দাজকে হত্যা করিয়া তোমরা অমুক রাস্তা দিয়া আসিও।" সেই রাস্তায় ষোল জন তীরন্দাজ স্থাপন করিয়া বলিয়া দিলেন— "এই রাস্তায় আগমনকারী আট জন তীরন্দাজকে হত্যা করিয়া অমুক রাস্তা দিয়া আসিও।"

(৮)

তখন ভগবান রাজগৃহের গৃধ্রকূট পর্ব্বতে অবস্থান করিতেছিলেন। দেবদত্তের নিযুক্ত তীরন্দাজ ভগবানের অনতিদূরে উপস্থিত হইয়া দেখিল—কি সুন্দর উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় শান্ত মূর্ত্তি, সুপ্রসন্ন বদন-

মণ্ডল, ধ্যান-নিমীলিত নেত্রে ভগবান উপবিষ্ট। করুণাময় ভগবান মৈত্রীজাল বিস্তার করিয়া তীরন্দাজের চিত্ত আকর্ষণ করিলেন। তীরন্দাজ ভগবানকে দর্শন করিবা মাত্রই তাহার চিত্তে মৈত্রীভাব উৎপন্ন হইল। ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধায় অন্তর পূর্ণ হইল। তীর-ধনু দূরে নিক্ষেপ করিয়া সে ভগবানের পদতলে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল—ভগবান তাহাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া কহিলেন— "তুমি অমুক রাস্তা দিয়া চলিয়া যাও।"

তাহার বিলম্ব দেখিয়া অন্য দুই জন তীরন্দাজ ব্যাপার কি জানিবার জন্য সম্মুখে অগ্রসর হইল। তাহারা ক্রমশঃ যাইয়া ভগবৎ সমীপে উপস্থিত হইল। ভগবানের ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া তাহারাও স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিল। এইরূপে সকলেই স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিয়া চলিয়া গেল।

এই সংবাদে দেবদত্তের দুঃখের সীমা রহিল না। দেবদত্ত চিন্তা করিলেন— "আমাকে স্বয়ং এই হত্যাকার্য্যে ব্রতী হইতে হইবে।" এই মনে করিয়া দেবদত্ত গৃধ্রকূট পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। পর্ব্বতোপরি

আরোহণ করিয়া দেখিতে পাইলেন— ভগবান দুই পর্ব্বতের মধ্যস্থলে— নিম্নতম প্রদেশে— সমতল সঙ্কীর্ণ-পথে চঙ্ক্রমণ করিতেছেন। তখন দেবদত্ত চিন্তা করিলেন— "এই উপযুক্ত সময়। এখন যদি একখানা বৃহত্তর শিলাখণ্ড স্থানচ্যুত করা হয়, তাহা হইলে তাহার আঘাতে বুদ্ধের মৃত্যু অনিবার্য্য।" এই মনে করিয়া এক বৃহত্তর শিলাখণ্ড ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। শিলাখণ্ড ভীষণ গড়গড় শব্দে দ্রুত বেগে নিম্ন হইতে নিম্নতম প্রদেশে পড়িতে লাগিল। সম্বুদ্ধের অনন্ত গুণের প্রভাবে এবং দেবগণের দৈব-শক্তিবলে দুই পর্ব্বত-কূট মিলিত হইয়া শিলাখণ্ডকে ধারণ করিল। দ্রুত পতনশীল শিলাখণ্ডের গতিরোধ হওয়ায় পরস্পরের আঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। ক্ষুদ্র এক শিলাকণা সজোরে আসিয়া ভগবানের পাদদেশে আঘাত করিল। সেই আঘাতে এক বিন্দু রক্ত নির্গত হইল। তখন ভগবান ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া দেখিতে পাইলেন— দেবদত্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভগবানের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া আছেন। ভগবান তাঁহাকে

সম্বোধন করিয়া কহিলেন— "দেবদত্ত, এ-কি করিলে ? "অনন্তরীয়" কর্ম্ম উৎপাদন করিলে কেন ? এই গুরুতর কর্ম্মের ফলে— অবীচি নরকে পতিত হইয়া কল্পান্ত পর্য্যন্ত তোমাকে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।" বুদ্ধের সেই কথার প্রতি দেবদত্ত কর্ণপাতও করিলেন না। বুদ্ধের যে মৃত্যু হইল না—তজ্জন্যই দেবদত্ত নিতান্ত দুঃখিত হইয়া হতাশ চিত্তে ফিরিয়া গেলেন।

(৯)

বৈচিত্রময় সংসার নিগূঢ় রহস্য-জালে আবৃত। সংসারে কেহ সুখী—কেহ দুঃখী। কেহ ভোগী, কেহ বা বিরাগী, কেহ রাজাধিরাজ, কেহ বা দীন ভিখারী। কালের কুটিল চক্রে সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বরও পথের ভিখারী হয়; আর পথের ভিখারীও সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হয়। কেহ ঐশ্বর্য্য-মদে আত্মহারা হইয়া হিতাহিত বিবেচনা শূন্য হয়; আর কেহ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া আত্মার্থ ও পরার্থ সাধনে ব্রতী হয়। কেহ ঐশ্বর্য্য শালী হইয়াও সুখী হইতে পারে না; আর কেহ ভিখারী হইয়াও পরম সুখে দিন যাপন করে।

কাহারও ধর্ম্মে প্রীতি, আর কাহারও পাপে প্রীতি। ভোগ-লিপ্সা—দুঃখের আকর, ত্যাগ — সুখের মন্দাকিনী। একদিন বিম্বিসার রাজাধিরাজ ছিলেন, আজ কারাভ্যন্তরে তিনি একজন বন্দী। তবুও তাঁহার প্রাণ আনন্দময়, মুখমণ্ডল সুপ্রসন্ন। ভোগ-বিলাস রাজৈশ্বর্য্যে তাঁহার বিন্দুমাত্র স্পৃহা নাই; আছে মাত্র — অন্তিম জীবন পুণ্যময় করিবার বাসনা। কুশল কর্ম্ম সম্পাদন করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা। তিনি কারাগারে থাকিয়াও মার্গফল সুখে সুখী; প্রফুল্ল মনে চঙ্ক্রমণে নিরত থাকিয়া দিন যামিনী অতিবাহিত করিতেছেন। তাঁহার চিত্তে হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, সর্ব্ব প্রাণীর প্রতি মৈত্রী ভাব বিরাজমান। তাঁহার একান্ত বিশ্বাস—সংসার অনিত্যতাময় ও দুঃখময়।

মহারাজ বিম্বিসার মনের সুখে চঙ্ক্রমণ করিতেছেন. সঙ্গে সঙ্গে তিনি মৈত্রী-করুণা-মুদিতা-উপেক্ষা এই চারি ব্রহ্ম বিহার ভাবনায় নিরত। এমন সময় তিনি দেখিতে পাইলেন—তাঁহার চির পরিচিত ক্ষৌরকার কারাগার অভিমুখে আসিতেছে। ক্ষৌরকারকে দেখিয়া তিনি চিন্তা করিলেন—"আজ হঠাৎ

ক্ষৌরকারের আগমন কেন ? বোধ হয়, আমার পুত্র এইবার সম্যকরূপে বুঝিয়াছে যে—তাহার পিতা তাহার অহিত কামী নহে, বরং তাহাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসে। পরম গুরু পিতাকে দুঃখ দেওয়া উচিৎ নহে। বোধ হয়, সে কোন সদগুরুর উপদেশ লাভ করিয়াছে। এবার বোধ হয়, আমি মুক্তি লাভ করিব। তৎপূর্ব্বে ক্ষৌরকারকে পাঠাইয়াছে—আমার কেশ-শ্মশ্রু ছেদন করিবার জন্য।" এই চিন্তা করিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইলেন। এমন সময় ক্ষৌরকার তাঁহার সম্মুখে আসিয়া প্রণাম করিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন— "ক্ষৌরকার, তুমি কি জন্য আসিয়াছ ?" ক্ষৌরকার অতি বিনীত স্বরে কহিল—"দেব, আমাদের নূতন রাজার আদেশানুযায়ী এক গুরুতর কার্য্য সম্পাদন করিতে আসিয়াছি। সেই নিষ্ঠুর-কথা উচ্চারণ করিতেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। আমাকে ক্ষমা করুন। রাজার আদেশ হইয়াছে— "আপনার পদতল ক্ষুরাঘাতে বিদীর্ণ করিয়া তাহাতে লবণ-তৈল প্রলিপ্ত করার পর সেঁক দিবার জন্য। মহারাজ, আমরা দরিদ্র, রাজার আদেশ আমাদের ইচ্ছার প্রতিকূলেও

পালন করিতে হয়।”

ক্ষৌরকারের কথা শুনিয়া বিম্বিসারের মস্তকে যেন বজ্রপাত হইল। তিনি সংসার অন্ধকার দেখিলেন— পৃথিবী যেন তাঁহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে লাগিল। তখন তিনি নিজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন— “ওরে অভাগা, মৃত্যুর সময়েও তুই একটু শান্তি লাভ করিতে পারিলি না। তুই এতই মন্দ-ভাগ্য? কে জানিত তোর অন্তিম জীবন এত দুঃখ পূর্ণ! পুত্ররে, তোর মনে কি এই ছিল? পুত্র হইয়া পিতৃ হত্যা! এখনও তুই বুঝিলি না— তোর পিতা তোর অহিত কামী নহে!” বিম্বিসার এইরূপ দুঃখ সূচক বাক্যে বিলাপ করিতে করিতে বাষ্প-বিগলিত লোচনে ক্ষৌরকারকে কহিলেন— “ক্ষৌরকার, তোদের রাজার আদেশ তুই প্রতিপালন কর।” এই বলিয়া বিম্বিসার উপবেশন করিয়া ক্ষৌরকারকে পদদ্বয় সমর্পণ করিলেন। ক্ষৌরকার বিনীত স্বরে কহিল— “দেব, আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না। আপনার ন্যায় ধার্ম্মিক রাজার উপর ঈদৃশ নিষ্ঠুর আচরণ

সমীচীন নহে। কি করি, রাজাদেশ বাধ্য হইয়া প্রতিপালন করিতে হইতেছে।" এই বলিয়া ক্ষৌরকার বামহস্তে বিম্বিসারের পায়ের গোড়ালি গ্রহণ করিল, এবং দক্ষিণ হস্তে ক্ষুর লইয়া পদতল বিদীর্ণ করিতে আরম্ভ করিল। সুকোমল পায়ে ক্ষুরাঘাত করা মাত্র রক্তস্রোত প্রবাহিত হইল। বিম্বিসার চক্ষু মুদিলেন— যন্ত্রণায় অস্থির হইলেন—। ক্ষৌরকার ক্ষুরাঘাতে পদদ্বয় জর্জ্জরিত করিল। তাহাতে লবণ-তৈল প্রলিপ্ত করিয়া প্রজ্জ্বলিত খদির অঙ্গারের উপর ধারণ করিল। পদদ্বয় চিট্ চিট্ শব্দ করিয়া পক্ক হইতে লাগিল। বিম্বিসার প্রবল যন্ত্রণা অনুভব করিলেন। তথাপি নিজকে এই বলিয়া প্রবোধ দিতে লাগিলেন—"বিম্বিসার, এই তোমার অন্তিম সময়। নরকে ইহা হইতেও ভীষণতর দুঃখ। নরকের দুঃখের সঙ্গে তুলনা করিলে ইহা অতি তুচ্ছ। তোমার এই অন্তিম সময়ে— বুদ্ধ-ধর্ম্ম-সংঘের নাম একবার প্রাণ ভরিয়া ডাকিয়া লও।" এই মনে করিয়া তিনি বেদনার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া একাগ্রচিত্তে বলিতে লাগিলেন— "অহো বুদ্ধ! অহো

ধর্ম্ম ! অহো সংঘ !” এইরূপে বুদ্ধ-ধর্ম্ম-সংঘের গুণাবলী স্মরণ করিতে করিতে চৈত্যাঙ্গণে প্রক্ষিপ্ত পুষ্প-মাল্য মলিন হওয়ার ন্যায় প্রাণত্যাগ করিয়া তিনি চতুর্ম্মহারাজিক দেবলোকে যক্ষাধিপতি বৈশ্রবণের পরিচারক “জনবসভ” নামক যক্ষ হইয়া উৎপন্ন হইলেন ।

অজাতশত্রু ১৩৬ পৃষ্ঠা

"ক্ষোরকার কারাগারে বিম্বিসারের পদতল ক্ষুরাঘাতে জর্জ্জরিত করিতেছে!"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

চেতনা লাভ

(১)

বিম্বিসারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অজাত-শত্রুর একটি পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। পুত্রের জন্ম ও পিতার মৃত্যুর সংবাদ জানাইবার জন্য দুই খানা পত্র একক্ষণে অজাত-শত্রুর নিকট উপস্থিত করা হইল। প্রধান অমাত্য প্রথমতঃ পুত্রের জন্ম বার্ত্তা লিখিত পত্রখানা অজাত-শত্রুর হস্তে অর্পণ করিলেন। তিনি পত্র পাঠ করিয়া পুত্রের জন্ম সংবাদে অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিলেন। পুত্র-স্নেহের অপার আনন্দে তাঁহার সর্ব্বশরীর পরিপ্লুত হইল। সেইক্ষণেই তিনি পিতার গুণ জ্ঞাত হইলেন। তিনি চিন্তা করিলেন— "আমার জাতক্ষণেও পিতার অন্তরে এইরূপ অপত্যস্নেহ উৎপন্ন হইয়াছিল— নহে কি? এমন স্নেহশীল পিতাকে কত অমানুষিক যন্ত্রণা দিয়াছি, কি নিষ্ঠুর আদেশের বিধান

করিয়াছি।" তখন তিনি বেদনাক্রান্ত হৃদয়ে কহিলেন— "ওহে, কে আছ তোমরা যাও, আমার পিতাকে মুক্ত করিয়া দাও।"

তখন অমাত্য কহিলেন— "কাহাকে মুক্ত করিব রাজন্, এই পত্র খানা দেখুন।" এই বলিয়া দ্বিতীয় পত্র খানা তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন। তিনি পত্র পাঠ করিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন। এমন দুঃখ জীবনে কোন দিন অনুভব করেন নাই। তিনি শোকাভিভূত হইলেন। বেদনাক্লিষ্ট কম্পিত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"অহো, আমি পিতৃঘাতী, আমি মহা পাতকী। আমি এ-কি ভীষণ কার্য্য করিলাম। মায়ের মুখে শুনিয়াছিলাম—পিতা আমাকে প্রাণাপেক্ষা স্নেহ করিতেন। সেই স্নেহময় পিতাকে হত্যা করিলাম! পিতৃহন্তার নরকেও কি স্থান আছে? যাই একবার মাতার সদনে, জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি—পিতা আমাকে কিরূপ স্নেহ করিতেন।" এই বলিয়া অজাত-শত্রু রোদন করিতে করিতে মাতার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। রাজ্ঞী বৈদেহী পুত্রকে রোরুদ্যমান অবস্থায় আসিতে দেখিয়া কোন অমঙ্গল আশঙ্কা করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

রাণী ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বৎস, তুমি রোদন করিতেছ কেন?"

অজাত-শত্রু ক্রন্দন স্বরে কহিলেন—"মা, মা, বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। পিতা আর ইহলোকে নাই। মা, তোমার অধম পুত্রকে ক্ষমা কর, ক্ষমা কর।" এই বলিয়া অজাত-শত্রু মায়ের পদ-প্রান্তে লুঠাইয়া পড়িলেন।

এই দুঃসংবাদ শ্রবণ মাত্র রাণীর মুখ হইতে এক অস্ফুট কাতর-ধ্বনি বাহির হইল। তিনি বিচলিত হইয়া আসন হইতে উঠিয়া পড়িলেন। বেদনা-পূর্ণ স্থির-দৃষ্টিতে পুত্রের প্রতি চাহিয়া একবার মাত্র কহিলেন—"এঁ্যা, কি বলিলে!" তৎপর তিনি আর কিছু বলিতে পারিলেন না। তাঁহার বাক্যশক্তি লোপ পাইল। বজ্রাহতের ন্যায় কেবল নীরবে চাহিয়া রহি-লেন। ক্রন্দন করিবারও শক্তি নাই, চক্ষের জলও শুকাইয়া গিয়াছে। বাত্যাহত মাধবী লতার ন্যায় তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে ভূতলে পতিত হইলেন। ধীরে ধীরে তাঁহার শরীর অবশ হইয়া আসিল। তিনি মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন।

অজাত-শত্রু ব্যগ্রভাবে বলিলেন—“মা, মা, তোমার এ-কি দশা হইল!” সকলে ব্যস্ত হইয়া রাণীর সেবা-শুশ্রূষায় রত হইল। রাণী সংজ্ঞা লাভ করিলেন। সংজ্ঞা লাভের পর রাণী কাতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—“কি বলিলে? তোর বাবা আর ইহজগতে নাই! হে পুত্র, একি নিদারুণ সংবাদ আমাকে শুনাইলে!” এই বলিয়া রাণী আবার মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। ইহাতে সকলে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। যথাবিহিত সেবা শুশ্রূষায় রাণী আবার সংজ্ঞা লাভ করিলেন। তিনি একটু সুস্থির হইলে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

অতঃপর অজাত-শত্রু মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“মা, বাবা আমাকে কিরূপ স্নেহ করিতেন?”

রোরুদ্যমানা রাণী ক্ষীণ কণ্ঠে কহিলেন—“পুত্ররে, তাহা জানিয়া আর লাভ কি? তোর পিতা তোকে কতদূর স্নেহ করিতেন, এতদিনে কি তাহা জানিবার তোর সাধ হইল? তিনি যে তোকে প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন। তোর যখন শৈশব কাল—তখন তোর অঙ্গুলিতে এক বিস্ফোটক

হয়। তাহার যন্ত্রণায় তুই অস্থির হইয়াছিলি, রাত্র-দিন তুই কেবল রোদন করিয়াই কাটাইতি। তজ্জন্য আমরাও অস্থির হইয়া উঠিলাম, আমরা কেহই তোকে সান্ত্বনা করিতে না পারিয়া, তোর পিতার নিকট তোকে পাঠাইলাম। তখন তিনি বিচারাসনে উপবিষ্ট। তোকে ক্রন্দন পরায়ণ অবস্থায় দেখিয়া তিনি আকুল প্রাণে তোকে উভয় হস্তে লইয়া বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন। অনেক প্রকারে তোকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিলেও যখন তোর অস্থিরতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তখন তোর অঙ্গুলিটি তাঁহার মুখে স্থাপন করিলেন। বিস্ফোটক তাঁহার মুখাভ্যন্তরে ফাটিয়া গেল। সমস্ত দূষিত রক্ত-মিশ্রিত পূঁজ তাঁহার মুখে গ্রহণ করিলেন। তোর প্রতি স্নেহ বশতঃ তিনি তাহা ফেলিতে পারিলেন না, গিলিয়া ফেলিলেন। রক্ত-পূঁজ নিঃসরণ হওয়াতে তুই সান্ত্বনা লাভ করিলি। তোর প্রতি তাঁহার যে কি প্রগাঢ় স্নেহ বিদ্যমান ছিল, তাহা একবার চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবি। তোর সেই স্নেহশীল পিতাকে তুই কি নির্দ্দয়-ভাবে হত্যা করিলি! তুই

এরূপ নিষ্ঠুর কাজ কেন করিলি ? তুই কুলে কলঙ্ক কালিমা লেপন করিলি ? পিতৃঘাতী হইয়া তুই যে কেবল কলঙ্কের ডালি মাথায় নিলি তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে আমার জীবনও কলঙ্কিত করিলি; যতদিন চন্দ্র-সূর্য্য বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন জগতে বিঘোষিত হইবে—"বৈদেহীর পুত্র পিতৃঘাতী।" পুত্ররে, ঈদৃশ ঘৃণিত কার্য্য করিলি কেন ? তোর পিতাকে হত্যা করিয়া আমাকে তুই বিধবা সাজালি। স্বামী হীনার সংসারে আর কি সুখ ? আমি অভাগিনী-বিধবা জীবিত থাকিয়া কি সুখ পাইব ? আমাকেও হত্যা করিয়া বৈধব্য-যন্ত্রণার হস্ত হইতে অব্যাহতি প্রদান কর।" এই বলিয়া রাণী ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

অজাত-শত্রু মাতার মুখে যতই পিতার স্নেহের কথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার উভয় গণ্ড বহিয়া দর-বিগলিত ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। মাতার কথা সমাপ্ত হইলে, অজাত-শত্রু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। পিতার বিয়োগ যন্ত্রণা তাঁহাকে কাতর করিয়া

তুলিল। অস্থির প্রাণে "মা মা" বলিয়া মায়ের চরণ প্রান্তে লুঠাইয়া পড়িলেন এবং বালকের ন্যায় উচ্চৈঃ-স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। মাতা-পুত্র অনেক্ষণ ক্রন্দনের পর অজাত-শত্রু মাতার চরণে মস্তক রাখিয়া কহিলেন— "মা, তোমার নরাধম পুত্রকে ক্ষমা কর। তোমার এই হতভাগ্য পুত্র পিতৃহত্যা করিয়া তাহার উপযুক্ত শাস্তিই ভোগ করিতেছে।" এই বলিয়া তিনি মাতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। অতঃপর অজাত-শত্রু মহাসমারোহে পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিলেন।

(২)

তখন ভগবান রাজগৃহের বেণুবনে অবস্থান করিতেছেন। দেবদত্তের ক্রোধ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বুদ্ধকে হত্যা করিতে না পারিলে সেই ক্রোধ উপশম হইবার নহে। বুদ্ধের গুণাবলী যতই শ্রবণগোচর হইতেছে, ততই যেন দেবদত্তের অন্তরে বিষদিগ্ধ শেল বিদ্ধ হইতেছে। দেবদত্ত

অস্থির হইয়া উঠিলেন। বুদ্ধকে হত্যা করা চাই, এই তাহার দৃঢ় সঙ্কল্প।

দেবদত্ত অজাত-শত্রুর আদেশ পাইয়া নালাগিরি হস্তীকে প্রচুর পরিমাণে মদ্যপান করাইলেন। ভগবান যখন ভিক্ষুসংঘ সমভিব্যাহারে ভিক্ষায় বহির্গত হইলেন, তখন দেবদত্ত নালাগিরিকে ছাড়িয়া দিলেন। সেই প্রচণ্ড মদমত্ত হস্তীর ভীষণ গর্জ্জন-ধ্বনিতে রাজগৃহ কম্পিত হইল। পথিকেরা ভীত-ত্রস্তে যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল। মনুষ্যদের হৈ হৈ শব্দ, হস্তীর বৃংহিত ধ্বনি একত্রে মিলিত হইয়া এক ভীষণ ধ্বনি উত্থিত হইল। ইহাতে রাজগৃহে অত্যধিক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। ব্যাপার কি দেখিবার জন্য চতুর্দ্দিক হইতে লোকজন ছুটিয়া আসিল। দ্বিতল ত্রিতল প্রাসাদের উপর উঠিয়া মনুষ্যেরা এই লোমহর্ষকর দৃশ্য দেখিতে লাগিল। হস্তী ঘন ঘন শুণ্ড চালনা করিতে করিতে ভীষণভাবে বুদ্ধকে আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইল। ভগবান আক্রান্ত হইবেন মনে করিয়া মনুষ্যগণ ভয়ে সন্ত্রস্ত হইল।

আনন্দ স্থবির চিন্তা করিলেন—"আমি জীবিত থাকিতে ভগবানকে আক্রমণ করিতে দিব না।" এই মনে করিয়া তিনি ভগবানের সম্মুখ ভাগে যাইয়া স্থিত হইলেন। তখন ভগবান তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"আনন্দ, তথাগতের জীবন নাশ করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই, তুমি স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন কর।"

মৈত্রী-করুণার অবতার ভগবান মৈত্রী-প্রভাবে হস্তীর চিত্ত অধিকার করিয়া ফেলিলেন। উন্মত্ত হস্তীর প্রচণ্ডতা শান্ত ভাব ধারণ করিল। হস্তী ধীর-পদ-বিক্ষেপে আসিয়া ভগবানের পায়ের উপর মস্তক রক্ষা করিল। ইহাদ্বারা অনুমাণ হয়—হস্তী যেন ভগবানকে প্রণাম করিল। তৎপর শুণ্ডের দ্বারা ভগবানের পদতল হইতে ধূলি লইয়া স্বীয় পৃষ্ঠ দেশে বর্ষণ করিল। হস্তী দমিত হইল দেখিয়া সেই সুবৃহৎ জনসঙ্ঘ উচ্চৈঃরবে আনন্দধ্বনি করিল—"জয় বুদ্ধের জয়—জয় ধর্ম্মের জয়—জয় সঙ্ঘের জয়।" সকলের জয়ধ্বনি একত্রে মিলিত হওতঃ এক বিরাট ধ্বনিতে পরিণত হইয়া সমস্ত রাজগৃহ মুখরিত করিয়া

তুলিল। ধ্বনি—প্রতিধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই দেবদত্তের মুখমণ্ডলে বিষাদের রেখা ভাসিয়া উঠিল। তিনি লজ্জায়-দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া অধোবদনে প্রস্থান করিলেন।

(৩)

লোকেরা এবার অজাত-শত্রুর দুর্ণাম রটনা করিতে লাগিল—"আমাদের রাজা অজাত-শত্রু দেবদত্তের কুপরামর্শে কতই না অপকর্ম্ম করিতেছেন। ভগবানকে বধ করিবার জন্য তিনি তীরন্দাজ দিয়া দেবদত্তকে সাহায্য করিলেন, দেবদত্তের কুপরামর্শে তিনি বৃদ্ধ পিতা বিম্বিসারকে কি নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করিলেন। আজ আবার দেবদত্তের কুটিল চক্রে ভগবানকে হত্যা করিবার জন্য নালাগিরিকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ঈদৃশ অসৎ প্রকৃতি সম্পন্ন দেবদত্তের বুদ্ধিতে রাজা চলিতেছেন। তাহার কুযুক্তি মতে কাজ করিতেছেন। এ-কি রাজার উপযুক্ত কর্ম্ম?"

অজাত-শত্রু জন-সাধারণের মুখে এই সব কথা

শ্রবণ করিয়া চিন্তা করিলেন—"লোকমুখে যাহা শ্রবণ করিতেছি, তাহা বাস্তবিকই সত্য। এই দেবদত্ত যতই অনিষ্টের মূল। তাহার কুপরামর্শে আমার স্নেহশীল পিতাকেও হারাইলাম। নিরীহ, নিরপরাধ মানব-শ্রেষ্ঠ বুদ্ধকে হত্যা করিবার জন্য দেবদত্তকে সাহায্য করিলাম। মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি—"দেবদত্ত লোকটি বড়ই ধূর্ত্ত ও কুটিল প্রকৃতির, ইহার প্রত্যেক পরামর্শই শঠতা ও হিংসামূলক। ইহার সংসর্গে থাকিলে আমার ভবিষ্যদাকাশ বিপদ ঘন-ঘটায় সমাচ্ছন্ন হইবে। অদ্য হইতে আমি ইহার সংসর্গ ত্যাগ করিলাম। যাহা কিছু সাহায্য করিতাম, তাহাও বন্ধ করিয়া দিব।" এই চিন্তা করিয়া মন্ত্রীকে কহিলেন—"মন্ত্রীবর, অদ্য হইতে দেবদত্ত আমার সাহায্য লাভে বঞ্চিত হইল। রাজবাড়ীর বহির্দ্বারের দ্বারপালকে সাবধান করিয়া দিবেন—দেবদত্ত যেন আর রাজ-বাড়ীতে প্রবেশ করিতে না পারে। অদ্য হইতে দেবদত্তের জন্য রাজবাড়ীর দ্বার রুদ্ধ হইল। তাহার সাহায্য কল্পে প্রত্যহ যে পঞ্চশত ভিক্ষুর প্রমাণ আহার্য্য প্রদত্ত হইত, তাহাও বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক। সে

বড়ই ধূর্ত্ত। সে বৌদ্ধ ভিক্ষু নয়; ভিক্ষু নামের কলঙ্ক মাত্র। আমি তাহার কুটিল-স্বভাবের উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিতাম, কিন্তু সে ভিক্ষুবেশধারী, তাই ভয় হয়, পাছে লোক সমাজে আরও অধিকতর কলঙ্ক রটিবে। যাহা হউক, দুর্জ্জনের সংসর্গ ত্যাগ করাই মঙ্গলজনক।”

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

কর্ম্ম-বিপাক

তখন ভগবান বেণুবন বিহারে অবস্থান করিতে-ছেন। একদিন ধর্ম্মমণ্ডপে সমবেত ভিক্ষু সংঘের মধ্যে এইরূপ আলোচনা হইতে লাগিল—"দেখুন, আপনারা, দেবদত্ত কেমন নীচাশয় ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির। দেবদত্ত সেইদিন ভগবানকে শিলা নিক্ষেপ করিল, বিম্বিসারকে বধ করিবার জন্য অজাত-শত্রুকে কুপরামর্শ দিল, অদ্য আবার ভগবানকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে নালাগিরি হস্তীকে ছাড়িয়া দিল।" এইরূপ ভাবে ভিক্ষুগণ অনেক প্রকারে দেবদত্তের কুৎসা গাহিতে লাগিলেন। এই সময়ে ভগবান দিব্যজ্ঞানে ভিক্ষুদের আলোচ্য বিষয় জানিতে পারিলেন। তখন তিনি চিন্তা করিলেন—"আমি এখন ধর্ম্ম-মণ্ডপে উপস্থিত হইলে বহুকালের অতলগর্ভে নিহিত সেই নিগূঢ় তত্বের উদ্ধার সাধন

হইবে এবং আমার কথিত ধর্ম্ম জন-সাধারণের হিত সাধন করিবে।" এই মনে করিয়া তিনি ধর্ম্মমণ্ডপে উপস্থিত হইয়া সুসজ্জিত বুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইলেন। অতঃপর তিনি ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে ভিক্ষুগণ, এতক্ষণ তোমরা কি সম্বন্ধে আলাপ করিতেছিলে?" তখন ভিক্ষুগণ কহিলেন—"ভন্তে, অন্য কিছু সম্বন্ধে নহে, দেবদত্ত যে আপনাকে হত্যা করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, তাহার এই নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধেই আলোচনা করিতেছি।" ভগবান কহিলেন—"ভিক্ষুগণ, দেবদত্ত যে কেবল এই জন্মে আমাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিতেছে তাহা নহে, পূর্ব্বজন্মেও সে আমাকে হত্যা করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু কোন বারও সে সফল মনোরথ হইতে পারে নাই।" তখন ভগবান ভিক্ষুদের প্রার্থনায় "কুরঙ্গমৃগ" জাতক বিবৃত করিয়া কহিলেন।

ভগবান পুনর্ব্বার কহিলেন—"হে ভিক্ষুগণ, সমস্তই কর্ম্মফলের উপর নির্ভর করিতেছে। যে যেইরূপ কর্ম্ম করিবে, তাহাকে তদনুরূপ ফল ভোগ করিতে হইবে। বহু শত জন্মের পূর্ব্বে আমি যেই

অকুশল কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলাম, সেই অকুশলের ফল এই জন্মে সর্ব্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ করিয়াও ভোগ করিতে হইল।" তখন ভিক্ষুদের প্রার্থনায় ভগবানের অতীত জন্ম-বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন—"অতীত কালে আমি একজন মধ্যবিত্ত ব্যক্তির পুত্র ছিলাম। আমরা দুই ভাই, আমি কনিষ্ঠ, অপর জ্যেষ্ঠ। অগ্রজের একমাত্র সন্তান। ভ্রাতার মৃত্যু হইলে ভ্রাতুষ্পুত্র অপরের নিকট শুনিয়া বলিতে লাগিল —"ইহা আমার পৈত্রিক সম্পত্তি, ইহা আমার পৈত্রিক সম্পত্তি, বাবার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী একমাত্র আমি।" এইরূপে সে প্রত্যেক বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল। তাহার কথা শুনিয়া আমি চিন্তা করিলাম—'এই ছেলেটি এত বাল্যাবস্থায় এইরূপ বলিতেছে, না জানি বড় হইলে সে এই সম্পত্তির জন্য কি করিয়া বসে। ইহাকে এই অবস্থায় হত্যা না করিলে আমার ভবিষ্যৎ সুখ-শান্তির আশা নাই।' এই চিন্তা করিয়া একদিন কুঠার হস্তে তাহাকে বলিলাম— "এস বাবা, অরণ্যে যাইয়া কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া

নিয়া আসি।" সরল মতি বালক আমার প্রবঞ্চনা না বুঝিয়া আমার সঙ্গে অরণ্যে গমন করিল। অরণ্যে তাহাকে কুঠারাঘাতে হত্যা করিয়া মৃত্তিকা চাপা দিয়া বাড়ীতে চলিয়া আসিলাম। ধনলোভে সেই ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করিয়া অসংখ্য কাল নরক যন্ত্রণা ভোগ করি। পঞ্চশত বার আমার অপঘাত মৃত্যু হয়। এখন বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াও সেই প্রতি-ফল ভোগ করিতে হইল। ভিক্ষুগণ, তাই বলি-তেছি— "যে যেইরূপ কর্ম্ম করিবে তাহাকে সেইরূপ ফল ভোগ করিতে হইবে।"

ভগবানের মুখে এই নিগূঢ় তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া ভিক্ষুগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং কর্ম্মের নিদারুণ প্রতিফলের কারণ অবগত হইয়া ভবিষ্য-তের জন্য সকলে সাবধান হইলেন। তথায় সমবেত ভিক্ষুমণ্ডলী ভগবানের বাক্য অতিশয় আনন্দের সহিত অভিনন্দন ও অনুমোদন করিলেন।

মহারাজ বিম্বিসারের কর্ম্ম-বিপাক সম্বন্ধে সুমঙ্গল বিলাসিনীতে এইরূপ বর্ণিত আছে— "তিনি পূর্ব্বজন্মে কোন ধনাঢ্য গৃহপতির পুত্র ছিলেন।

ধন-অহঙ্কারে তিনি অতিশয় অহঙ্কারী ছিলেন। একদা তিনি জুতা পায়ে চৈত্য-প্রাঙ্গণে বিচরণ করিতে লাগিলেন। লোকে তাঁহাকে নিষেধ করিলেও সেই নিষেধ-বাক্যে কর্ণপাত করিলেন না; অপিচ তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার ঐশ্বর্য্য-গরিমাই প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই একটা অকুশল কর্ম্ম।

অন্য এক সময় তিনি অহঙ্কৃত হইয়া জনসাধারণের সজ্জিত আসনোপরি অধৌত পায়ে বিচরণ করিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার দ্বিতীয় অকুশল কর্ম্ম।

এই দ্বিবিধ কর্ম্মের প্রতিফল তাঁহাকে এইরূপ নিদারুণ ভাবে ভোগ করিতে হইল। মানবগণ বুঝিতে পারে না, কোন্ কর্ম্মে কি ফল উৎপন্ন হইবে। ঐশ্বর্য্য মদোন্মত্ত মনুষ্যগণ কতই না পাপকর্ম্ম করিয়া বসে। ঐশ্বর্য্য সুখের হেতুও হয়, আবার দুঃখের হেতুও হয়। সিংহের সম্মুখে শৃগালের অহঙ্কার যেমন মৃত্যুর কারণ হয়, তদ্রূপ চৈত্য-বিহারাদি রত্নত্রয়ের পবিত্র স্থানে প্রদুষ্ট চিত্তে বিবিধ অত্যাচার অনুষ্ঠান কারীদেরও বিনাশের হেতু হইয়া দাঁড়ায়। অগ্নিদ্বারা বিবিধ উপকারও সাধিত হয়,

আবার সেই অগ্নি মৃত্যুর কারণও হয়। যেই স্থান কুশল উৎপাদনের তীর্থ, সেই পবিত্র ধর্ম্ম-স্থানে অহঙ্কার পূর্ণ চিত্তে ত্রিরত্নের অগৌরব জনক কোন কাজ করিলে. সেই কর্ম্ম অকুশল উৎপন্ন করে। বিম্বিসারের এই শোচনীয় মৃত্যুতে পরবর্ত্তী লোকেরা শিক্ষা লাভ করিবে। তাহারা এই দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া চৈত্য ও বিহার প্রাঙ্গণে জুতা ও কাষ্ঠ-পাদুকা পায়ে বিচরণ করিবে না। তাহাদের চিত্তে ভয় উৎপন্ন হইবে এবং পবিত্র ধর্ম্ম-স্থানের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইবে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

যুদ্ধ

(১)

কোশল-রাজ প্রসেনজিৎ ভগ্নীপতি বিম্বি-সারের ঈদৃশ শোচনীয় অপঘাৎ মৃত্যুতে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন। অজাত-শত্রুর এবম্বিধ অমানুষিক অত্যাচারের কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি প্রসেনজিতের ঘৃণা ও ক্রোধের সঞ্চার হইল।

মহাকোশল (মহাপ্রসেনজিৎ) কন্যা বৈদেহীর বিবাহের সময় তাঁহার সহিত কাশীগ্রাম যৌতুক স্বরূপ দিয়াছিলেন। এখন কোশলাধিপতি ক্রুদ্ধ হইয়া পিতৃ প্রদত্ত কাশীগ্রাম পিতৃঘাতী অজাত-শত্রু হইতে কাড়িয়া লইবার মনস্থ করিলেন। প্রথমতঃ প্রসেনজিৎ বলপূর্ব্বক তাহা অধিকার করিয়া লইলেন। যথা সময় অজাত-শত্রু দূতমুখে এই সংবাদ অবগত

হইলেন। ইহাতে সম্মুখ যুদ্ধের কারণ দেখিয়া তিনি ব্যথিত হইলেন। একেত পিতৃহত্যা জনিত দুঃখ-দাবানলে বিদগ্ধ হইতেছেন; আবার মামার সঙ্গে যুদ্ধ। আর করিবেন কি; অগত্যা মাতুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য হইলেন।

কাশীতে রণ-দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। উভয় পক্ষের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বহুক্ষণ সমভাবে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। কাহারও জয়-পরাজয়ের নিশ্চয়তা করিতে পারিল না। অবশেষে বিচক্ষণ বুদ্ধি-সম্পন্ন যুদ্ধ-কৌশল-বিশারদ অজাত-শত্রুর বীরবিক্রমের নিকট প্রসেনজিতকে হার মানিতে হইল। কোশল-রাজ পরাজিত হইয়া দুঃখে-অপমানে জর্জ্জ-রিত হইলেন।

কোশলেশ্বর দ্বিতীয়বার যুদ্ধঘোষণা করিলেন। পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। এবারও অজাত-শত্রু এইরূপ নিপুণতার সহিত সৈন্যব্যূহ রচনা করিলেন যে, কোশলরাজের সৈন্যগণ পৃষ্ঠ-ভঙ্গ দিতে বাধ্য হইল। দ্বিতীয় বারও পরাজিত হওয়ায় প্রসেনজিতের দুঃখের অবধি রহিল না। অজাত-শত্রুর

এইরূপ যুদ্ধ কুশলতা দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্য হইলেন। তাঁহার উৎসাহ এবার ভঙ্গ হইল; তিনি কি করিবেন স্থির করিতে পারিলেন না। ক্ষুদ্র বালক অজাত-শত্রুর নিকট পরাজিত হইয়া নীরবে বসিয়া থাকা আরও লজ্জা জনক। অগত্যা তিনি তৃতীয় বার যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। এবার অজাত-শত্রু এইরূপ ভাবে সৈন্য চালনা করিলেন যে, কোশল-রাজের সৈন্যগণ বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল। অবশেষে তাহারা প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। তৃতীয় বারও এইরূপ ভাবে পরাজিত হইয়া তিনি ক্ষোভে-দুঃখে-অপমানে মরমে মরিয়া গেলেন। তাঁহার জীবনের উপর ধিক্কার আসিল। এখন তিনি মৃত্যুই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। তিনি দুঃখের সহিত চিন্তা করিলেন—"অজাত-শত্রু একটি স্তন্যপায়ী শিশুর ন্যায়; তাহার মুখ হইতে এখনও ক্ষীরের গন্ধ যায় নাই। এমন ক্ষুদ্র বালককেও আমি পরাজিয় করিতে পারিলাম না; অথচ সে আমাকে তিনবার পরাস্ত করিল। কি লজ্জা! কি দুঃখ!! কি অপমান!!! আমার এই লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত জীবনের আর প্রয়োজন কি?

অনশনে প্রাণ ত্যাগ করাই বরং শ্রেয়ঃ।” এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি দুঃখিত মনে আহার ত্যাগ পূর্ব্বক শয়ন করিয়া রহিলেন।

কোশল রাজের এই আহার ত্যাগের সংবাদ চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইল। শ্রাবস্তীর জেতবন-বাসী ভিক্ষুগণ এই সংবাদ শুনিয়া বুদ্ধকে কহিলেন—“ভন্তে ভগবন্, শুনিতে পাইলাম, কোশল-রাজ অজাত-শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিয়া তিন বার পরাস্ত হইয়াছেন। ইহাতে তাঁহার জীবনের প্রতি ধিক্কার উপস্থিত হইয়াছে। তাই তিনি আহার ত্যাগ করতঃ দুঃখিত মনে শয্যা গ্রহণ করিয়াছেন।”

তখন ভগবান কহিলেন—“হে ভিক্ষুগণ, জয় হইলেও শত্রুলাভ হয়; পরাজয় হইলেও দুঃখে অবস্থান করিতে হয়।

জয় হ’লে শত্রুবৃদ্ধি হয় ধরাতলে,
দুঃখেতে কাটায় কাল পরাজয় হ’লে;
উপশান্ত যেইজন অবনী ভিতরে,
জয়-পরাজয় ত্যজি সুখে বাস করে।”

(২)

কোশল-রাজ মন্ত্রিগণকে ডাকাইয়া অজাত-শত্রুকে কোন্ উপায়ে বন্দী করা যায়, তাহার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। মন্ত্রিগণ কহিলেন—"মহারাজ, এযাবৎ এতগুলি উপায় উদ্ভাবন করিয়া দেখিলাম, কিছুতেই সফল মনোরথ হইতে পারিলাম না। সেই দুরন্ত ছেলেকে বন্দী করা দূরে থাক, সে আমাদিগকে বার বার পরাস্ত করিল। তাহাকে যে কিরূপে বন্দী করা যায়, সেই কৌশল আমাদের চিন্তায় আসিতেছে না।" মন্ত্রিদের এইকথা শুনিয়া রাজা বিমর্ষ হইলেন। তিনি চিন্তিত হইয়া কহিলেন—"তবে এখন কি করা যায়। তাহাকে বন্দী করিবার কি কোন উপায় নাই?" তখন এক বৃদ্ধ মন্ত্রী বলিয়া উঠিলেন—"মহারাজ, তবে এক কাজ করা হউক।" তখন সকলেরই সোৎসুখ দৃষ্টি তাঁহার মুখের উপর সন্নিবদ্ধ হইল। বৃদ্ধমন্ত্রী কহিলেন—"মহারাজ,

অনেক রাজ্য হইতে যুদ্ধ বিশারদ রাজ-পুত্রগণ ও যোদ্ধাগণ ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। ভগবান এখন জেতবনে অবস্থান করিতেছেন। অবশ্য তাঁহাদের অনেকেই জেতবনে এবং জেতবনের পার্শ্ববর্ত্তী বিহারে অবস্থান করিবেন। যুদ্ধ বিদ্যায় যাঁহারা সুশিক্ষিত, এই সময় তাঁহারা নিশ্চয়ই আমাদের এই যুদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন। ইহাতে অনেক বিষয় জানিবারও থাকিতে পারে। হয়ত তাঁহাদের আলোচ্য বিষয় গ্রহণ করিলে আমাদের অনেক উপকারও সাধিত হইবে। তাই আমার মতে প্রত্যেক বিহারে চর নিযুক্ত করা হউক, চরের দ্বারা অনেক সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে।"

বৃদ্ধ মন্ত্রীর এই সুপরামর্শ শ্রবণ করিয়া সকলেরই মুখে আনন্দ রেখা ফুটিয়া উঠিল। সকলেই ইহা সন্তোষের সহিত অনুমোদন করিলেন। সেই ক্ষণেই প্রত্যেক বিহারে চর নিযুক্ত করা হইল। প্রত্যেককে বলিয়া দেওয়া হইল—"আমাদের এই যুদ্ধ সম্বন্ধে ভিক্ষুরা যদি কিছু বলেন, তখনই তাহা

আমাদিগকে জানাইতে হইবে।”

(৩)

হেমন্তের প্রত্যুষকাল। এখনও একটু একটু অন্ধকারে বসুধা সমাচ্ছন্ন। শ্রাবস্তী বাসী সকলেই নিদ্রিত। কেহ কেহ জাগ্রত হইলেও শীতের প্রকোপ এড়াইবার জন্য লেপমুরী দিয়া শয্যায় পড়িয়া আছে। দুই একটি কাক কা কা রবে প্রত্যুষের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দিতেছে। জেতবন-বাসী ভিক্ষুগণ শেষরাত্রে শয্যা ত্যাগ করিয়া শরীর-কৃত্য সম্পাদনের পর কেহ কেহ ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন, কেহ কেহ চঙ্ক্রমণে রত হইলেন, আর কেহ কেহ আপন ব্রত-প্রতিব্রত সম্পাদনে তৎপর হইলেন।

জেতবনের পার্শ্ববর্ত্তী একখানা বিহার। তথায় দুইজন বৃদ্ধভিক্ষু অবস্থান করিতেছেন। একজনের নাম ধনুঃগ্রহ তিষ্য, অপরের নাম মন্ত্রিদত্ত। ধনুঃগ্রহ তিষ্য গৃহী অবস্থায় ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। মন্ত্রিদত্ত মন্ত্রণা কুশলে অদ্বিতীয়।

ধনুঃগ্রহ তিষ্য প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করাতে শীতে অক্রান্ত হইলেন। তিনি আগুন জ্বালিয়া শরীর তপ্ত করিতে করিতে দন্তস্থবিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"ভন্তে, আপনি কি এখনও নিদ্রা যাইতেছেন ?"

দন্তস্থবির কহিলেন—"আমি যে শয্যা ত্যাগ করিয়াছি অনেকক্ষণ ; কিছু বলিবার আছে কি ?"

ধনুঃগ্রহ তিষ্য কহিলেন—"বলিবারও কিছু আছে বৈ-কি। আমাদের কোশল-রাজের কথা স্মরণ হইলে অন্তরে কেমন দুঃখের সঞ্চার হয়। তাঁহার ন্যায় এমন জড়বুদ্ধি সম্পন্ন রাজা দ্বিতীয় দেখি নাই ; তিনি যে অত্যধিক ভোজনে পটু, সেই কীর্ত্তিটাই খুব বিস্তার লাভ করিয়াছে মাত্র ; কিন্তু রণ-কৌশলে একেবারে হতবুদ্ধি। অজাতশত্রু এক-জন দুগ্ধপুষ্য শিশু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না ; তাহার নিকটও এযাবৎ তিনি তিনবার পরাস্ত হইলেন।"

মন্ত্রিদত্ত—"কোশল-রাজ বোধ হয় রণ-কৌশলে সুদক্ষ নহেন।"

ধনুঃগ্রহ তিষ্য—"তাহা নহে ভন্তে, রণ-কৌশলে

তাঁহার দক্ষতাও কম নয়, কিন্তু তিনি একটু স্থূল-বুদ্ধি সম্পন্ন; তাই সৈন্য পরিচালনা করিতে জানিতেছেন না।"

মন্ত্রিদত্ত—"তবে এখন তাঁহার কি করা কর্ত্তব্য?"

ধনুঃগ্রহ তিষ্য—"শকটব্যূহ, চক্রব্যূহ ও পদ্ম-ব্যূহ এই ত্রিবিধ ব্যূহ রচনা ভেদে যুদ্ধও ত্রিবিধ। অজাতশত্রুকে বন্দী করিতে হইলে শকটব্যূহ রচনা ব্যতীত আর অন্য উপায় নাই। কোশলরাজ অমুক পর্ব্বতের ধারে শৌর্য্য সম্পন্ন যোদ্ধাদিগকে নিজের উভয় পার্শ্বে রাখিয়া বলপূর্ব্বক সম্মুখদিকে অগ্রসর হউক, এবং অজাতশত্রুর কটক সম্প্রাপ্ত হওয়া মাত্র তিনি যদি ভীমনাদে সম্মুখে ধাবিত হন, তাহা হইলে অক্লেশে অজাতশত্রুকে বন্দী করিতে পারিবেন।"

চর এই সংবাদ যথাশীঘ্র কোশল-রাজকে জানাইল। তখনই মহারাজ আনন্দিত মনে মহতী-সেনা সহ যুদ্ধযাত্রা করিলেন। অজাতশত্রুও তখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। কোশলাধিপতি উক্ত

কৌশল অবলম্বন করিয়া অবলীলাক্রমে অজাত-শত্রুকে বন্দী করিলেন। এবং রাজধানীতে নিয়া-আসিয়া স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠে সশস্ত্র প্রহরী পরিবেষ্টিতাবস্থায় আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। ইহাতে অজাত-শত্রু ক্রোধে ও অপমানে জ্বলিতে লাগিলেন।

কোশলেশ্বর আদেশ করিয়া দিলেন—ইনি বন্দী হইলেও যেন তাঁহার রাজোচিৎ আহার বিহারের ব্যতিক্রম না ঘটে। তদীয় কন্যা বজ্রকুমারীর উপর অজাত-শত্রুর সেবা-শুশ্রূষার ভার অর্পণ করিলেন। রাজদুহিতা প্রাণপণে মগধরাজের সন্তোষ সম্বর্দ্ধনের জন্য তৎপর হইলেন।

বজ্রকুমারী তখন ষোড়শী যুবতী। তাঁহার যৌবন-সূর্য্যের দীপ্ত-প্রভায় সমস্ত রাজপুরী বিভাসিত। রাজবালা মহারাজ প্রসেনজিতের বড় আদরের ধন। তাঁহার বহু দিনের বাসনা—প্রাণসমা কন্যা রত্নকে অজাত-শত্রুর করে সমর্পণ করেন। কিন্তু তাঁহার নৃশংসতা দেখিয়া কোশল রাজের সেই ইচ্ছা মধ্যখানে দমিয়া যায়।

কোশলপতি ভাগিনার সেই গর্হিত কর্ম্ম স্মরণ

করাইয়া দিয়া উপদেশ পূর্ণ বাক্যে তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন ; তিনিও পূর্ব্ব হইতেই স্বীয় কর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত। তাই মামার তিরস্কার পূর্ণ উপদেশ বাণী তিনি অবনত মস্তকে মানিয়া নিতে লাগিলেন।

রাজ-নন্দিনীর প্রাণভরা ভালবাসা সংমিশ্রিত সেবা-যত্নে অজাত-শত্রুর প্রাণে বিমল আনন্দ ভাব সজাগ হইয়া উঠিল। তিনি বন্দী হইলেও বজ্রকুমারী তাঁহার প্রাণে শান্তি আনিয়া দিল। রাজকন্যার ললনা-সুলভ মৃদু-মধুর চাহনি, বীণা-বিনিন্দিত কণ্ঠের প্রিয় সম্ভাষণ ও অনুপম আদর-আপ্যায়ন মগধেশ্বরের প্রাণে তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি করিল। তিনি বিমুগ্ধ হইলেন ;

কোশল-রাজ কিছু দিন উপদেশ পূর্ণ অনুশাসন করার পর অজাত-শত্রুকে মুক্তি প্রদান করিলেন। তাঁহার চির-বাসনার পূর্ণতা সাধন মানসে ও অজাত-শত্রুর প্রাণেও সান্ত্বনা আনিবার জন্য মহাডম্বরে প্রিয়তমা কন্যা বজ্রকুমারীকে তাঁহার হস্তে সম্প্রদান করিলেন। তাঁহাকে পুনরায় কাশীগ্রাম প্রত্যর্পণ করিলেন ; এবং যৌতুক স্বরূপও বহু

সম্পত্তি প্রদান করিলেন। যথা সময় তিনি বহু দাস-দাসী সমভিব্যাহারে মহা সমারোহে নবদম্পতিকে বিদায় দিলেন। অজাতশত্রু বজ্রকুমারীর পাণিগ্রহণ করিতে পারিয়া অত্যধিক সন্তুষ্ট হইলেন এবং আনন্দিত মনে রাজগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

দেবদত্তের কর্ম্ম-বিপাক

দেবদত্ত অজাত শত্রুর সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইলেন। ইহাতে তাঁহার দুঃখের পরিসীমা রহিল না। অগত্যা তিনি ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে মনস্থ করিলেন। ভিক্ষাপাত্র হস্তে নগর-বাসীর দ্বারে দ্বারে ঘুরাফিরা করিয়াও একমুষ্টি অন্ন জুটিল না। অবশেষে কুহক-বৃত্তির আশ্রয় নিয়া কোন প্রকারে জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় করিবার প্রয়াস পাইলেন।

একদিবস দেবদত্ত ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন—"ভন্তে, ভিক্ষুদের পাঁচটি নিয়ম প্রতিপালন অতিশয় সমীচীন মনে করি। সেই পাঁচটি বিষয় যথা— (১) ভিক্ষুরা যাবজ্জীবন অরণ্যে বাস করিবেন। (২) ভিক্ষায় জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। (৩) পাংশুকুল ধারী বা ধূলা-মাটি হইতে

সংগৃহীত কাপড় পরিধান করিবেন। (৪) বৃক্ষ-মূলে অবস্থান করিবেন। (৫) কখনও মৎস্য-মাংস খাই-বেন না।" এই পাঁচটি নিয়ম প্রজ্ঞাপ্ত করিবার জন্য দেবদত্ত যাচ্ঞা করিলে ভগবান তাঁহার সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন।

অতঃপর দেবদত্ত ভিক্ষুসংঘের নিকট প্রচার করিতে লাগিলেন —"দেখ বন্ধুগণ, আমি ভগ-বানের নিকট এইরূপ প্রস্তাব উত্থাপন করিলাম; কিন্তু ভগবান তাহা অগ্রাহ্য করিলেন : তোমরা একবার চিন্তা করিয়া দেখ, আমার বাক্য শোভ-নীয়, না, ভগবানের বাক্য শোভনীয়। কাহার কথাই বা যুক্তি সঙ্গত। তোমরা যে কেহ দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিবার ইচ্ছা কর, আমার সঙ্গে আস।" দেবদত্তের এইরূপ কথা শুনিয়া নূতন প্রব্রজিত কোন কোন মন্দবুদ্ধি সম্পন্ন ভিক্ষু চিন্তা করিলেন - "সত্যই ত, দেবদত্ত উত্তম কথাই বলিয়াছেন। আমরা তাঁহার সহিত বিচ-রণ করিব।" এই মনে করিয়া ভিক্ষুরা তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। এইরূপে দেবদত্তের পঞ্চশত

ভিক্ষু জুটিয়া গেল। দেবদত্ত সেই পঞ্চশত ভিক্ষুর সহিত সেই পাঁচটি বিষয় সম্বন্ধে মন্দবুদ্ধি সম্পন্ন লোকদিগকে বুঝাইয়া তাহাদের প্রদত্ত অন্নে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে দেবদত্ত সংঘভেদের জন্য পরাক্রম করিলেন। ভগবান সেই সংবাদ পাইয়া দেবদত্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন— "দেবদত্ত, শুনিতে পাইলাম, তুমি না-কি সংঘভেদের জন্য পরাক্রম করিতেছ। তাহা কি সত্য?" দেবদত্ত কহিলেন –"হাঁ, সত্য।" ভগবান কহিলেন— "দেবদত্ত, সংঘভেদ যে অতি গুরুতর কর্ম্ম।" ভগবানের সেই উপদেশের প্রতি কর্ণপাত না করিয়া দেবদত্ত প্রস্থান করিলেন।

রাজগৃহে আনন্দ স্থবিরকে পিণ্ডাচরণে দেখিতে পাইয়া দেবদত্ত তাঁহাকে কহিলেন –"হে বন্ধু আনন্দ, অদ্য হইতে জানিয়া রাখ— ভগবান ও ভিক্ষু-সংঘকে বাদ দিয়া উপোসথ ও সংঘকর্ম্ম করিব।"

আনন্দ স্থবির ভগবানকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করাইলেন। ইহা শুনিয়া ভগবানের ধর্ম্মসংবেগ উৎপন্ন হইল। ভগবান কহিলেন—"দেবদত্ত অবীচি

নরকে পক্ক হইবার কার্য্য করিতেছে।”

অতঃপর দেবদত্ত উপোসথ দিবসে আপন পরিষদকে কহিলেন—“যাহার এই পাঁচটি বিষয় মনোনীত হয়, সে শলাকা গ্রহণ করুক।” দেবদত্তের কথা শুনিয়া নূতন প্রব্রজিত অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন পঞ্চশত বজ্জিপুত্র ভিক্ষু শলাকা গ্রহণ করিলেন। দেবদত্ত সংঘ ভেদ করিয়া এই ভিক্ষুগণ সহ গয়াশিরে আগমন করিলেন। তাঁহার গয়া গমন সংবাদ অবগত হইয়া ভগবান সেই ভিক্ষুগণকে আনিবার জন্য সারীপুত্র ও মোদ্‌গলায়নকে পাঠাইয়া দিলেন। অগ্রশ্রাবকদ্বয় তথায় যাইয়া ঋদ্ধি অনুশাসন দ্বারা ধর্ম্ম দেশনা করিয়া ভিক্ষুগণকে অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত করাইলেন। অতঃপর সমস্ত ভিক্ষুকে সঙ্গে লইয়া আকাশমার্গে আগমন করিলেন। ইহাতে দেবদত্ত এত মর্ম্মাহত হইলেন যে তাঁহার রক্ত-বমি হইল।

আজ নয়মাস যাবৎ দেবদত্ত রোগযন্ত্রণায় অস্থির। দেবদত্ত এখন অন্তিম শয্যায় শায়িত। অন্তিম সময় একবার ভগবানকে দর্শন করিবার জন্য তাঁহার প্রবল ইচ্ছার সঞ্চার হইল। তাঁহার

শিষ্যবর্গকে কহিলেন—"আমি ভগবানকে দেখিতে ইচ্ছা করি। ভগবানকে আমায় দেখাও।" তখন তাঁহার শিষ্যগণ কহিলেন—"আপনি যখন সবল কায় ছিলেন—তখন ভগবানের বিরুদ্ধ আচরণ করিয়াছিলেন। এখন আমরা তাঁহার নিকট আপনাকে লইয়া যাইতে পারিব না।"

তখন দেবদত্ত কাতর-বচনে কহিলেন—"আমাকে নাশ করিওনা। যদিওবা আমি ভগবানের প্রতি শত্রুতা পোষণ করিয়াছিলাম, তবুও আমার প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র শত্রুতা নাই। একবার মাত্র তোমরা ভগবানকে আমায় দেখাও।" এইরূপে দেবদত্ত বার বার যাচ্ঞা করিতে লাগিলেন। অতঃপর দেবদত্তের শিষ্যগণ তাঁহাকে মঞ্চে গ্রহণ করিয়া বাহির হইলেন।

তখন ভগবান জেতবনে অবস্থান করিতেছেন। ভিক্ষুগণ তাঁহাকে কহিলেন—"ভন্তে, দেবদত্ত আপনার দর্শন মানসে পুষ্করিণী সমীপে আসিয়াছে।" তখন ভগবান কহিলেন—"ভিক্ষুরা পাঁচটি বিষয় যাচ্ঞা করা অবধি পুনঃ আর বুদ্ধদর্শন পায় না। এইটা

ধর্ম্মতঃ নিয়ম। দেবদত্ত যদিওবা জেতবন অভ্যন্তরেও প্রবেশ করে, তথাপি সে আমার দর্শন পাইবে না।” এদিকে দেবদত্তকে যাঁহারা নিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহারা জেতবন-পুষ্করিণী-তীরে মঞ্চ খানা রাখিয়া স্নান করিবার জন্য পুষ্করিণীতে অবতরণ করিলেন। তখন দেবদত্ত মঞ্চ হইতে উঠিয়া পদদ্বয় ভূমিতে রাখিয়া বসিলেন। পদদ্বয় ভূমিতে রাখা মাত্রই পৃথিবী বিদীর্ণ হইল। তাঁহার পদদ্বয় পৃথিবীতে প্রবেশ করিল। অনুক্রমে পৃথিবী তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া নিম্নদিকে লইয়া যাইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে অবীচি নরকের অগ্নি-শিখা উত্থিত হইল। নরকাগ্নির ভীষণ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া তিনি ভীতস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই ভীষণ চীৎকার ধ্বনি জেতবনের চতুর্পার্শ্ববর্ত্তী মনুষ্যদের অন্তরে আতঙ্কের সৃষ্টি করিল। চতুর্দ্দিক হইতে লোকজন ছুটিয়া আসিল। মনুষ্যেরা এই অভূতপূর্ব্ব লোমহর্ষকর দৃশ্য দেখিয়া ভয়ে জড়সড় হইল। দেবদত্তের দুঃখে সকলেই দুঃখিত হইল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

অতঃপর দেবদত্তের গলদেশ পর্য্যন্ত মৃত্তিকায় প্রবেশ করিল। তখন তিনি ভীতি পূর্ণ আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল—"হে শতপুণ্য লক্ষণ সম্পন্ন দেব-নর শ্রেষ্ঠ ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ, আমি আপনার শ্রীপদে প্রণাম করিতেছি ; এবং আজীবন আপনার শরণাপন্ন হইতেছি।" এই বলিতে বলিতে দেবদত্ত পৃথিবী অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি অবীচি নরকে উৎপন্ন হইলেন।

দেবদত্ত কল্প কাল যাবৎ অবীচি নরকে অসহ্য দুঃখ ভোগ করিয়া কল্পান্তে তথা হইতে তিনি মুক্তি লাভ করিবেন। অন্তিম সময়ে বুদ্ধের শরণাপন্ন হওয়ার ফলে, এই হইতে শত সহস্র কল্পের পর তিনি "অট্ঠীশ্বর" নামক "পচ্চেক" বুদ্ধ হইয়া পরিনির্ব্বাণ লাভ করিবেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

বুদ্ধ-দর্শন

(১)

বিচিত্র বিলাস ভবন। বহুমূল্য বিলাস-সামগ্রীতে কক্ষটি সুসজ্জিত। গৃহ-দেওয়াল বিবিধ রঙ্গিন ছবিতে পরিশোভিত। গৃহমেজে বিচিত্র লতা-পাতা চিত্রিত সুবৃহৎ আস্তরণ পাতা। চন্দন-কুঙ্কুম-সৌরভামোদিত কক্ষের একপার্শ্বে মহার্ঘ পালঙ্কোপরি সুকোমল শয্যায় মহারাজ অজাতশত্রু বিষণ্ণভাবে শায়িত। সুন্দরী নর্ত্তকী বৃন্দ বিবিধ বাদ্যের সুতান লহরীর ঐক্যতানে নৃত্য-গীতে মহারাজের চিত্ত বিনোদন মানসে ব্যাপৃতা। কিন্তু মহারাজ অজাত-শত্রুর সেইদিকে লক্ষ্য নাই। তিনি অন্য মনস্ক হইয়া কি যেন চিন্তা করিতেছেন। তাঁহার অন্তরে কেমন একটা ভয়, বিষাদ ও উৎকণ্ঠার ভাব বিরাজমান। কি যেন এক দুঃখরেখা মুখ মণ্ডলে প্রতিফলিত হইতেছে।

তিনি মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখপূর্ণ অস্ফুট কাতর ধ্বনি করিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতেছেন।

মহারাজ স্বগতঃ বলিতেছেন—"উঃ, পিতৃহত্যার কি ভীষণ পরিণাম! রাত্রি-দিন এ-কেমন অন্তর্দাহ, আহারেও তৃপ্তি নাই, নিদ্রায়ও সুখ নাই। চক্ষু মুদিলে শত সহস্র শরাঘাতে চক্ষু যেন জর্জ্জরিত হয়। কি ভীতি ব্যঞ্জক দুঃস্বপ্ন! স্মরণেও প্রাণ আতঙ্কিত হয়। উঃ, অসহ্য যন্ত্রণা। এ-যন্ত্রণার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভের উপায় কি? কোথায় যাই! কাহার আশ্রয়ে সান্ত্বনা পাইব? কে আমাকে শান্তি দিবে? সেই ভগবান অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ! অহো, কি মধুর নাম। বলিতেও প্রাণ শীতল হয়। না জানি তাঁহার শরণাপন্ন হইলে, তাঁহার অমৃতময় বাণী শ্রবণ করিলে কতদূর শান্তি লাভ করিব? আমি যে তাঁহার নিকট অপরাধী, কিরূপেই বা তাঁহার নিকট যাইব? কোন লজ্জায় বা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি? না—না—নিশ্চয়ই আমি তাঁহার নিকট যাইব। তিনি মহাকারুণিক; করুণার অবতার ভগবান আমার প্রতি কি বিন্দুমাত্রও করুণা প্রকাশ করিবেন না? তাঁহার পায়ে পড়িয়া

ক্ষমা ভিক্ষা চাইব, তিনি কি আমায় ক্ষমা করিবেন না? রাজবৈদ্য জীবক বুদ্ধের পরম ভক্ত। তাঁহাকে আমার সঙ্গে করিয়া বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইব।

(২)

বিম্বিসারের মৃত্যু-দিবস হইতে অজাত-শত্রুর সুখ-শান্তি অন্তর্হিত হইল। তাঁহার চিত্ত সদাই উৎ-কণ্ঠিত। রাজৈশ্বর্য্য, বিলাস-ভোগ, কিছুতেই তিনি পরিতোষ লাভ করিতে পারিতেছেন না। নিদ্রা যাইবেন মনে করিয়া চক্ষু নিমীলিত করিলে শত সহস্র শক্তি যেন তাহার চক্ষে বিদ্ধ হইতেছে—এইরূপ অনুভব করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ বিভীষিকা দর্শন করিয়া ভীত-ত্রস্তে চীৎকার করিয়া জাগ্রত হইয়া উঠেন। সকলেই ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলে, রাজা "কিছুই না" বলিয়া নীরব থাকেন। নিদ্রা যাইবার কথা মনে উদয় হইলেই তাঁহার প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার হয়। তাই তিনি রাত্রি-দিন অনিদ্রায় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। জীবিত অবস্থাতেই তিনি একপ্রকার নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন।

(৩)

শরৎ কাল। বর্ষার সেই প্রচণ্ড ভাব এখন অন্তর্হিত। নদীর সেই সংহারিণী মূর্ত্তি নাই। আকাশে ভীষণ মেঘ-গর্জ্জনও নাই। ভীতি-ব্যঞ্জক বজ্র-নির্ঘোষে আর এখন প্রাণ আতঙ্কিত হয় না। আকাশ নির্ম্মল। মেঘমালা প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডকে আবৃত করিয়া মানব-প্রাণকে আর অতিষ্ঠ করিয়া তোলে না। প্রকৃতি শান্তভাব ধারণ করিয়াছে। পশু-পক্ষীর প্রাণ আনন্দময়। বৃক্ষ-লতা বিবিধ কুসুমে পরিশোভিত। জগৎ বাসী বৈচিত্র ময়ী প্রকৃতির বিচিত্র শোভা সন্দর্শনে আনন্দিত।

আজ পূর্ণিমা তিথি। শরতের পূর্ণেন্দুর অমল ধবল জ্যোৎস্নায় ধরিত্রী আলোকিতা। সরোবর-বক্ষ-শোভিনী কুমুদিনী তাহার প্রিয় সখা কুমুদ-নাথের শুভাগমনে সানন্দে প্রস্ফুটিত হইয়া যেন হাস্য করিতেছে। কুমুদ নাথ তাহার দুগ্ধধবল জ্যোৎস্নারাশি প্রিয়

সখী কুমুদিনীর সর্ব্বাঙ্গে ঢালিয়া দিয়া যেন বহু কালের বিরহ-দুঃখ নিবেদন করিতেছে।

মগধরাজ্যে আজ "নক্ষত্র উৎসব।" নগরের রাজপথ সমূহ ধ্বজা-পতাকায় সুসজ্জিত। নগর-বাসীর দ্বারে দ্বারে পঞ্চবর্ণ পুষ্প ও নবকিশলয়-সমলঙ্কৃত পূর্ণঘট পরিশোভিত, সমস্ত নগর বিচিত্র দীপমালায় আলোকিত। উৎসবামোদিত নগরবাসী বিবিধ বেশে সুসজ্জিত হইয়া রাজপথে বাহির হইল। সকলের প্রাণ আনন্দময়। এমন কি নিরা-নন্দময় রাজা অজাতশত্রুর প্রাণেও আজ কেমন এক আনন্দ-লহরী হিল্লোলিত হইল।

রাজ-প্রাসাদের ছাদের উপর বিবিধ কারুকার্য্য খচিত বিস্তীর্ণ আস্তরণের মধ্যভাগে শ্বেতছত্র তলে মহার্ঘ স্বর্ণাসনে মহারাজ অজাতশত্রু সমাসীন। তাঁহার চতুর্দ্দিকে রাজামাত্যগণ মহারাজকে পরিবেষ্টিত করিয়া নীরবে উপবিষ্ট। নিদ্রা রাজার অপ্রীতিকর, তাই নিদ্রা বিনোদন মানসে মহারাজ অজাতশত্রু অন্ধকার রজনী কেবল উৎসব করিয়াই অতিবাহিত করিবার স্থির করিলেন। সেই উপোসথের উৎসব রাত্রিতে

শারদীয় পূর্ণচন্দ্রের ধবল জ্যোৎস্না রাশি সন্দর্শন করিয়া আনন্দিত মনে তিনি বলিয়া উঠিলেন—"অহো, কি সুখদা জ্যোৎস্নাময়ী রজনী। এমন প্রীতি প্রদায়িনী শুক্লা রজনীতে কোন্ শ্রমণ-ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইয়া ধর্ম্ম শ্রবণ করিব? কাহার মধুর ধর্ম্ম শ্রবণে চিত্ত-প্রসাদ লাভ করিতে পারিব?"

রাজার এবংবিধ মনোময় বাক্য শুনিয়া এক-জন অমাত্য কহিলেন—"মহারাজ, পূরণ কশ্যপ বহু প্রসিদ্ধ। তিনি বহু শিষ্যের আচার্য্য ও সর্ব্বত্র পরম সাধু বলিয়া পরিচিত। তাঁহার কার্য্যকলাপ চতুর্দ্দিকে কীর্ত্তি প্রসার করিয়াছে। তাঁহার বয়স এখন ষষ্টি-তম বৎসরাধিক। আপনি সেই পূরণ কশ্যপের নিকট গমন করুন; তাঁহার ধর্ম্ম শ্রবণ করিলে আপনার চিত্তের নিরানন্দ বিলীন হইয়া অনাবিল শান্তি আসিবে।" অমাত্য এইরূপে পূরণকশ্যপের বহু বিশ্লেষণ করিলেন। রাজা নীরব রহিলেন।

অতঃপর সদস্য দলের অনেকেই মক্খলী গোশাল, অজিতকেশকম্বল, পকুধো কচ্চায়ন, সঞ্জয়বেলট্ঠি-পুত্র, নিগ্রন্থনাথপুত্র প্রভৃতি এক এক জন তীর্থিয়

পরিব্রাজকের নাম করিয়া উপরোক্ত নিয়মে তাঁহা-দের গুণাবলী বর্ণনা করিলেন। নরাধিপ তবুও নীরব।

মহারাজ অজাতশত্রু এখন বুদ্ধের প্রতি অত্যধিক শ্রদ্ধাসম্পন্ন। একত্রিশ জন তীরন্দাজের স্রোতা-পত্তি ফললাভ, দেবদত্তের নিক্ষিপ্ত শিলা খণ্ডের আশ্চর্য্য প্রতিরোধ, মদমত্ত নালাগিরি দমন কাহিনী ও ভগবানের অলৌকিক শক্তির কথা মহারাজের স্মৃতি-দর্পণে ছায়াচিত্রের ছবির মত একটার পর একটা উদিত হইতে লাগিল। যখন পৃথিবী দ্বিধা হইয়া দেবদত্তের অবীচি নরক গমনের কথা স্মরণ হয়, তখন তিনি অধিকতর ভীতি-বিহ্বল হইয়া পড়েন, কারণ তিনিও একজন সম অপরাধী। তাঁর মনে হয়—"না জানি, কোন্ সময় পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া আমাকেও অবীচিতে গমন করিতে হয়।" বহুদিন যাবৎ অজাত-শত্রু বুদ্ধের দর্শনেচ্ছায় রহিলেন, কিন্তু তাঁহার সেই ইচ্ছা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে পারিলেন না অথচ একাকী ভগবানের নিকট যাইতেও ভয় হয়। তাই তিনি ভগবানের পরমভক্ত রাজ-বৈদ্য

জীবককে সঙ্গে লইয়া ভগবৎ সমীপে উপস্থিত হইবার মনস্থ করিলেন। ভগবানের নিকট যাই-বার কথা তিনি নিজে না বলিয়া জীবকের মুখেই বলাইবার উদ্দেশ্যে আজ রাজা এই প্রসঙ্গ উথাপন করিয়াছেন।

সেই সময় জীবক অজাতশত্রুর অনতিদূরে নীরবে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি শ্রোতাপন্ন আর্য্য শ্রাবক। বুদ্ধের প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি। অমাত্যগণের কথার পরিসমাপ্তির পর রাজা চিন্তা করিলেন—"ভগবানের অমৃতময় বাণী শ্রবণ করিবারই আমার ইচ্ছা। কিন্তু যাহাদের কথা শুনিতে ইচ্ছা করি নাই, সেই অমাত্যেরাই বলিয়া যাইতেছে। অপিচ যাঁহার কথা শুনিতে আমার বলবতী ইচ্ছা, তিনি নীরবে বসিয়া আছেন। জীবক উপশান্ত-বুদ্ধের সেবক, আবার নিজেও উপশান্ত। তাই ব্রত সম্পন্ন ভিক্ষুর ন্যায় নীরবে বসিয়া আছেন। বোধ হয় আমি যতক্ষণ তাহাকে জিজ্ঞাসা না করি, ততক্ষণ তিনি কিছুই বলিবেন না।" এই মনে করিয়া রাজা জীবককে জিজ্ঞাসা করিলেন—"জীবক, আপনি নীরব কেন? ইহাদের স্ব স্ব কুলপুরোহিত

শ্রমণগণের কত গুণ বর্ণনা করিলেন, আপনার কি তাঁহাদের ন্যায় সেইরূপ কুল-পুরোহিত কোন শ্রমণ নাই ?"

তখন জীবক চিন্তা করিলেন—"রাজা আমাকে আমার কুল-পুরোহিতের গুণ বর্ণনা করিতে বলিতেছেন ; এখন আমার নীরব থাকিবার সময় নহে। ইহারা রাজাকে প্রণাম করিয়া ইহাদের কুল-পুরোহিতের গুণবর্ণনা করিয়াছে, কিন্তু আমি সেইরূপ করিব না।" এই মনে করিয়া তিনি আসন হইতে উত্থিত হইলেন, এবং ভগবানের বিহারাভিমুখীন হইয়া বন্দনা করিলেন। অতঃপর তিনি করজোড়ে কহিলেন—"মহারাজ, ইহাদের ন্যায় আমি যেমন তেমন শ্রমণের নিকট উপস্থিত হই নাই। যেই বুদ্ধের মাতৃগর্ভে উৎপত্তি, জন্মলাভ, অভিনিষ্ক্রমণ, সম্বোধি লাভ ও ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনের সময় এই মহাপৃথিবী কম্পিত হইয়াছিল—আমি সেই তথাগতের উপাসক। যিনি যমক প্রতিহার্য্য দেখাইয়া ঋদ্ধিবানের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিয়াছেন। যিনি দেবলোকে তিন মাস যাবৎ অভিধর্ম্ম দেশনা করিয়াছেন। আমি সেই ধর্ম্ম-রাজের

উপাসক। যাঁহার এইরূপ কীর্ত্তি জগতে বিঘোষিত হইতেছে— অর্হৎ, সম্যক-সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্, অনুত্তর, পুরুষদম্য সারথি, দেব-মনুষ্যদের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান ; আমি সেই অনন্ত গুণের আধার সম্যক সম্বুদ্ধের উপাসক। যিনি বত্রিশ মহাপুরুষ-লক্ষণ যুক্ত, অশীতি অনুব্যঞ্জন পরিশোভিত, যাঁহার ব্যাম-প্রভায় চতুর্দ্দিক প্রভাবিত, যিনি ইচ্ছা করিলে সমস্ত পৃথিবী একালোকে আলোকিত করিতে সমর্থ হন, আমি সেই অমিতাভের উপাসক। মহারাজ, এখন সেই ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ সাড়ে বার শত শিষ্য মণ্ডলী সমভিব্যাহারে আমার আম্রবনে অবস্থান করিতেছেন। আপনি সেই ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধের অমৃত ময় বাণী শ্রবণ করুন। তাঁহার ধর্ম্ম শ্রবণ করিলে নিশ্চয়ই আপনি শান্তিলাভ করিবেন।

জীবকের কথা শুনিয়া রাজা অজাতশত্রুর সর্ব্ব শরীর পঞ্চ প্রীতি রসে পরিপ্লুত হইল। তিনি সেই ক্ষণেই ভগবানের নিকট উপস্থিত হইতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি চিন্তা করিলেন—"এখনি ভগ-বানের নিকট যাইতে হইবে। জীবকই আমাদের

গমনের যান-বাহনাদি ক্ষিপ্র গতিতে যোজনা করিতে সমর্থ। তাঁহার ন্যায় অন্য কেহ পারিবে না।” এই চিন্তা করিয়া অজাতশত্রু জীবককে কহিলেন—“হে বন্ধু জীবক, তাহা হইলে হস্তীযানাদি সুসজ্জিত করা হউক।”

“মহারাজের আদেশ শিরোধার্য্য” এই বলিয়া জীবক যান-বাহনাদি সজ্জিত করাইবার জন্য প্রস্থান করিলেন। তিনি চিন্তা করিলেন—“রাজা এই নিশাযোগেই ভগবানের দর্শন ইচ্ছা করিতেছেন। যান-বাহনাদি সজ্জিত করাইবার জন্য আমাকে আদেশ করিলেন। রাজার গমন কালে যাহাতে কোনরূপ বিঘ্ন না ঘটে সেইরূপ উপায় করাই আমার কর্ত্তব্য। স্ত্রী জাতি হইতে রাজার কোন প্রকার ভয় উৎপাদন হইবে না। অধিকন্তু স্ত্রী পরিবৃত হইয়া সুখে গমন করিবেন।” এই মনে করিয়া পঞ্চশত হস্তী সুসজ্জিত করাইলেন। পঞ্চশত স্ত্রীলোককে পুরুষ-বেশ গ্রহণ করাইয়া অসি হস্তে এক একটি হস্তীপৃষ্ঠে এক একটি স্ত্রীলোককে উপবেশন করাইলেন। অতঃপর তিনি চিন্তা করি-

লেন—"এই রাজার ইহজন্মে মার্গফল লাভের হেতু নাই। যাঁহারা মার্গফল লাভ করিতে পারিবেন, সেইরূপ ব্যক্তিকে উপলক্ষ্য করিয়াই ভগবান ধর্ম্ম দেশনা করেন। তাই আমি জনসংঘ সমবেত করাইব। রাজা মহাপরিষদের সহিত ভগবান দর্শনে যাইবেন। সেই পরিষদের মধ্যে দেশনার উপযুক্ত ব্যক্তিকে তিনি দেশনা করিবেন। ইহাতে সকলেরই উপকার সাধিত হইবে।" এই মনে করিয়া তিনি সর্বত্র সংবাদ পাঠাইলেন—"রাজা ভগবান দর্শনে যাইতেছেন, তোমাদিগকে রাজার সহিত যাইতে হইবে। রাজার রাত্রি-অভিযানে সহায় হইতে হইবে।" এইরূপে ভেরীশব্দে এ সংবাদ প্রচার করিলেন।

তখন মনুষ্যেরা চিন্তা করিলেন—"রাজা এত-দিন ভগবানের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া এখন তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, না জানি আজ ভগবান রাজাকে কিরূপ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন। এই উৎসব-দিনে ভগবানের দর্শন পাওয়া আমাদের পরম সৌভাগ্য।" এই মনে করিয়া নগর-বাসী

সকলেই সমবেত হইল। সমস্ত আয়োজন শেষ হইলে জীবক রাজ-সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন—"মহারাজ, হস্তী-যানাদি সমস্তই সুসজ্জিত। যদি আপনি উপযুক্ত সময় মনে করেন, তাহা হইলে এখনই যাত্রা করুন।" রাজা তখন আসিয়া রাজোচিত সুসজ্জিত মঙ্গল হস্তীর উপর আরোহণ করিলেন। স্ত্রীলোকেরা রাজাকে বেষ্টন করিলেন। তৎপর মহাঅমাত্যগণ; তাহার পর বিচিত্র বেশে বিবিধ অস্ত্রহস্তে যুবকগণ; তৎপর পঞ্চাঙ্গিক তূর্য্য ও রণ-বাদ্য; তৎপর পদাতিক; তাহাদের পর পর তীরন্দাজ ও অশ্বারোহী সৈন্যগণ শৃঙ্খলা ভাবে স্থিত হইল। স্থানে স্থানে মশালধারীগণ চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়া দণ্ডায়মান হইল। তখন জীবক সকলকে সাবধান করিয়া দিলেন—"যাহাতে কোন প্রকারের উচ্চৈঃশব্দ ও মহাশব্দ না হয়। কারণ ভগবান বিবেক প্রিয়।" এই বলিয়া সকলকে আম্রবনাভিমুখে অগ্রসর হইতে বলিলেন। অতঃপর জীবক চিন্তা করিলেন—"যদি রাজার উপর কোন উপদ্রব উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আমিই সর্ব্বপ্রথম রাজার জন্য জীবন

দান করিব।” এই মনে করিয়া তিনি রাজার অনতি-দূরে রহিলেন।

রাজগৃহ নগর দ্বাত্রিংশত মহাদ্বার ও চৌষট্টি খানা ক্ষুদ্র দ্বার বিশিষ্ট। জীবকের আম্রবন প্রাকার ও গৃধ্রকূট পর্ব্বতের মধ্যস্থলে। তাঁহারা পশ্চিম দ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া পর্ব্বতের ছায়ায় প্রবেশ করিলেন। সকলে নীরবে গিরি পথে অগ্রসর হইলেন। অগণিত মশালের উজ্জ্বল আলোক-মালায় গিরিশ্রেণী—গিরি-পথ—কন্দর—গুহা—বৃক্ষ—লতা সমস্তই আলোকিত হইল। নিবৃত ভগবান বিবেকের সহিত অবস্থান করিতেছেন। ভগবানের বিবেক চিত্তের যাহাতে বিঘ্ন না ঘটে, তজ্জন্য সকলে সতর্কতা অবলম্বন করিলেন।

তখন রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর। ধরিত্রী নীরবতায় পরিপূর্ণ। নিশার ঝিল্লীরব পর্ব্বত-কন্দরে প্রতিধ্বনিত হইয়া পথিকের প্রাণে ভীতির সঞ্চার করিতেছে। দূরে—অতিদূরে দুই একটা গ্রাম্য কুকুর মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। চতুর্দ্দিক নীরব—নিস্তব্ধ! সেই নৈশ-নীরবতার মধ্য দিয়া শৈল-শ্রেণীর পার্শ্ব বাহিয়া অগণিত জনস্রোত নীরবে চলিয়া যাইতেছে।

কাহারও মুখে একটা শব্দ নাই। হস্তী ও অশ্ব সমূহ সঙ্কেতের উপর চলিতেছে। নিশাচর প্রাণী সমূহ আলোকমালা ও মনুষ্যগণকে দেখিয়া ভয় ত্রস্তে নিঃশব্দে বন হইতে বনান্তরে আশ্রয় লইতেছে; বনমধ্যে আকস্মিক তেজোময় মশাল দেখিয়া বৃক্ষ-শাখাস্থিত ঘুমন্ত বিহঙ্গকুল ভয়াকুল প্রাণে আকাশে ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

সুপ্রশস্ত রাজ-পথের এক পার্শ্বে বনরাজি সমাকীর্ণ অভ্রংলিহ পর্ব্বত-মালা, অন্য পার্শ্বে বিটপী সঙ্কীর্ণ বন্ধুর স্থান। পর্ব্বতচ্ছায়া ও বৃক্ষচ্ছায়া সংযোগ হেতু সেই স্থান ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন। মশালের আলোকমালা সেই গাঢ় তিমিরের নিকট হার মানিতে লাগিল। দূরে পর্ব্বত-গাত্রে বৃক্ষরাজি দেখিলে ভ্রম হয়— যেন অগণিত যোদ্ধৃগণ রণসাজে সজ্জিত থাকিয়া সম্মুখ যুদ্ধের জন্য বীর-দর্পে দণ্ডায়মান।

আম্রবনের অনতিদূরে উপস্থিত হইলে মহারাজ অজাতশত্রুর অন্তরে ভীতির সঞ্চার হইল। হৃদয় কম্পিত হইল, শরীর রোমাঞ্চিত হইল। জীবক

পূর্ব্বেও রাজাকে বলিয়াছিলেন—“মহারাজ, বুদ্ধ উচ্চশব্দ ভালবাসেন না; নীরবে বুদ্ধের নিকট যাইতে হইবে।” তদ্ধেতু সকলেই নীরবে পথ অতিক্রম করিয়া যাইতেছে। তূর্য্যাদি কেবল গ্রহণ মাত্র। বাজামাত্রই শব্দে অভিরমিত হয়। এদিকে আম্রবনেও কাহারও হাঁচিক্ষেপণ শব্দও শুনা যাইতেছে না।

রাজা উৎকণ্ঠিত হইলেন। জীবকের প্রতি তাঁহার সন্দেহ উৎপন্ন হইল তিনি সন্দিগ্ধ চিত্তে চিন্তা করিলেন—“জীবক নিশ্চয়ই আমাকে হত্যা করিবার জন্য এখানে আনিয়াছে। সে আমাকে নিশ্চয়ই প্রবঞ্চনা করিয়াছে। এই আম্রবনে যদি সার্দ্ধ দ্বাদশ শত ভিক্ষু অবস্থান করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সামান্য সাড়া-শব্দও থাকিবে না কেন? বোধ হয়, জীবক আমাকে মিথ্যা বলিয়াই নগরের বাহির করিয়াছে। সে হয়তঃ সম্মুখে শত্রু-সৈন্য রাখিয়া দিয়াছে। নিশ্চয়ই সে আমাকে হত্যা করিয়া রাজা হইবার ইচ্ছা পোষণ করিয়াছে। এই জীবক পঞ্চ হস্তীর বল ধারণ করে। সে আবার

আমার অনতিদূরেই গমন করিতেছে ; অথচ আমার নিকট অস্ত্রধারী একজন পুরুষও নাই। আমার চতুঃপার্শ্বে সমস্ত অবলা জাতি রাখিয়া দিয়াছে ; ইহা কি তাহার শঠতা নহে ? অহোঃ, আমি কি অন্যায়ই করিলাম ! জীবকের প্রবঞ্চনা আমি বুঝিতে পারি নাই। বিবেচনা না করিয়া মৃত্যুই বরণ করিয়া নিলাম। আমার মৃত্যু হয়তঃ সন্নিকট।" রাজা এই চিন্তা করিয়া অত্যধিক ভীত হইলেন। নিজের ভীতিভাব গোপন রাখিতে পারিলেন না। জীবককে ভয়ের কারণ বিজ্ঞাপন করাইয়া ভীতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে বন্ধু জীবক ! তুমি আমাকে প্রবঞ্চনা কর নাই ত ? তুমি আমাকে শত্রুর হস্তে সমর্পণ করিতে উদ্যত হও নাই ত ? তুমি বলিয়াছিলে—সার্দ্ধ দ্বাদশ শত ভিক্ষু তোমার আম্রবনে অবস্থান করিতেছেন। এত গুলি ভিক্ষু যেই স্থানে অবস্থান করেন, সেই স্থানে কিরূপে একটি হাঁচি, একটি কাসি, অথবা একটু সামান্য আলাপের শব্দও না হইবে ? তাহাও কি সম্ভব ?"

রাজার কথা শুনিয়া জীবক চিন্তা করিলেন—"দেখিতেছি, রাজা প্রাণভয়ে ভীত হইয়াছেন। রাজা জানেন না যে আমি স্রোতাপন্ন। প্রাণীহত্যা করি না, রাজাকে ভালরূপে আশ্বাসিত করিতে হইবে।" এই চিন্তা করিয়া তিনি কহিলেন—"মহারাজ, আপনি ভীত হইবেন না, ভীত হইবেন না। আপনাকে বঞ্চনা করি নাই; অলীক বাক্য বলি নাই; আপনাকে শত্রুর হস্তে দিব না। অগ্রসর হউন মহারাজ, অগ্রসর হউন। ঐ-যে মণ্ডপে প্রদীপ প্রজ্বলিত হইতেছে। শত্রু কি কখনও প্রদীপ জ্বালাইয়া বসিয়া থাকে? যেই দিকে প্রদীপ দেখিতেছেন, সেই দিকে অগ্রসর হউন।"

জীবকের আশ্বাস বাক্যে রাজা আশ্বাসিত হইলেন। যতদূর হস্তীতে আরোহণ করিয়া যাওয়া যায়, ততদূর যাইয়া তৎপর হস্তী হইতে অবতরণ করিলেন। তিনি মৃত্তিকায় স্থিত হইবা মাত্রই ভগবানের তেজ তাঁহার সর্ব্ব শরীরে পরিব্যাপ্ত হইল। তখনই তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে স্বেদ নির্গত হইল। সমস্ত বস্ত্র আর্দ্র হইয়া গেল। স্বীয় অপরাধ স্মরণ

হওয়াতে অতিশয় ভয়ের সঞ্চার হইল। তিনি সোজাসুজি ভগবৎ সমীপে উপস্থিত হইতে সাহস করিলেন না। তিনি জীবকের হস্ত ধারণ করিয়া বিহার-প্রাঙ্গণের এদিক-সেদিক পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং জীবককেও প্রশংসা করিলেন—“জীবক, আপনি ইহা সুন্দরভাবে করাইয়াছেন এইটা উত্তমরূপে নির্ম্মাণ করাইয়াছেন।” এইরূপে বিহারের গুণ বর্ণনা করিতে করিতে অনুক্রমে তিনি ধর্ম্ম-মণ্ডপের দ্বারে উপস্থিত হইলেন।

(৪)

ভগবান পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন—অদ্য রজনীতে মহাপরিষদ সমভিব্যাহারে রাজা অজাতশত্রু ভগবান দর্শন মানসে আসিবেন তদ্ধেতু ভগবান পূর্ব্বেই স্বীয় শরীর হইতে ষড়রশ্মিযুক্ত ব্যাম-প্রভা উজ্জ্বলতররূপে পরিব্যাপ্ত করাইয়া সমস্ত বিহার-স্থান প্রভাসিত করিলেন এবং তারকামণ্ডলী পরিবৃত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শান্ত-দান্ত অর্হৎ ভিক্ষু পরিবৃত

হইয়া সুবৃহৎ ধর্ম্ম-মণ্ডপে উপবিষ্ট হইয়া আছেন। মহারাজ অজাতশত্রু ভগবানকে পরিজ্ঞাত হইয়াও রাজকুলের প্রকৃতিগত ঐশ্বর্য্য-লীলায় জীবককে জিজ্ঞাসা করিলেন—"জীবক, ভগবান কোথায় ?" জীবক রাজার কথা শুনিয়া চিন্তা করিলেন—"রাজা বলেন কি ? পৃথিবীতে স্থিত হইয়া কোথায় পৃথিবী ; আকাশ অবলোকন করিয়া কোথায় চন্দ্র-সূর্য্য ; সুমেরু-পাদদেশে দাঁড়াইয়া কোথায় সুমেরু বলিয়া জিজ্ঞাসা করার ন্যায়, আমাদের রাজাও ভগবানের সম্মুখে স্থিত থাকিয়া "ভগবান কোথায়" জিজ্ঞাসা করিতেছেন। ভগবানকে ভালরূপে দেখাইয়া দিব।" এই চিন্তা করিয়া জীবক, যেই দিকে ভগবান উপবিষ্ট আছেন, সেইদিকে অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া কহি-লেন—"ঐ-যে মহারাজ, ভগবান ; ঐ-যে মহারাজ, ভগবান ; ভিক্ষুগণের সম্মুখ ভাগে যিনি মধ্যম স্তম্ভ অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া উপবিষ্ট আছেন, উনিই ভগবান। যাঁহার শরীর বত্রিশ মহাপুরুষ-লক্ষণ প্রতিমণ্ডিত, অশীতি অনুব্যঞ্জন পরিশোভিত উনিই ভগবান। যাঁহার শরীর হইতে উজ্জ্বল

বড়রশ্মি নির্গত হইয়া সমস্ত বিহার-সীমা প্রভাসিত করিতেছে, উনিই ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ।"

অতঃপর রাজা অজাতশত্রু যন্ত্র চালিতের ন্যায় বিনম্র ভাবে ধীরপদ সঞ্চালনে ভগবৎ সমীপে উপস্থিত হইলেন। রাজা ভগবানকে বন্দনা করিবার অথবা আলাপ করিবার সেই সাহস এখনও লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি হতভম্বের ন্যায় এক প্রান্তে স্থিত থাকিয়া কেবল ভিক্ষুসঙ্ঘের প্রতি অবলোকন করিতে লাগিলেন। ভিক্ষুগণ নীরবে বসিয়া আছেন। তাঁহাদের হস্ত-পদের নিশ্চল ভাব, সকলেই শান্ত-দান্ত, সকলেরই অধোদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ। রাজ-পরিষদের প্রতি একজন ভিক্ষুরও লক্ষ্য নাই। তাঁহারা যদিও দর্শন করেন— একমাত্র ভগবানকে; সমস্ত ভিক্ষুই হ্রদের ন্যায় বিপ্রসন্ন ইন্দ্রিয়, মুখমণ্ডল প্রফুল্লতা ব্যঞ্জক— যেন স্মিত হাস্য করিতেছেন, অথচ সকলই গম্ভীর।

রাজা ভিক্ষুসঙ্ঘকে পুনঃ পুনঃ অবলোকন করিয়া অত্যধিক আনন্দ অনুভব করিলেন। তখন তিনি পুত্র উদয়িভদ্রকে স্মরণ করিলেন। যে কেহ কোন

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

দুর্লভ বস্তু লাভ করুক, অথবা আশ্চর্য্য কিছু দর্শন করুক, যে অধিকতর প্রিয়, তখন তাহাকেই স্মরণ করা জগতের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। রাজা অজাতশত্রু এই উপশান্ত ও সাম্য প্রকৃতির ভিক্ষুসঙ্ঘকে অবলোকন করিয়া প্রীতি পূর্ণ হৃদয়ে পুত্রকে স্মরণ করিয়া চিন্তা করিলেন—"বর্ত্তমান উপশান্ত ভিক্ষুসঙ্ঘের ন্যায় কুমার উদয়িভদ্রও উপশান্ত হউক।"

রাজাকে নীরব দেখিয়া ভগবান চিন্তা করিলেন—"রাজা এখানে আসিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া আছেন, কি চিন্তা করিতেছেন দেখি।" তিনি দিব্যজ্ঞানে তাঁহার চিত্তভাব জ্ঞাত হইয়া চিন্তা করিলেন—"এই রাজা আমার সহিত আলাপ করিতে অসমর্থ হইয়া ভিক্ষুসংঘকে অবলোকন করিয়া পুত্রকে স্মরণ করিতেছেন। আমি আলাপ না করিলে ইনি কোন কথাই বলিতে পারিবেন না। আমি তাঁহার সহিত প্রথমে আলাপ করিব।" এই মনে করিয়া ভগবান কহিলেন—"মহারাজ, এখন পুত্র-চিন্তা ত্যাগ করুন। জলের গতি যেমন নিম্ন দিকে সেইরূপ আপনার চিত্তও ভিক্ষুসংঘ দর্শনে আপনার অতি প্রিয় পুত্রের চিন্তায়

নিমগ্ন হইয়াছে।”

ভগবানের কথা শুনিয়া রাজার সর্ব্বশরীর প্রীতিরসে পূর্ণ হইল। তিনি চিন্তা করিলেন—“অহো, বুদ্ধের গুণ আশ্চর্য্য! আমার ন্যায় অপরাধী আর নাই। আমিই ভগবানের অগ্রসেবককে হত্যা করিয়াছি। ভগবানকে হত্যা করিবার জন্য কতবার দেবদত্তকে সাহায্য করিয়াছি। তথাপি ভগবান কি উদার ভাবে, মৈত্রীপূর্ণ চিত্তে, প্রসন্নতার সহিত আমার সঙ্গে প্রথমেই আলাপ করিলেন। অহো, এমন ভগবানকে ত্যাগ করিয়া আমি অন্যত্র ধর্ম্ম-গুরুর সন্ধানে বিচরণ করিতেছি! পূর্ণচন্দ্রের বিদ্যমানে খদ্যোতের অন্বেষণ করিয়াছি। এই ভগবান বিদ্যমান থাকিতে আর অন্য কাহারও অন্বেষণ করিব না।” এই চিন্তা করিয়া রাজা পরম সন্তোষের সহিত কহিলেন—“ভন্তে, কুমার উদয়িভদ্র আমার অতি প্রিয়। এই উপশান্ত ভিক্ষুসঙ্ঘের ন্যায় কুমার উদয়িভদ্রও উপশান্ত হউক।”

তখন রাজ-পরিষদের মধ্যে কেহ কেহ চিন্তা করিলেন—“অহো, পিতৃঘাতী রাজা অজাতশত্রু ভয় পাইতেছেন। কুমার উদয়িভদ্রের প্রতি সন্দেহ হই-
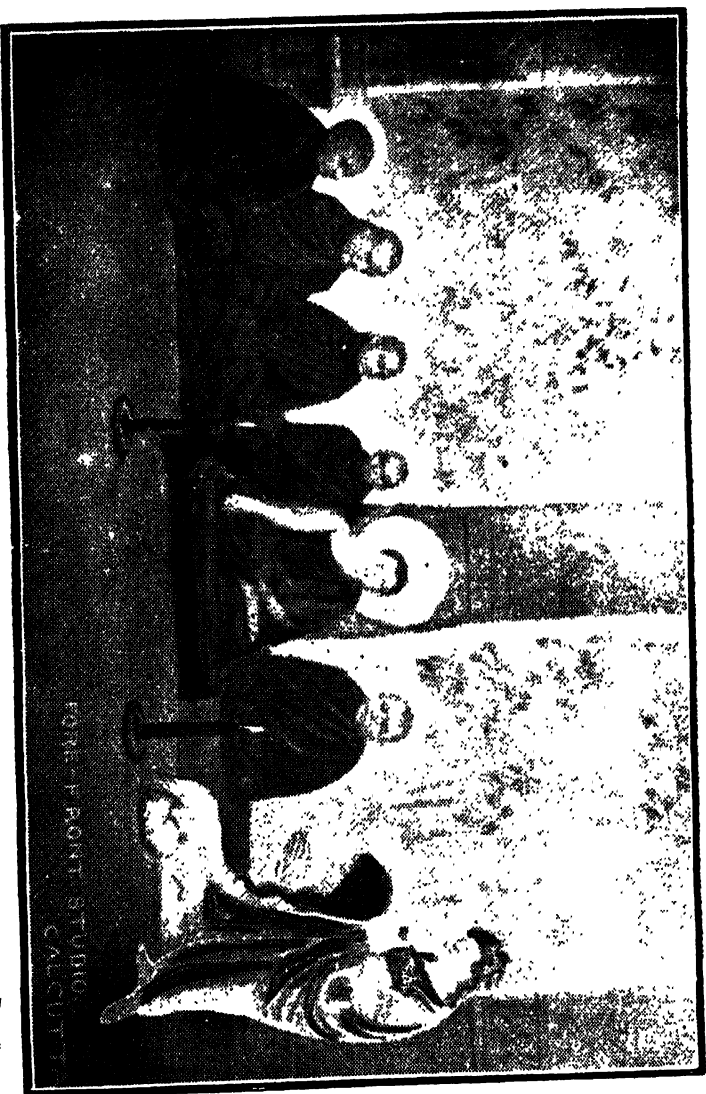
"ভন্তে, কুমার উদয়িভদ্র আমার অতি প্রিয় এই উপশান্ত ভিক্ষু-সঙ্ঘের ন্যায় কুমার উদয়িভদ্রও উপশান্ত হউক।"

তেছে! রাজা হয়তঃ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন—'উদয়িভদ্র যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিবে—"আমার পিতামহ কোথায়?" যখন সে শুনিতে পাইবে—"তোমার পিতা তাঁহাকে হত্যা করিয়া রাজা হইয়াছেন।" তখন হয়তঃ সেও চিন্তা করিবে—"আমিও আমার পিতাকে হত্যা করিয়া রাজ্য অধিকার করিব।" পুত্রের প্রতি এইরূপ সন্দেহ উৎপাদন করিয়া তিনি ইচ্ছা করিতেছেন—"এই উপশান্ত ভিক্ষুদের ন্যায় আমার পুত্র উদয়িভদ্রও উপাশান্ত হউক, তাহা হইলে আমাকে হত্যা করিবার তাহার সেইরূপ পাপ-চিত্ত উৎপন্ন হইবে না।" অহো, পাপীদের চিত্ত সর্ব্বদাই আতঙ্কিত। ঈদৃশ সর্ব্বতাপহারী ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়াও পাপকথা স্মরণ করিয়া রাজার চিত্ত আতঙ্কিত হইতেছে।"

(৫)

তখনই মহারাজ অজাতশত্রু ভগবানকে অভিবাদন করিলেন, এবং ভিক্ষুসংঘের প্রতি অঞ্জলিবদ্ধ

প্রণাম করিয়া এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন। রাজা উপবিষ্ট হইয়া ভগবানকে বিনীতস্বরে কহিলেন— "ভন্তে ভগবন্, আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা করিয়াছি। যদি আপনি অবকাশ প্রদান করেন, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করিতে পারি।" ভগবান কহিলেন—"মহারাজ, আপনার যথা অভিরুচি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।"

ভগবানের আদেশ পাইয়া রাজা অজাতশত্রু প্রশ্ন করিলেন,— "ভন্তে, জগতে স্বর্ণকার, কর্ম্মকার ও সূত্রধর প্রভৃতি বহুবিধ শিল্পী বর্ত্তমান আছে। তাহারা শিল্পের দ্বারা রাজকুলাদি হইতে টাকা-পয়সাদি বহু সম্পত্তি লাভ করে। তাহারা শিল্পের এই প্রত্যক্ষ ফল লাভ করিয়া জিবীকা নির্ব্বাহ করিতেছে। এবং তদ্দারা নিজকে সুখী ও বলিষ্ঠ করিতেছে। পিতা-মাতা, পুত্র-দার, আত্মীয়-স্বজনকে সুখী করিতেছে। যাহাতে সুখ-সৌভাগ্য ও স্বর্গ লাভ হয়, শ্রমণ-ব্রাহ্মণদিগকে সেইরূপ দান প্রদান করিতেছে। ভন্তে, আপনিও এইরূপ ইহজীবনে শ্রামণ্যের প্রত্যক্ষ ফল দেখাইতে পারিবেন কি?"

তখন ভগবান কহিলেন—"মহারাজ, আপনি এই প্রশ্ন আর কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কি না, তাহা আপনার স্মরণ আছে কি ?"

"হাঁ ভন্তে, আমার খুব স্মরণ আছে—এই প্রশ্ন অন্য শ্রমণ-ব্রাহ্মণকেও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।"

"তাহারা কিরূপ উত্তর দিয়াছিল ? যদি আপনি কষ্ট মনে না করেন, তবে বলিতে পারেন।"

"ভন্তে আমি কোনরূপ কষ্ট বোধ করিতেছি না, যেহেতু আপনার ন্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের সম্মুখে উপবিষ্ট আছি।"

"তাহা হইলে মহারাজ, বলুন।"

(১) তখন রাজা কহিলেন—"ভন্তে, আমি এক সময় পূরণকশ্যপের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম। তাঁহাকে এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তর দিলেন—'মহারাজ, প্রাণীহত্যা, চুরি, মিথ্যা, ব্যভিচার, এমনকি পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে বধ করিয়া সমস্ত মাংস একত্রে পুঞ্জীভূত করিলেও সেই হেতু কোন পাপ স্পর্শ করিবে না। দান, সংযম ও শীল

পালনের দ্বারাও কোন পুণ্য নাই।"

এইরূপে ভন্তে, পূরণকশ্যপ শ্রামণ্যধর্ম্মে প্রত্যক্ষ ফল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া অক্রিয় (কর্ম্ম নিরর্থক) বলিয়া প্রকাশ করিলেন। যেমন ভন্তে, আম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া লাউ সম্বন্ধে বর্ণনা করে, লাউ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া আম সম্বন্ধে বর্ণনা করে, সেইরূপ তিনিও আমাকে অক্রিয়া সম্বন্ধে বর্ণনা করিলেন। তখন আমি চিন্তা করিলাম—"কিরূপে আমার ন্যায় একজন রাজা আমার রাজ্যে অবস্থানকারী শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে নিগ্রহ করিবে। সেই পূরণকশ্যপ যাহা ব্যক্ত করিলেন—তাহা আমি অভিনন্দনও করিলাম না, প্রত্যাখ্যানও করিলাম না। তাঁহার বাক্য আমি গ্রহণ না করিয়া এবং তাঁহার প্রতি ক্রোধও না করিয়া দুঃখিত চিত্তে আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলাম।"

(২) অন্য এক সময় আমি মক্খলী গোশা-লের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম। তাঁহাকে এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিলেন—

"মহারাজ, সংসারে সুখ-দুঃখ লাভের কোন হেতু নাই, আপনা হইতেই সুখ-দুঃখ লাভ হয়, বিশুদ্ধি লাভেরও কোন হেতু নাই, নিজের কাজ করিলেও ফল নাই, পরের কাজ করিলেও ফল নাই, পুরুষকার অথবা অদৃষ্ট বলিয়া কিছুই নাই। বল-বীর্যের দ্বারাও কিছু লাভ হয় না। প্রাণী-জগতে যত সব প্রাণী আছে, পণ্ডিত হউক অথবা মূর্খই হউক সকলেই চৌরাশী লক্ষ কল্প এদিক সেদিক সঞ্চরণ করিয়া আপনা আপনিই মুক্তি লাভ করিবে।" ভন্তে, আমি তাঁহাকে কি জিজ্ঞাসা করিলাম, আর তিনিই বা আমাকে কি উত্তর দিলেন! শ্রামণ্য ফল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম, উত্তর দিলেন— সংসার-শুদ্ধি সম্বন্ধে। তাঁহার কথা শুনিয়া দুঃখিত চিত্তে আসন হইতে উঠিয়া নীরবে প্রস্থান করিলাম।

(৩) অন্য এক সময় অজিত কেশ কম্বলের নিকট উপস্থিত হইলাম। তাঁহাকেও এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিলেন—"মহারাজ, দানের কোন ফল নাই, যজ্ঞের কোন ফল নাই, সৎকার-সম্মানের কোন ফল নাই, সুকৃত ও দুষ্কৃত কর্মের ফল বা বিপাক কিছুই নাই, ইহলোকও নাই, পরলোকও

নাই, মাতা বলিয়াও কেহ নাই, পিতা বলিয়াও কেহ নাই, দেব-ব্রহ্মা বা ভূত-প্রেত বলিয়াও কিছু নাই, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ বলিয়াও সেইরূপ কেহ নাই। জগতের এইসব প্রাণী চতুর্ম্মহাভূতিক। মৃত্যুর পর পৃথিবী ধাতু পৃথিবীর সঙ্গে, জল জলের সঙ্গে, তেজ তেজের সঙ্গে, বায়ু বায়ুর সঙ্গে মিশিয়া যায়। দানের ফল যাহারা আছে বলিয়া বলে, তাহা তুচ্ছ কথা, মিথ্যা কথা। পণ্ডিত, অজ্ঞানী সকলেই মৃত্যুর পর উচ্ছেদ হয়, বিনাশ হয়, পুনর্জ্জন্ম হয় না।” ভন্তে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম— শ্রামণ্য ফল সম্বন্ধে, তিনি উত্তর দিলেন— উচ্ছেদ বাদ সম্বন্ধে। তাঁহার উচ্ছেদ বাক্য শুনিয়া আমি সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না। দুঃখিত মনে নীরবে প্রস্থান করিলাম।

(৪) অন্য এক সময় আমি ককুধো কচ্চায়নের নিকট উপস্থিত হইলাম। তাঁহাকে এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করাতে তিনি উত্তর দিলেন—“মহারাজ, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, সুখ, দুঃখ ও জীবন এই সপ্তকায় কেহ সৃষ্টি করে না। একজন অন্য জনকে সুখ-দুঃখ দিতে পারে না। তীক্ষ্ণ অস্ত্রে শিরচ্ছেদন করিলেও

কোন জীব হত্যা করা হয় না। কেবল সপ্তকায়ের অভ্যন্তরে অস্ত্র প্রবেশ করে মাত্র।" তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম একরূপ, তিনি উত্তর দিলেন অন্যরূপ। তাঁহার কথা শুনিয়া দুঃখিত চিত্তে নীরবে প্রস্থান করিলাম।

(৫) এক সময় নিগ্রন্থ নাথ পুত্রের নিকট উপস্থিত হইলাম। তাঁহাকেও এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করাতে তিনি উত্তর দিলেন—"মহারাজ, নিগ্রন্থ চারিযাম সংবরণ সংযুক্ত হইয়া অবস্থান করে। প্রাণীহত্যা হইবে এই ভয়ে শীতল জল স্পর্শ করে না; সকল প্রকার পাপ নিবারণে নিযুক্ত, চিত্ত শেষ প্রান্তে উপনীত, চিত্ত সংযত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—শ্রামণ্য ফল সম্বন্ধে, তিনি প্রকাশ করিলেন—চারিযাম সম্বন্ধে। আমি দুঃখিত চিত্তে নীরবে প্রস্থান করিলাম।

(৬) এক সময় আমি সঞ্জয় বেলট্ঠি পুত্রের নিকট উপস্থিত হইলাম। তাঁহাকে এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি উত্তর দিলেন—"মহারাজ, পরলোক আছে, পরলোক নাই, পরলোক আছেও—

নাইও ; ঔপপাতিক সত্ত্বা আছে, ঔপপাতিক সত্ত্বা নাই, ঔপপাতিক সত্ত্বা আছেও— নাইও ; সুকৃত-দুষ্কৃত কর্ম্মের ফল আছে, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্ম্মের ফল নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্ম্মের ফল আছেও— নাইও ; প্রাণী মৃত্যুর পর উৎপন্ন হয়, প্রাণী মৃত্যুর পর উৎপন্ন হয় না ; প্রাণী মৃত্যুর পর উৎপন্ন হয়ও— নাও হয় ।”

এইরূপে ভন্তে, তাঁহাকে শ্রামণ্য ধর্ম্মে প্রত্যক্ষ ফল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি বিক্ষিপ্ত ভাবে উত্তর প্রদান করিলেন । যেমন ভন্তে, আম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে লাবু সম্বন্ধে বর্ণনা করে, লাবু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে আম সম্বন্ধে বর্ণনা করে, তিনিও সেইরূপ ভাবে বর্ণনা করিলেন । তাঁহার উত্তর শুনিয়া দুঃখিত চিত্তে নীরবে আসন হইতে উত্থিত হইয়া প্রস্থান করিলাম । যেমন ভন্তে, বালুকা নিষ্পেষণ করিয়া তৈল লাভ করা যায় না, সেই-রূপ তীর্থিয় বাক্যে সার লাভ করিতে না পারিয়া আপনাকে সেই বহুবিধ শিল্পায়তন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছি ।”

তখন ভগবান কহিলেন—“তাহা হইলে

মহারাজ, আপনি মনে করুন, আপনার কার্য্য সম্পাদক, অতি বিনীত, প্রিয়ভাষী, মনোজ্ঞ আচরণকারী, পূর্ব্বে উত্থানকারী, পরে শয়নকারী, এবং আদেশ পাইবার জন্য আপনার মুখাপেক্ষী জনৈক দাস আছে। সে যদি এক সময় এরূপ চিন্তা করে—'অহো, পুণ্যের কি বিচিত্র গতি! পুণ্যের কি মধুময় ফল! এই মহারাজ অজাতশত্রু যেমন মানুষ, আমিও মানুষ; রাজা দেবসদৃশ ভোগ-বিলাস-সুখৈশ্বর্য্য উপভোগ করিতেছেন, আর আমি তাঁহার দাস; আমিও যদি পুণ্যসঞ্চয় করি, আমিও কি সুখী হইতে পারি না? আমি শ্রেষ্ঠ প্রব্রজ্যা-ধর্ম্ম গ্রহণ করিব। ইহাই পুণ্য উপার্জ্জনের এক মাত্র উপায়।" এই মনে করিয়া যদি সে কেশ-শ্মশ্রু ছেদন ও কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া প্রব্রজ্যা ধর্ম্ম গ্রহণ করে এবং কায়, বাক্য ও মনে সংযত হইয়া বিচরণ করে, বিবেকি হইয়া অবস্থান করে, তখন কেহ যদি আপনাকে বলে—"দেব, পূর্ব্বে যে আপনার বিনীত দাস ছিল, সে এখন প্রব্রজ্যা লাভ করিয়া সংযত

হইয়া অবস্থান করিতেছে।" তখন কি আপনি যাইয়া তাহাকে বলিলেন— "ওহে, এস, পূর্ব্বের ন্যায় আমার দাস হইয়া অবস্থান কর।"

"কখনই না ভন্তে, বরং আমিও তাহাকে অভিবাদন করিব, সম্মান করিব, আহার, চীবর (কাষায়বস্ত্র), ঔষধ ও শয়নাসনের জন্য নিমন্ত্রণ করিব এবং ধর্ম্মমতে উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিব।"

"মহারাজ, তবে আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন, তাহা শ্রামণ্যের প্রত্যক্ষ ফল হয় কি না?"

"নিশ্চয়ই ভন্তে, এইরূপ হইলে তাহা নিশ্চয়ই শ্রামণ্যের প্রত্যক্ষ ফল।"

"ইহা আপনাকে প্রথম শ্রামণ্যের প্রত্যক্ষ ফল সম্বন্ধে দেখাইলাম।"

(২) "ভন্তে, আর একটি এইরূপ শ্রামণ্য ধর্ম্মে প্রত্যক্ষ ফল দেখাইতে পারিবেন কি?"

"হাঁ মহারাজ, পারিব। তাহা হইলে এই স্থলে আপনাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব। আপনি যেইরূপ উপলব্ধি করেন, সেইরূপ উত্তর

দিবেন। আপনি মনে করুন— এখানে আপনার কৃষক, গৃহপতি, লাভালাভের হিসাব রক্ষক কার্য্য কারকেরা আছে, তাহাদের মধ্যে যদি কেহ পুণ্যকামী হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে, সংযমী হয়, স্বল্পাহারেও সন্তুষ্ট থাকিয়া প্রব্রজ্যা ধর্ম্মে অভিরমিত হয় এবং বিবেকপ্রিয় হয়, আপনি কি তাহাকে এইরূপ বলিবেন—"ওহে এস, পুনরায় আমার কার্য্য সম্পাদনে ব্রতী হও।"

"কখনই না ভন্তে, অপিচ আমি তাহাকে বন্দনা করিব..............ধর্ম্মমতে উপযুক্ত রক্ষণা-বেক্ষণের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিব।"

"তাহা যদি হয়, তবে ইহা শ্রামণ্য ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ ফল হয় কি না?" "নিশ্চয়ই ভন্তে, ইহা শ্রামণ্য ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ ফল।" "ইহা আপনাকে দ্বিতীয় প্রত্যক্ষ ফল দেখাইলাম।"

(৩) "ভন্তে, আরও একটি শ্রামণ্য ধর্ম্মে প্রত্যক্ষ ফল দেখাইতে পারিবেন কি? যাহা ইহা হইতেও উত্তমতর।" "হাঁ মহারাজ, পারিব। তাহা হইলে আপনি মনযোগের সহিত শ্রবণ করিবেন।"

অজাতশত্রু ভগবানের বাক্যে মনযোগ প্রদান করিলে ভগবান বলিতে আরম্ভ করিলেন—"মহা-রাজ, সংসারে তথাগত ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধ উৎপন্ন হন। তিনি দিব্যজ্ঞানে মনুষ্যলোক, দেবলোক ও ব্রহ্মলোক সম্বন্ধে বলিতে পারেন। দেব-ব্রহ্মাদি সকল প্রাণীর চিত্তের অবস্থা অবগত হন। তিনি যেই সমস্ত ধর্ম্ম দেশনা করেন, তাহা ইহলোকের কল্যাণ, পরলোকের কল্যাণ এবং অন্তিম নির্ব্বাণ লাভেরও কল্যাণ সাধন করে। তথাগত অনর্থক কথা কিছুই বলেন না। সমস্ত অর্থযুক্ত কথাই ভাষণ করেন। সর্ব্ববিধ পরিপূর্ণ-পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধেই প্রকাশ করেন।

মনুষ্যেরা সেই ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া তথাগতের প্রতি শ্রদ্ধা সম্পন্ন হয়। কেহ কেহ চিন্তা করে—"গৃহ-বাস অতীব জঞ্জাল পূর্ণ, তাই একান্ত পরিপূর্ণ-পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করা অসম্ভব। প্রব্রজ্যা— ব্রহ্মচর্য্য পালনের প্রশস্ত পথ। তদ্ধেতু আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।" এই মনে করিয়া সে ভোগ-সম্পত্তি ও জ্ঞাতিবর্গ ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়।

প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া সে বিশুদ্ধভাবে শীল পালন করে, সংযমী হয়, বিন্দুমাত্র দোষের প্রতিও ভয়দর্শী হয়, পরিশুদ্ধভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে এবং ভোজনে মাত্রজ্ঞ হয়। শুনুন মহারাজ, কি প্রকারে ভিক্ষু শীলবান হয় :—

(ক) যেই ভিক্ষু প্রাণীহত্যা করে না, প্রাণীকে দুঃখ প্রদান করিবার ইচ্ছায় দণ্ড ও অস্ত্র গ্রহণ করে না, প্রাণীকে "দুঃখ প্রদান করা" এই পাপের প্রতি লজ্জা উৎপাদন করে, প্রাণী সমূহের প্রতি দয়া পরবশ হয়, সকল প্রাণীর হিতকামী হইয়া বিহরণ করে ; সেই ভিক্ষু শীলবান হয়।

(খ) চুরি না করিয়া পবিত্রভাবে অবস্থান করিলে ভিক্ষু শীলবান হয়।

(গ) অব্রহ্মচারী না হইলে, মৈথুন সেবন না করিলে, ভিক্ষু শীলবান হয়।

(ঘ) যে ভিক্ষু মিথ্যা বলে না, সত্যবাদী হয়, পিশুন বাক্য বলে না, এক স্থানে পরস্পরের চিত্তভেদ জনক কথা শুনিয়া অন্য স্থানে তাহা বলে না, পরস্পরের ভেদচিত্ত দেখিলে মীমাংসা করিয়া দেয়,

পরস্পর মিলিয়া-মিশিয়া আনন্দ ও প্রীতির সহিত যাহাতে অবস্থান করা যায়, সেইরূপ বাক্য ভাষণ করে। পরুষবাক্য পরিত্যাগ করিয়া যেই বাক্য মধুর, শ্রুতি সুখকর, হৃদয়গ্রাহী, বহুজনের কমনীয় ও মনোজ্ঞ হয়, সেইরূপ বাক্য ভাষণ করে। প্রলাপ বকার ন্যায় অনর্থক কথা বলে না। সময় বুঝিয়া উপযুক্ত কথা বলে, সত্যবাদী, অর্থবাদী, ধর্ম্মবাদী, বিনয়বাদী এবং অন্তরে নিধান করিয়া রাখিবার মত উপযুক্ত কথা বলে, সেই ভিক্ষু শীলবান হয়;

(৬) যেই ভিক্ষু বিকাল ভোজী না হয়; নৃত্য, গীত, বাদ্য ও প্রমাদ স্থান হইতে প্রতিবিরত হয়; মালা, গন্ধ, বিলেপন, ধারণ, মণ্ডণ ও বিভূষণ যোগ্য বস্তু হইতে প্রতিবিরত হয়; উচ্চশয়ন ও মহা শয়ন হইতে প্রতিবিরত হয়; সর্ব্ব প্রকার ক্রীড়া-কৌতুক হইতে প্রতিবিরত হয়; সোণা-রূপা, টাকা-পয়সা গ্রহণ না করে; আম (কাঁচা) ধান্য, কাঁচা মাংস, স্ত্রী, কুমারী, দাস-দাসী, ছাগল, মেষ, কুক্কুট, শূকর, হস্তী, অশ্ব ও গরু ইত্যাদি প্রাণী গ্রহণ হইতে প্রতিবিরত হয়। ক্রয়-বিক্রয় হইতে প্রতিবিরত

হয়। মাপ ও বণ্টন করিবার সময় বঞ্চনা না করে। ছেদন, বন্ধন, লুণ্ঠন ইত্যাদি অনাচার হইতে বিরত হয় সেই ভিক্ষু শীলবান হয়। ....

....

শ্রদ্ধাসম্পন্ন ভিক্ষু "প্রাতিমোক্ষ" সম্বরণ শীল, ইন্দ্রিয় সংবরণ শীল, স্মৃতি সম্প্রযুক্ত জ্ঞান ও সন্তুষ্টি সম্পন্ন হইয়া অরণ্য, বৃক্ষমূল, পর্ব্বত, কন্দর, গিরিগুহা ও শ্মশান ইত্যাদি বিবেক-স্থান অবলম্বন করিয়া ধ্যান-পরায়ণ হয়, সেই ধ্যানী ভিক্ষু (১) অভিধ্যা (পরশ্রী-কাতরতা), (২) ব্যাপাদ (হিংসা), (৩) থিন-মিদ্ধা (আলস্য), (৪) উদ্ধত, কুকৃত্য (কৃত দুশ্চরিত-সুচরিতের জন্য অনুশোচনা), (৫) সন্দিগ্ধ চিত্তকে পরিশুদ্ধ করে। এই পঞ্চ নীবরণ ত্যাগ করিয়া প্রমোদিত হয়, প্রমোদিত হইলে প্রীতিভাব উৎপন্ন হয়। প্রীতি হেতু কায়ে প্রশান্তি, কায়ে প্রশান্তি হেতু সুখ অনুভব করে; সুখিত চিত্ত সমাধিস্থ হয়। সেই ভিক্ষু পঞ্চ কাম-গুণ ও অকুশল ধর্ম্ম হইতে পৃথক হইয়া সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ প্রীতি-সুখ সংযুক্ত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া বিহরণ করে। মহারাজ, শ্রামণ্য

ধর্ম্মে এই প্রত্যক্ষ ফল পূর্ব্বের প্রত্যক্ষ ফল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।

(৪) মহারাজ, পুনরায় সেই ভিক্ষু বিতর্ক-বিচারের উপশম করিয়া অবিতর্ক, অবিচার, সমাধিজ প্রীতি-সুখ সংযুক্ত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া বিহরণ করে। মহারাজ, শ্রামণ্য ধর্ম্মে এই প্রত্যক্ষ ফল পূর্ব্বের প্রত্যক্ষ ফল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।

(৫) মহারাজ, পুনরায় সেই ভিক্ষু প্রীতির প্রতি বিরাগ হইয়া উপেক্ষার সহিত অবস্থান করে; সর্ব্বশরীর প্রীতিহীন সুখের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়। উপেক্ষা স্মৃতি যুক্ত সুখবিহারী হইয়া তৃতীয় ধ্যান লাভ করে। মহারাজ এই প্রত্যক্ষ ফল পূর্ব্বের প্রত্যক্ষ ফল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।

(৬) মহারাজ, পুনরায় সেই ভিক্ষু সুখ-দুঃখের প্রহীণতায় সৌমনস্য ও দৌর্মনস্যের অবসানে দুঃখহীন, সুখহীন, উপেক্ষা স্মৃতি-পরিশুদ্ধি চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া বিহরণ করে। মহারাজ, এই প্রত্যক্ষ ফল পূর্ব্বের প্রত্যক্ষ ফল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ-তর।

(৭) মহারাজ, এই চতুর্থ-ধ্যান-লাভী বিদর্শক ভিক্ষুর চিত্ত পরিশুদ্ধ ও উপক্লেশ বিগত। তদ্ধেতু তিনি চিত্তের মৃদুভাব, কর্ম্মনীয়তা ও অকম্পিত ভাব প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্ব প্রকার তরুণ বিদর্শন জ্ঞান-দর্শন উৎপাদন পূর্ব্বক চিত্তকে আয়ত্তাধীন করে। সেই ধ্যান-লাভী ভিক্ষু বিশেষ ভাবে জ্ঞাত হয় যে—"আমার এই রূপকায় চতুর্ম্মহাভূতিক, মাতা-পিতার দ্বারা উৎপন্ন, আহারে সম্বর্দ্ধিত, অনিত্য ও ধ্বংস পরায়ণ। আমার এই বিজ্ঞান—এই শরীরে ব্যাপ্ত ও প্রতিবদ্ধ।" মহারাজ, এই প্রত্যক্ষ ফল পূর্ব্বের প্রত্যক্ষ ফল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।

(৮) সেই ধ্যানী ভিক্ষু মনোময় ঋদ্ধির দ্বারা ইচ্ছামত বহুবিধ কায় নির্ম্মাণ করিতে পারে। ইহাও মহারাজ, পূর্ব্বের প্রত্যক্ষ ফল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।

(৯) সেই ধ্যানী ভিক্ষু ঋদ্ধিবিধ জ্ঞানদ্বারা বহুবিধ ঋদ্ধি নির্ম্মাণ করিতে পারে। ইচ্ছা করিলে একজনও বহুজন হইতে পরে, বহুজন হইয়াও একজন হইতে পারে। অন্তর্দ্ধান করিতে পারে,

দেওয়াল ও পর্ব্বতাদি অভেদ্য ভাবে যাইতে পারে, জলের ন্যায় পৃথিবীতে নিমগ্ন হইতে পারে, জলের উপর চঙ্ক্রমণ (পায়চারি) করিতে পারে। পক্ষীর ন্যায় আকাশে উড়িয়া যাইতে পারে। চন্দ্র-সূর্য্যকেও হস্তদ্বারা স্পর্শ করিতে পারে। দেবলোক-ব্রহ্মলোক পরিভ্রমণ করিতে পারে। মহারাজ, পূর্ব্বের প্রত্যক্ষ ফল অপেক্ষা এই প্রত্যক্ষ ফল শ্রেষ্ঠতর।

(১০) মহারাজ, সেই ধ্যানী ভিক্ষু দিব্য শ্রোত্রধাতু দ্বারা মনুষ্য শক্তিকে অতিক্রম করিয়া দূরে অথবা নিকটে দেবমনুষ্যের কথা শ্রবণ করে। মহারাজ, এই প্রত্যক্ষ ফল পূর্ব্বের প্রত্যক্ষ ফল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।

(১১) মহারাজ, সেই ধ্যানী ভিক্ষু পরচিত্ত বিজানন জ্ঞান দ্বারা মনুষ্য-দেবতা-ব্রহ্মাদি যে কোন প্রাণীর চিত্তভাব জ্ঞাত হয়। মহারাজ, এই প্রত্যক্ষ ফল পূর্ব্বের প্রত্যক্ষ ফল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।

(১২) সেই ভিক্ষু পূর্ব্ব-নিবাসানুস্মৃতি জ্ঞান দ্বারা লক্ষ-কোটি জন্ম হইতে বহু কল্প-কল্পান্তরের জন্ম সম্বন্ধে স্মরণ করিতে পারে—"আমি অমুক

জন্মে অমুক স্থানে উৎপন্ন হইয়াছিলাম ; তখন আমার এই নাম ছিল, এই গোত্র ছিল, এইরূপ আহার করিতাম, এইরূপ সুখ-দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম, এত আয়ু ছিল, সেখান হইতে চ্যুত হইয়া অমুক স্থানে উৎপন্ন হইয়াছিলাম।" এইরূপ বহুবিধ পূর্ব্ব নিবাস সম্বন্ধে স্মরণ করিতে পারে। মহারাজ, পূর্ব্ব প্রত্যক্ষ ফল অপেক্ষা এই প্রত্যক্ষ ফল শ্রেষ্ঠতর।

(১৩) সেই ধ্যানী ভিক্ষু চ্যুতি-উৎপত্তি-জ্ঞান দ্বারা মৃত্যুর পর কোন্ কর্ম্মের দ্বারা কে কোথায় উৎপন্ন হইতেছে, তাহা জানিতে পারে। মহারাজ, এই প্রত্যক্ষ ফল, পূর্ব্ব প্রত্যক্ষ ফল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।

(১৪) মহারাজ, সেই ধ্যানী ভিক্ষু সমাহিত, পরিশুদ্ধ, উপক্লেশ বিগত, মৃদু, কর্ম্মণীয় ও স্বীয়বশে স্থিত চিত্তের অকম্পিত ভাব প্রাপ্ত হইয়া, যাহা দ্বারা সংসারে উৎপন্ন হইতে হয়, সেই আসব সমূহের ক্ষয়-জ্ঞান-চিত্ত উৎপাদন করে। সেই ভিক্ষু "ইহা দুঃখ, ইহা দুঃখ সমুদয়, ইহা দুঃখ নিরোধ, ইহা দুঃখ নিরোধের

উপায়” বলিয়া বিশেষ ভাবে জ্ঞাত হয়। “ইহা আসব (যাহা দ্বারা সংসারে পুনরায় আসিতে হয়), ইহা আসব সমুদয় (উৎপত্তির কারণ), ইহা আসব নিরোধ, ইহা আসব নিরোধের উপায়” বলিয়া বিশেষ ভাবে জ্ঞাত হয়। তাহার এইরূপ দেখার দ্বারা, জানার দ্বারা কামাসব, ভবাসব, অবিদ্যাসব হইতে চিত্ত বিমুক্ত হয়। যাহা হইতে বিমুক্ত, তাহা হইতে বিমুক্ত হইলাম বলিয়া জ্ঞান হয়। তাহার জন্ম ক্ষীণ, ব্রহ্মচর্য্য পরিপূর্ণ, করণীয় কৃত, এবং পুনরায় ভবে উৎপন্ন হইতে হইবে না, তাহা বিশেষ ভাবে জ্ঞাত হয়। মহারাজ, এই প্রত্যক্ষ শ্রামণ্য ফল পূর্ব্বের প্রত্যক্ষ ফল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। এই প্রত্যক্ষ শ্রামণ্য ফল হইতে জগতে অন্য কোন শ্রেষ্ঠতর শ্রামণ্য ফল আর নাই।

(শ্রামণ্য ফল সূত্রের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সমাপ্ত)

(৬)

ভগবান সুদীর্ঘ উপমাযুক্ত চতুর্দ্দশ প্রকারের প্রত্যক্ষ শ্রামণ্য ফল সম্বন্ধে দেশনা করিলেন। নির্ব্বাণের মার্গ পর্য্যন্ত দেখাইয়া দেশনা সমাপ্ত করিলেন। মহারাজ অজাতশত্রু ভগবানের শ্রীমুখ পঙ্কজ নিঃসৃত সুদীর্ঘ শ্রামণ্য ফল সূত্র শ্রবণ করিয়া অত্যধিক আনন্দিত হইলেন। তিনি প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে প্রশংসা করিতে করিতে কহিলেন—"অতি উত্তম ভন্তে, অতি উত্তম ভন্তে; যেমন ভন্তে, অধোমুখ পাত্র উর্দ্ধমুখ করে, প্রতিচ্ছন্নকে বিবৃত করে, মার্গভ্রষ্টকে মার্গ প্রদর্শন করায়, চক্ষুষ্মানের রূপ দর্শনের জন্য অন্ধকারে তৈল-প্রদীপ ধারণ করে, আপনিও তদ্রূপ বিবিধ উপমা-যুক্তি সম্বলিত ধর্ম্ম প্রকাশ করিলেন। আমি ভগবানের শরণাপন্ন হইতেছি, ধর্ম্মের শরণাপন্ন হইতেছি এবং সংঘের শরণাপন্ন হইতেছি। অদ্য হইতে আমার জীবনের

অন্তিম সীমা পর্য্যন্ত আপনার শরণাগত উপাসক বলিয়াই আমাকে ধারণা করুন। ভন্তে, অপরাধ আমাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে আমার মূর্খতা হেতু মোহবশে ঐশ্বর্য্য-লোভে আমার ধার্ম্মিক ধর্ম্মরাজ পিতাকে হত্যা করিয়াছি। তাই ভন্তে, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। ভবিষ্যতে আর ঈদৃশ গুরুতর কর্ম্ম করিব না।"

তখন ভগবান কহিলেন—"মহারাজ, তথাগত কাহারও প্রতি চিত্ত দূষিত করেন না। কেহ আমার প্রতি শত্রুতা পোষণ করিলে, আমি তাহাকে মৈত্রী চিত্তে দর্শন করি। আমার পক্ষে অঙ্গুলিমালা, দেবদত্ত, নালাগিরি হস্তী ও আপনি যেমন, আমার হৃদয়ের রাহুলও তেমন। আমার চক্ষে সকলেই সমান। অজ্ঞান বশতঃ আপনার ধার্ম্মিক পিতাকে হত্যা করিয়া আপনি অপরাধী হইয়াছেন। যেহেতু মহারাজ, আপনি অপরাধ করিয়া ধর্ম্মানুরূপ ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন, তাই আপনার অপরাধ আমরা ক্ষমা করিতেছি। মহারাজ, যেই ব্যক্তি অপরাধকে অপরাধ মনে করিয়া ভবিষ্যৎ সংযমের জন্য ধর্ম্মানুসারে

প্রতিকার করে, তাহা তাহার শ্রীবৃদ্ধির লক্ষণ বলিয়া আর্য্যের বিনয়ে উক্ত হইয়াছে।"

ভগবানের কথা সমাপ্ত হইলে রাজা কহিলেন—"ভন্তে, এখন আমাদের যাইতে হইবে। আমাদের বহুকার্য্য, বহু করণীয়।" ভগবান কহিলেন—"মহারাজ, যদি আপনার সময় হইয়া থাকে, তবে যাইতে পারেন।" অতঃপর সম্রাট অজাতশত্রু ভগবানের বাক্য অভিনন্দনের সহিত অনুমোদন করিলেন এবং ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

(৭)

অজাতশত্রুর গমনের অল্পক্ষণ পরে ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন—"হে ভিক্ষুগণ, এই রাজা অজাতশত্রু ক্ষত হইয়াছেন, উপহত হইয়াছেন। যদি রাজা স্বীয় ধার্ম্মিক ধর্ম্মরাজ পিতাকে হত্যা না করিতেন, তাহা হইলে এই আসনেই বিরজ, বীতমল, ধর্ম্মচক্ষু উৎপন্ন হইত। তিনি স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিতেন। পাপ-মিত্রের সংসর্গে পড়িয়া মার্গফল লাভের পথে অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে।

তথাপি যেহেতু তিনি তথাগতের নিকট উপস্থিত হইয়া রত্নত্রয়ের শরণাগত হইয়াছেন, তদ্ধেতু আমার শাসনের মহত্বতা হেতু যেমন একজন অপরকে হত্যা করিয়া একমুষ্টি পুষ্প প্রদান দ্বারা সেই হত্যা অপরাধ হইতে মুক্তি লাভ করে, সেইরূপ রাজা অজাতশত্রু অবীচি নরকে উৎপন্ন না হইয়া লৌহকুম্ভী নরকেই উৎপন্ন হইবেন। হাঁড়িতে জল সিদ্ধ হওয়ার ন্যায় সেই সুবৃহৎ লৌহকুম্ভীতে ভীষণতর উত্তপ্ত তরল লৌহ রাত্রদিন অবিরাম গতিতে সিদ্ধ হইতে থাকে। রাজা সেই লৌহকুম্ভীতে ষাটি হাজার বৎসর পক্ক হইবেন। সেই লৌহকুম্ভীর উপরিতম প্রদেশ হইতে সুগভীর নিম্নতম প্রদেশ সম্প্রাপ্ত হইতে ত্রিশ হাজার বৎসরের প্রয়োজন এবং নিম্নতম প্রদেশ হইতে উপরিতম প্রদেশ সম্প্রাপ্ত হইতে ত্রিশ হাজার বৎসরের প্রয়োজন। অজাতশত্রু একবার উপর হইতে নীচে যাইয়া, আবার নীচ হইতে উপরে উঠিয়া মুক্তি লাভ করিবেন। অনন্তর ভবিষ্যতে তিনি "বিদিতবিশেষ" নামক প্রত্যেকবুদ্ধ হইয়া পরিনির্ব্বাণ লাভ করিবেন।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

সদ্ধর্ম্মে আত্মনিয়োগ

(১)

অহো, ত্রিরত্নের কি মহিমা! কি অপূর্ব্ব শক্তি! সম্বুদ্ধের শ্রীমুখ পঙ্কজ-নিঃসৃত সদ্ধর্ম্ম বাণীরই বা কি প্রভাব! যে বাণীর প্রতিশব্দ, প্রতিবাক্য নির্ব্বাণ পীযূষ ধারা সিঞ্চন করে, তাহা যে কত মহৎ, কত মহার্ঘ, কবির কল্পনায় আসিবে কেন? বুদ্ধের অমূল্য বাণী অজাতশত্রুর শান্তি আনিয়া দিল। হাহাকার ঘুচিয়া গেল। উপদ্রব উপশান্ত হইল। ভয়— বিভীষিকা— উৎকণ্ঠা সবই অন্তর্হিত হইল। প্রীতি-প্রফুল্লতা সঞ্জীবিত হইল। শরীরে বল, মনে স্ফূর্ত্তি, হৃদয়ে আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার সর্ব্বদিক যেন আনন্দময়, উত্তমরূপে আহারও করিতে পারেন, সুনিদ্রাও হয়। দিন গুলি বেশ

সুখেই অতিবাহিত হইতে লাগিল।

ত্রিরত্নের শরণাপন্ন হইয়া এত সহসা এইরূপ আশ্চর্য্যরূপে ফল লাভ করাতে তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ত্রিরত্নের প্রতি তাঁহার ভক্তি-শ্রদ্ধা দৈনন্দিন অচলা ভাব প্রাপ্ত হইতে লাগিল। পর পর তিনি এমন তদ্গত প্রাণ হইয়া গেলেন যে, রত্নত্রয়ের জন্য তাঁহার জীবন বিসর্জ্জন দিতেও অকুণ্ঠিত। ভগবানের প্রতি তাঁহার অসাধারণ মমতা, ঐশ্বর্য্য, রাজত্ব, মন, প্রাণ, জীবন সমস্তই বুদ্ধ শাসনের জন্যই উৎসর্গিত হইল। তাঁহার অপরিসীম দান, মহান উদারতা, অটল শ্রদ্ধা দেখিয়া জগদ্বাসী আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তখন সাধারণ ব্যক্তিদের মধ্যে তাঁহার ন্যায় অচলা শ্রদ্ধা সম্পন্ন আর কেহই ছিল না। কিন্তু তাঁহার নিতান্ত দুর্ভাগ্য—তাঁহার রাজত্বের পঞ্চম বৎসরে ভগবান পরিনির্ব্বাণ লাভ করিলেন।

(২)

সেই দিন বৈশাখী পূর্ণিমা। পূর্ণেন্দুর রজত-

ধবল কিরণোদ্ভাসিত হাস্যময়ী রজনী। কুশীনগরের শালবন আজ সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি। শালতরু নিচয় প্রসূন সমাকীর্ণ। কুসুমের সৌরভে শালবন আমোদিত। অহো, কি সুন্দর, কি পবিত্র, সেই চন্দ্রিকোদ্ভাসিত রজনী! সে রজনী জগৎবাসীর চির স্মরণীয়। বলিতে পারি কি, সে রজনী আনন্দময়ী, না শোকময়ী?

ভগবান যুগ্ম শালতরুর মধ্যস্থলে উত্তর শিয়রে সিংহ-শয্যায় শায়িত। এই তাঁহার অন্তিম রজনীর অন্তিম শয্যা। ভূলোকে-দ্যুলোকে কেমন এক নীরব হাহাকারের সৃষ্টি হইল। একে একে দশ সহস্র ব্রহ্মাণ্ডবাসী অগণিত দেব-ব্রহ্মা আসিয়া সমবেত হইল। মল্লদেশবাসী রাজা-প্রজা সকলে শালবনাভিমুখে ধাবিত হইল। সকলেরই অন্তরে কেমন একটা উৎকণ্ঠা, কি একটা মর্ম্মভেদী দুঃখের উচ্ছ্বাস সজাগ হইয়া উঠিয়াছে। ভিক্ষুসংঘ ভগবানকে পরিবেষ্টন করিলেন। সকলে শোকাকুল দৃষ্টিতে ভগবানের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া আছেন। ভগবান ধর্ম্ম দেশনা করিতেছেন, সকলে আগ্রহের সহিত শ্রবণ

করিতেছেন।

এবার সেই প্রত্যূষ কাল সমাগত, যেই প্রত্যূষ সহযোগে বুদ্ধ-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইলেন। শালবন অন্ধকারে পরিণত হইল। দেব-ব্রহ্মা-মনুষ্যগণ হায় হায় করিতে লাগিল। ভিক্ষু গৃহী সকলেই কাঁদিয়া আকুল, অর্হতেরা অনিত্য সংজ্ঞা উৎপাদন করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া রহিলেন। 'উৎপন্ন বস্তুর ধ্বংশ অনিবার্য্য, নির্ব্বাণ লাভই পরম সুখ।' সেই কুশী-নগর, সেই শালবন, চিরতরে জগদ্বাসীর তীর্থক্ষেত্র রূপে পরিণত হইল। ধন্যরে তুই শালবন, তোর বক্ষে আজ জগৎ-পূজ্য বুদ্ধ অন্তিম সময়ে আশ্রয় নিয়া শান্তি-রাজ্যে প্রবেশ করিলেন।

মল্লদেশবাসী অত্যধিক শোকাভিভূত হইলেন। রাজা-প্রজা সকলেই আকুলভাবে মস্তকে করাঘাত করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা মস্তকে করাঘাত করিয়া ক্রন্দন করিয়াছিল বলিয়া অদ্যাবধি সেই কুশীনগরের পরিনির্ব্বাণ স্থান "মাথাকুঁয়ার" নামে অভিহিত হইতেছে।

শোকাতুর মল্লগণ ভগবানের শরীর স্বর্ণ-নৌকায়

রাখিয়া সপ্তাহ কাল ব্যাপী সগৌরবে মহাসমারোহে বিবিধ পূজোপকরণ দ্বারা পূজা করিলেন। তাঁহারা সপ্তম দিবসে বিবিধ সুগন্ধ দ্রব্য, চন্দন ও ঘৃতাদির দ্বারা চিতা প্রস্তুত করিয়া চিতায় অগ্নি সংযোগ করিলেন, কিন্তু চিতা প্রজ্জলিত হইল না। তাঁহারা অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তখন মল্ল-গণ অনুরুদ্ধ স্থবিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভন্তে, চিতা প্রজ্জলিত না হওয়ার কারণ কি ?" তখন অনুরুদ্ধ স্থবির কহিলেন—"মহাকশ্যপ স্থবির আসিয়া ভগবানের পদবন্দনা না করা পর্য্যন্ত চিতা প্রজ্জলিত হইবে না।" "ভন্তে, মহাকশ্যপ স্থবির এখন কোথায় আছেন ?" "তিনি পাবানগর হইতে কুশীনগরের দিকে আসি-তেছেন।" তখন সকলেই মহাকশ্যপের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

মহাকশ্যপ স্থবির পঞ্চশত ভিক্ষুসহ পাবানগর হইতে কুশীনগরাভিমুখে আসিতেছেন। অনেক দূর আসিয়া পথ-শ্রম বিনোদন মানসে এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। এমন সময়ে এক জন নগ্ন সন্ন্যাসীর নিকট শুনিতে পাইলেন—"সপ্তাহ কাল

হইল, ভগবান পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।" এই সংবাদে সাধারণ ভিক্ষুগণ শোকাভিভূত হইলেন। তাঁহারা বাহু প্রসারণ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন; কিন্তু অরহতেরা ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া রহিলেন।

তখন সুভদ্র নামক একজন বৃদ্ধ-বয়সে প্রব্রজ্যালব্ধ ভিক্ষু অন্যান্য ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"হে বন্ধুগণ, তোমরা শোক করিও না, দুঃখ করিও না। আমরা এই মহা শ্রমণের কঠোর শাসন হইতে রক্ষা পাইয়াছি। "ইহা করা কর্ত্তব্য, ইহা অকর্ত্তব্য" এই বলিয়া আমাদিগকে বিরক্ত করিত। এখন আমরা স্বেচ্ছানুযায়ী কাজ করিতে পারিব।"

সুভদ্রের কথা শুনিয়া মহাকশ্যপের ধর্ম্মসংবেগ উৎপন্ন হইল। তিনি ভিক্ষুগণকে সান্ত্বনা দিয়া সকলের সহিত কুশীনগর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা অনুক্রমে ভগবানের চিতার সমীপে উপস্থিত হইলেন। মহাকশ্যপ স্থবির চিতা প্রদক্ষিণ করিয়া ভগবানের পায়ের নিকট করজোড়ে উপবিষ্ট হইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, তখন কাপড়ের আবরণ ভেদ করিয়া ভগবানের পদযুগল বাহির হইয়া আসিল।

নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়া পদতল মহাকশ্যপের ললাট স্পর্শ করিল। সমবেত জনসঙ্ঘ আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তাহারা উচ্চৈঃস্বরে আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরে পদ যুগল আবার যথাস্থানে চলিয়া গেল। তখন জনমণ্ডলী অত্যধিক শোকাভিভূত হইল। তাহারা আকুল ভাবে ক্রন্দন করিয়া উঠিল। সেই সময় দেবগণের প্রভাবে চিতা আপনা হইতে জ্বলিয়া উঠিল।

দাহকার্য্য সুসম্পন্ন হইল। ভগবানের শারীরিক ধাতু মাত্র অবশিষ্ট রহিল। তাহা "খণ্ডধাতু ও অখণ্ড ধাতু" এই দ্বিবিধ আকারে পরিণত হইল। তন্মধ্যে চারিটি দন্ত ধাতু, দুইটি অক্ষধাতু, একটি উর্ণীষ ধাতু; এই সাতটি অখণ্ড ধাতু এবং খণ্ড ধাতুর মধ্যে—ক্ষুদ্র ধাতু সরিষা প্রমাণ— রজতবর্ণ; মধ্যম ধাতু— মধ্যে ভগ্ন তণ্ডুল প্রমাণ— মঞ্জিষ্ঠা বর্ণ; বৃহৎ ধাতু— মধ্যে ভগ্ন মুগ প্রমাণ— স্বর্ণবর্ণ। সমস্ত ধাতু যোড়শ নালী (ষোল সের) ছিল।

মল্লরাজগণ স্বর্ণ-নৌকায় ধাতু রক্ষা করিয়া হস্তী-পৃষ্ঠে স্থাপন করিলেন। তাঁহারা মহাসমারোহে

অতীব শ্রদ্ধার সহিত ধাতু লইয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। মন্ত্রণাগারে সুসজ্জিত মহার্ঘ রত্নময় পর্য্যঙ্কোপরি সধাতু স্বর্ণ-নৌকা সযত্নে রক্ষা করিলেন। বহিঃশত্রু হইতে ধাতু রক্ষার জন্য পর্য্যঙ্কের চতুঃপার্শ্বে অস্ত্রধারী প্রহরী নিয়োজিত করিলেন এবং মন্ত্রণাগারের চতুর্দ্দিকে বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত বহু পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য স্থাপন করিলেন। এইরূপে ধাতু সুরক্ষিত করিয়া তাঁহারা দিবারাত্র বিবিধ উপচারে পূজা ও মহোৎসবে রত হইলেন।

(৩)

ভগবানের পরিনির্ব্বাণ সংবাদ ক্রমশঃ ভারতের নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িল। দেশ-দেশান্তর হইতে শোকাকুল জনস্রোত কুশীনগর অভিমুখে ধাবিত হইল। অনুক্রমে এই সংবাদ মগধরাজ্যে পৌঁছিল। তথায় সর্ব্বপ্রথম অজাতশত্রুর অমাত্যেরা এই সংবাদ জানিতে পারিলেন। তাঁহারা চিন্তা করিলেন—"আমাদের রাজা বুদ্ধের প্রতি অত্যধিক মমতা ও শ্রদ্ধা

সম্পন্ন। তাঁহার ন্যায় বুদ্ধভক্ত উপাসক সাধারণ ব্যক্তির মধ্যে আর কেহই নাই। হঠাৎ যদি রাজা এই সংবাদ শুনিতে পান, তাহা হইলে তাঁহার কি অবস্থা হইবে বলা যায় না। শোকে তাঁহার হৃদপিণ্ড বিদীর্ণ হইতেও পারে। তবে তাঁহাকে কি উপায়ে এই সংবাদ শ্রবণ করাইব ?” এই চিন্তা করিয়া তাঁহারা একটা উপায় স্থির করিলেন; তাঁহারা মুক্ত প্রাঙ্গণে তিনটি স্বর্ণদ্রোণী পাশাপাশি স্থাপন করিয়া ঘৃত, নবনীত, মধু ও সুশীতল সুগন্ধতৈল দ্বারা পূর্ণ করাইলেন। তৎপর প্রধান অমাত্য রাজার নিকট যাইয়া কহিলেন—“মহারাজ, আমি এক দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি। তাহা প্রতিষেধের জন্য আপনাকে শ্বেত বস্ত্র পরিধান করিতে হইবে এবং যাহাতে আপনার নাসিকা মাত্র দেখা যায়, সেইরূপ ভাবে এই চতুর্মধু পূর্ণ দ্রোণীতে নিমগ্ন হইয়া থাকিতে হইবে।”

সম্রাট অজাতশত্রু হিতকামী অমাত্যের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। তিনি নাসাগ্রভাগ উপরে রাখিয়া দ্রোণীতে নিমগ্ন হইলেন। তখন অমাত্য ভগবানের

পরিনির্ব্বাণ স্থান কুশীনগরের দিকে অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া রাজাকে নিবেদন করিলেন—"মহারাজ, সংসারে মরণ-মুক্ত ব্যক্তি কেহই নাই, আমাদের সর্ব্বমঙ্গল-দায়ক পুণ্যক্ষেত্র ভগবান কুশীনগরে পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।" ইহা শ্রবণ মাত্রই আজাতশত্রু মূর্চ্ছিত হইলেন। দ্রোণীপূর্ণ চতুর্মধু উষ্ণ হইয়া উঠিলে, সেই দ্রোণী হইতে রাজাকে উঠাইয়া দ্বিতীয় দ্রোণীতে স্থাপন করা হইল। রাজা সংজ্ঞা লাভ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তাতঃ, কি বলিলেন?" "মহারাজ, ভগবান পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন।" রাজা পুনরায় সংজ্ঞাহীন হইলেন। দ্বিতীয় দ্রোণী উষ্ণ হইয়া উঠিলে রাজাকে তৃতীয় দ্রোণীতে স্থাপন করা হইল। রাজা পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তাতঃ, কি বলিলেন?" "মহা-রাজ, ভগবান পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন।" রাজা পুনরায় মূর্চ্ছিত হইলেন। কর্ম্মচারীরা রাজাকে তথা হইতে উঠাইয়া স্নান করাইলেন এবং ঘটের দ্বারা মস্তকে শীতল জল ঢালিতে লাগিলেন। রাজা সংজ্ঞা লাভ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তিনি

অতীব শোকাকুল হইলেন। এমন শোক তিনি জীবনে কখনও অনুভব করেন নাই। তাঁহার পক্ষে সংসার একদিকে, ভগবান বুদ্ধ একদিকে। ভগবানের প্রতি এত প্রেম, এত আদর, এত ভক্তি, এত শ্রদ্ধা জনসাধারণের মধ্যে থাকা সম্ভব নয়। তিনি সংসার অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। পর্ব্বত-কন্দর-বৃক্ষ-লতা সমস্ত লইয়া যেন পৃথিবীটা তাঁহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে লাগিল। তাঁহার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল। নয়ন যুগল হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল। মধ্যে মধ্যে বক্ষে করাঘাত করিয়া, মস্তক-কেশ আকর্ষণ করিয়া আকুল প্রাণে আর্ত্ত-স্বরে তিনি বলিতে লাগিলেন—"কি শুনালি, কি শুনালি আমায়! ভগবন্, ভগবন্, উঃ, আমার একি সর্ব্বনাশ হল, একি সর্ব্বনাশ হল!"

অতঃপর তিনি উন্মত্তের ন্যায় বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে রোরুদ্যমান অবস্থায় জীবকের আম্র-বনাভিমুখে ধাবিত হইলেন। তথায় ভগবান যেই-স্থানে ধর্ম্ম দেশনা করিতেন সেই স্থানে যাইয়া লুণ্ঠিত হইয়া বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে

করিতে কহিলেন—"ভগবন্, এই স্থানে না আপনি বসিয়া ধর্ম্মদেশনা করিতেন। এই স্থানে না আপনি আমার শোকশৈল্য উৎপাটিত করিয়াছিলেন। এই স্থানে না অভাগাকে চরণ প্রান্তে আশ্রয় দিয়াছিলেন। হে ভগবন্, হে প্রভু, এখন আপনি কোথায়? আমার সহিত একটি কথাও বলিতেছেন না কেন? আমাকে একটি বারও কি দেখা দিবেন না? আপনার করুণার বাণী কি আর শুনিতে পাইব না?"

অতঃপর রাজা চিন্তা করিলেন—"কেবল এইরূপ ভাবে রোদন করিলে হইবে না। ভগবানের পবিত্র শারীরিক ধাতু আহরণ করিতে হইবে।" এই মনে করিয়া তিনি একজন রাজ-দূতকে পত্রসহ কুশীনগরে মল্লরাজের নিকট পাঠাইলেন। পত্রে লিখা হইল—"ভগবানও ক্ষত্রিয়, আমিও ক্ষত্রিয়। ভগবানের ধাতুর অংশ পাইবার আমিও অধিকারী। আমিও স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া ধাতু স্থাপন করিব।" দূতহস্তে পত্র প্রেরণ করিয়া তিনি আবার চিন্তা করিলেন—"ধাতু যদি প্রদান করে ভাল, নতুবা বল প্রয়োগে গ্রহণ করিব।" এই চিন্তা করিয়া চতুরঙ্গিনী সৈন্য সহ

স্বয়ং কুশীনগরের দিকে যাত্রা করিলেন।

(৪)

মহানগরী কুশীনগরে আজ হঠাৎ একি অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইতেছে। এ-কি ভীষণ লোমহর্ষকর ঘটনা সঙ্ঘটিত হইতে চলিল! চতুর্দ্দিকে হৈ হৈ রৈ রৈ ধ্বনি। বীরদর্পে কুশীনগর প্রকম্পিত। অগণিত অশ্বারোহী, তীরন্দাজ ও পদাতিক সৈন্য চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া কুশীনগরে সমবেত হইতেছে। অশ্বের ক্ষুরাঘাতে ধূলি উত্থিত হইয়া কুশীনগর সমাচ্ছন্ন। অসির ঝন্‌ঝনি, হস্তীর বৃংহিত, অশ্বের হ্রেষারব ও সৈন্যগণের কল্লোলধ্বনি দশদিকে প্রতিধ্বনিত হইয়া নগর বাসীর মনে কেমন এক ভীষণ আতঙ্কের সৃষ্টি করিতেছে।

মগধের রাজা অজাতশত্রু, বৈশালীর লিচ্ছবিগণ, কপিলবস্তুর শাক্যগণ, অল্লকপ্পকের বুলয়গণ, রামগ্রামের কোলিয়গণ, বেঠদ্বীপের ব্রাহ্মণগণ, পাবা নগরের মল্লগণ, সকলেই রণ-সজ্জায় সজ্জিত

হইয়া কুশীনগরে সমাগত হইয়াছেন। উক্ত সপ্ত রাজ্যের রাজাগণও সসৈন্যে কুশীনগরে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা সকলেই মল্লদিগকে বলিতে লাগিলেন—"আমরাও ভগবানের শারীরিক ধাতুর অংশ পাইবার অধিকারী। আমাদিগকেও ধাতুর অংশ প্রদান কর। আমরাও এক একটা স্তূপ নির্ম্মাণ করাইব।"

কুশীনগর বাসী মল্লগণ প্রত্যুত্তরে কহিলেন—"আমরা জীবিত থাকিতে ধাতু কাহাকেও দিব না। শক্তি থাকে ত বল-প্রয়োগে গ্রহণ কর। আমরা ভগবানকে এখানে আসিতে বলি নাই। তিনি দয়া পরবশ হইয়া স্বয়ংই আমাদের নিকট আগমন করিয়াছিলেন। তোমাদের দেশে কোনও মহার্ঘ রত্ন উৎপন্ন হইলে, তাহা আমাদিগকে কখনও দিবে না। দেব-মনুষ্য লোকে বুদ্ধ-রত্নের ন্যায় মহার্ঘ রত্ন আর নাই। আমরা সেই শ্রেষ্ঠ রত্ন লাভ করিয়া তাহা তোমাদিগকে কিছুতেই দিতে পারি না।"

মল্লদিগের উদ্ধত বাক্য শ্রবণে জ্বলন্ত বহ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় রাজন্যবৃন্দের অন্তরে দুর্দ্দমনীয় ক্রোধ জ্বলিয়া উঠিল, রুধির উষ্ণ হইয়া উঠিল। বীর-দর্পে তেজোদৃপ্ত বাক্যে

তাঁহারা বলিয়া উঠিলেন—"চিন্তা করিয়া বাক্য প্রয়োগ করিও। আমাদের সমক্ষে তোমরা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, মঙ্গল চাওত নির্ব্বিবাদে ধাতু প্রদান কর। নতুবা মুহূর্ত্তের মধ্যে কুশীনগর ধূলিসাৎ হইবে। তোমাদের মস্তক অসির আঘাতে ভূলুণ্ঠিত হইবে। কুশীনগরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের রক্তে অসি রঞ্জিত হইবে। ধরণী রক্ত-স্রোতে প্লাবিত হইবে।"

রাজাগণের তেজঃপূর্ণ বাক্যে মল্লগণ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের শিরায় শিরায় রক্ত সঞ্চালিত হইল। তাঁহারাও বীর-দর্পে প্রত্যুত্তর দিলেন— "মনে করিও না, কুশীনগর বীরশূন্য। তোমরা যে কেবল মাতৃস্তন্যে বর্দ্ধিত তাহা নহে, আমরাও মাতৃস্তন্যে বর্দ্ধিত। তোমরা যেমন পুরুষ, আমরাও তেমন পুরুষ। তোমরা যেমন ক্ষত্রিয় বীর, আমরাও ক্ষত্রিয় বীর। যদি জীবন বিসর্জ্জন দিতে হয়, তাহা হইলে রণক্ষেত্রে বীর-বিক্রমে যুদ্ধ করিতে করিতে বীরের ন্যায় প্রাণত্যাগ করিব। তথাপি ত্রিজগতের দুর্লভ রত্ন, হৃদয়ের আরাধ্য বস্তু নির্লজ্জের ন্যায়, হীন বীর্য্যের ন্যায় স্বেচ্ছায়

পরের হাতে বিলাইয়া দিতে পারিব না। যতক্ষণ শরীরে একবিন্দু রক্ত থাকিবে, ততক্ষণ কিছুতেই ধাতু প্রদান করিব না। এস, সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর হও; কত শক্তি ধর, একবার দেখা যাউক।” এইরূপে উভয় পক্ষের মধ্যে বাদ-প্রতিবাদ হইয়া তুমুল কোলাহলের সৃষ্টি হইল। সম্মুখ যুদ্ধের জন্য সকলে প্রস্তুত হইল।

তখন দ্রোণ নামক ব্রাহ্মণ তাঁহাদের পরস্পারের মধ্যে এইরূপ কলহের সৃষ্টি হইয়াছে দেখিয়া চিন্তা করিলেন— “এই রাজাগণ ভগবানের পরিনির্ব্বাণের স্থানে বিবাদ আরম্ভ করিয়া দিলেন। ইহা নিতান্ত অন্যায়। ইহাদিগকে উপশমিত করাই আমার উচিত।” এই মনে করিয়া তিনি সেই জন-সমুদ্রের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। তিনি কোন এক উচ্চস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া সকলকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সেই ভীষণ কোলাহলের মধ্যে তাঁহার উপদেশ বাক্য ভাসিয়া গেল। তাঁহার কথা কেহই শুনিতে পাইল না। তিনি অনেক চেষ্টায় বহুক্ষণ পরে সকলকে নীরব করিতে সমর্থ হইলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

তখনকার দিনে দ্রোণব্রাহ্মণ সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী সুপণ্ডিত বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত ছিলেন। রাজা, প্রজা নির্ব্বিশেষে বহু প্রসিদ্ধ কুলজাত ব্যক্তি তাঁহার নিকট শিক্ষা লাভ করিতেন। তদ্ধেতু তাঁহাকে আচার্য্য বলিয়া সকলে সম্মান করিতেন। আচার্য্যের শব্দ শ্রবণ মাত্র সকলেই নীরব হইলেন। তখন আচার্য্য প্রিয় সম্ভাষণে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন—"হে প্রিয় জন মণ্ডলী, আপনারা সকলেই আমার একটি মাত্র বাক্য শ্রবণ করুন। আমাদের বুদ্ধ ক্ষান্তিবাদী ছিলেন। তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভের পূর্ব্বেও ভূরিদত্ত নাগরাজ, সঙ্খপাল নাগরাজ, ক্ষান্তিবাদী তাপসাদি বোধিসত্ত্ব অবস্থায়ও বহুবার ক্ষমা করিয়া তিনি ক্ষান্তি পারমি পূর্ণ করিয়াছিলেন। সেই ক্ষান্তিবাদী পুরুষশ্রেষ্ঠ ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধের ধাতুর জন্য যুদ্ধ করা, আপনাদের উচিৎ নহে। হে ক্ষান্তিবাদী বুদ্ধের ভক্তবৃন্দ, আপনারাও ক্ষমাশীল হউন। ক্রোধ বর্জ্জন করুন, আপনারা পরস্পর মৈত্রী চিত্তে বন্ধুতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়া ভগবানের শারীরিক ধাতুর এক এক অংশ গ্রহণ

করুন। সকলেই ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া প্রসন্ন চিত্তে প্রস্থান করুন। ভগবানের ধাতু আট ভাগে বিভক্ত করিব। এক এক অংশ আপনারা গ্রহণ করিয়া আপনাদের রাজ্যে এক একটা স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন। বুদ্ধের প্রতি বহুজন প্রসন্ন। ভগবানের এই ধাতু-স্তূপ পূজা করিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন।"

আচার্য্যের এবম্বিধ যুক্তি পূর্ণ বাক্যে সকলে সন্তুষ্ট হইলেন। আচার্য্যের উপদেশ সকলেই ধন্যবাদের সহিত গ্রহণ করিলেন। মল্লগণও তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর সকলেই তাঁহাকে ধাতু সমূহ সমভাগে বিভক্ত করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য ধাতু রক্ষিত স্বর্ণ-নৌকা বিবৃত করিলেন। আবরণ অপসারিত করার সঙ্গে সঙ্গেই ধাতু হইতে ষড়রশ্মি বাহির হইয়া চতুর্দ্দিক উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত করিল। রাজাগণ তথায় উপস্থিত হইয়া শোকাভিভূত চিত্তে একত্রে সমস্ত ধাতু অবলোকন করিলেন। সকলে ভগবানের গুণাবলী স্মরণ করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে কহিলেন—"হে ভগবন্, আপনি

পরিনির্ব্বাণের পূর্ব্বেও সোণার বরণ ছিলেন। আজও আমরা আপনার সোণার বরণ শরীর দর্শন করিতেছি।” এই বলিয়া সকলেই ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

তখন দ্রোণাচার্য্য তাঁহাদের অন্যমনস্কভাব দেখিয়া সেই অবসরে ভগবানের দক্ষিণ দন্তধাতু গ্রহণ করিয়া তাঁহার মস্তক-বেষ্টনীর মধ্যে অতি গোপনে রক্ষা করিলেন। অতঃপর ধাতু সমূহ আটভাগে সুবিভক্ত করা হইল। সমস্ত ধাতু ষোল সের ছিল। এক এক ভাগে দুই সের করিয়া বণ্টন করা হইল।

ব্রাহ্মণের ধাতু বিভাগ সময় ইন্দ্ররাজ ভগবানের দক্ষিণ দন্ত ধাতু কোথায় চিন্তা করিলেন। তিনি দিব্যজ্ঞানে জানিতে পারিলেন—“ব্রাহ্মণই তাহা গ্রহণ করিয়াছেন”। তখন ইন্দ্ররাজ চিন্তা করিলেন—“এই ব্রাহ্মণ এই ধাতুর উপযুক্ত নয়। কারণ এই ধাতুর যথোপযুক্ত পূজা সৎকার করা এই ব্রাহ্মণের সাধ্যাতীত। ব্রাহ্মণ হইতে এই ধাতু আমিই গ্রহণ করিব।” এই চিন্তা করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণের মস্তক-বেষ্টনী হইতে

তাঁহার অজ্ঞাতসারে ধাতু গ্রহণ করিলেন এবং ত্রিদশালয়ে স্বর্ণকরণ্ডে সেই ধাতু রক্ষা করিয়া চুলামণি চৈত্যে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন।

ধাতুর বিভাগ কার্য্য সমাধা হইল। ব্রাহ্মণ স্বীয় বেষ্টনী অভ্যন্তরে ধাতু না পাইয়া বিশেষ চিন্তিত হইলেন। চুরি করিয়া গ্রহণ করাতে ধাতু সম্বন্ধে কাহারও নিকট জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস পাইলেন না। ধাতু হারাইয়া তিনি যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন। ধাতু হারাইয়া অগত্যা যাহা দ্বারা তিনি ধাতু ওজন করিয়াছিলেন—সেই তুলাদণ্ডখানা যাচ্ঞা করিয়া লইলেন। তাহার উপরই তিনি স্তূপ নির্ম্মাণ করিলেন।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রথম সঙ্গীতি

ভগবানের পরিনির্ব্বাণের পর দুই সপ্তাহ অতীত হইল। মহাকশ্যপ স্থবির চিন্তাযুক্ত হইলেন। পাবা হইতে কুশীনগর আসিবার কালীন বৃদ্ধ প্রব্রজিত সুভদ্র যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা চিন্তা করিয়া মহাকশ্যপের ধর্ম্ম সংবেগ উৎপন্ন হইল। "অহো, অচিরেই বুঝি সদ্ধর্ম্ম বিনাশ পাইবে। সুভদ্রের মুখে যাহা উচ্চারিত হইল, ভবিষ্যতে পাপমতি ভিক্ষুরা তাহা শ্রবণ করিয়া তাহার পক্ষাবলম্বনও করিতে পারে। এইরূপ হইলে ভবিষ্যতে তাহা বিষময় ফল প্রদান করিবে। ভগবান বলিয়াছিলেন—"হে আনন্দ, আমি যে সমস্ত ধর্ম্ম-বিনয় দেশনা ও প্রজ্ঞাপিত করিয়াছি, তাহা আমার পরিনির্ব্বাণের পর শাস্তারূপে বিদ্যমান থাকিবে।" এই সদ্ধর্ম্ম যাহাতে

দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, তজ্জন্য ধর্ম্ম-বিনয় সংগ্রহ করিব। এক সময় ভগবান বলিয়াছিলেন—"এই মহাকশ্যপ সদ্ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাপন করিবে।" ভগবান এই জন্যই আমার সহিত চীবর পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ভগবান আমাকে কত অনুগৃহীত করিয়াছিলেন।" তিনি এই চিন্তা করিয়া ভিক্ষুসংঘকে আহ্বান করিলেন। তখন ভগবানের পরিনির্ব্বাণ স্থানে সাত লক্ষ ভিক্ষু একত্রিত হইয়াছিলেন। তিনি ভিক্ষুসংঘকে সুভদ্রের কথা প্রকাশ করিয়া কহিলেন। ইহাতে ভিক্ষু-সংঘ নিরতিশয় দুঃখিত হইলেন। তখন মহাকশ্যপ সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"হে আয়ুষ্মানগণ, এখন ভগবানের দেশিত ধর্ম্ম-বিনয় সংগ্রহ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। আমরা ধর্ম্ম-বিনয় সংগ্রহ করিব।"

তখন ভিক্ষুগণ কহিলেন—"তাহা হইলে ভন্তে, সেইরূপ উপযুক্ত ভিক্ষুগণকে নির্ব্বাচন করুন।"

মহাকশ্যপ সাধারণ ভিক্ষু হইতে অরহত পর্য্যন্ত বহু সহস্র ভিক্ষু বাদ দিয়া ত্রিপিটকজ্ঞ প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্ত মহানুভব সুদক্ষ ভগবানের উপাধি

প্রাপ্ত ত্রিবিদ্যা সম্পন্ন একূন পঞ্চশত অরহত ভিক্ষু নির্ব্বাচন করিলেন, তখন ভিক্ষুসংঘ অনুরোধ করিলেন—"ভন্তে, আনন্দ স্থবির প্রায়সময় ভগবানের সঙ্গেই থাকিতেন; ভগবানের নিকট ধর্ম্ম-বিনয় শিক্ষা করিয়াছেন; ধর্ম্ম-বিনয়ে তিনি অতি সুদক্ষ। অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাকেও গ্রহণ করুন।" ভিক্ষুদের অনুরোধে আনন্দ স্থবিরকেও গ্রহণ করা হইল। তখন ভিক্ষুগণ চিন্তা করিলেন—"কোথায় এই সঙ্গীতির অধিবেশন হইবে?" চিন্তা করিয়া সকলে স্থির করিলেন—"রাজগৃহই উপযুক্ত হইবে।" তখন কাশ্যপ স্থবির ভিক্ষুসংঘের নিকট প্রকাশ করিলেন—"হে ভিক্ষুগণ, রাজগৃহে প্রথম সঙ্গীতির অধিবেশন হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইল। নির্ব্বাচিত ভিক্ষু ব্যতীত অন্য ভিক্ষু তথায় আগামী বর্ষা যাপন করিতে পারিবেন না।"

অতঃপর মহাকশ্যপ প্রমুখ কয়েকজন ভিক্ষু রাজা অজাতশত্রুর নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা ভিক্ষুগণকে দেখিতে পাইয়া সসম্ভ্রমে ভিক্ষুদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন মহাকশ্যপ

কহিলেন—“মহারাজ, রাজগৃহে পাঁচশত ভিক্ষু বর্ষাবাস করিবেন। এই রাজগৃহে অষ্টাদশ খানা মহা বিহার আছে। সেই সমূহের সংস্কার করিবার জন্য লোক প্রদান করুন। রাজা “অতি উত্তম” বলিয়া কার্য্যকারক দ্বারা বিহার গুলি সংস্কার করাইয়া দিলেন। বিহারের সংস্কারের কার্য্য সমাপ্ত হইলে ভিক্ষুগণ আসিয়া রাজাকে কহিলেন—“মহারাজ, বিহারের সংস্কার কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে। এখন আমরা ভগবান দেশিত ধর্ম্ম-বিনয় সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা করি।”

রাজা আনন্দিত হইয়া কহিলেন—“অতি উত্তম ভন্তে, তৎজন্য আমাকে যাহা আদেশ করেন, তাহা প্রতিপালন করিতে প্রস্তুত আছি। আপনাদের যাহা যাহা প্রয়োজন, তাহা প্রাণপণে সম্পাদন করিয়া দিব। বর্ত্তমানে আমাকে কি করিতে হইবে আদেশ করুন।”

কশ্যপ স্থবির কহিলেন—“মহারাজ, সঙ্গীতি কারক ভিক্ষুদের উপবেশনের জন্য সেইরূপ উপযুক্ত স্থানের প্রয়োজন।” রাজা কহিলেন—“ভন্তে, কোথায়

সেই স্থান নির্দ্দিষ্ট করিলে ভাল হইবে।” স্থবির কহিলেন—“মহারাজ, বেভার পর্ব্বতের পার্শ্বে সপ্তপর্ণী গুহার দ্বারে বন্দোবস্ত করিলে ভাল হইবে।” রাজা স্থবিরের বাক্য অতি আনন্দের সহিত সমর্থন করিলেন।

অতঃপর মহারাজ অজাতশত্রু সপ্তপর্ণী গুহাদ্বারে অতি বিচিত্র দেববিমান সদৃশ এক সুবৃহৎ ধর্ম্ম মণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইলেন। সেই মহামণ্ডপে পঞ্চশত ভিক্ষুর বসিবার মহার্ঘ আসন সুসজ্জিত করাইলেন। মণ্ডপের দক্ষিণ ভাগে উত্তরাভিমুখী করিয়া স্থবিরদের আসন, মণ্ডপ মধ্যে পূর্ব্বাভিমুখী ভগবান বুদ্ধের আসনোপযুক্ত ধর্ম্মাসন সজ্জিত করাইলেন। তথায় হস্তীদন্ত নির্ম্মিত একখানা ব্যজনী স্থাপন করিয়া রাজা মহাকশ্যপ স্থবিরকে নিবেদন করিলেন—“ভন্তে, আমার কার্য্য সম্পন্ন করা হইয়াছে।”

মহাকশ্যপ ভিক্ষুসঙ্ঘকে বলিয়া দিলেন—“হে ভিক্ষুগণ, ধর্ম্ম-মণ্ডপ প্রস্তুত হইয়াছে। আগামী কল্য সকলকে তথায় সমবেত হইয়া সঙ্গীতি আরম্ভ করিতে হইবে।” তখন ভিক্ষুগণ আনন্দ স্থবিরকে কহিলেন—“আয়ুষ্মান, আগামী কল্য সমবেত হইবার

দিন। তুমি এখনও স্রোতাপন্ন, তোমার করণীয় কার্য্য এখনও অবশিষ্ট আছে। অরহত না হইয়া ধর্ম্ম-সভায় উপস্থিত হওয়া তোমার অনুচিত, অপ্রমত্ত হও।"

আনন্দ স্থবির চিন্তা করিলেন—"আগামী কল্য ধর্ম্ম-সভায় আমাকে উপস্থিত হইতে হইবে। আমার এই অবস্থায় যাওয়া সমীচীন নহে। নিশ্চয়ই আমি অর্হৎ হইয়া ধর্ম্ম-সভায় যোগদান করিব।" এই মনে করিয়া তিনি সর্ব্বরাত্রি কায়গতস্মৃতি ভাবনা করিতে করিতে চঙ্ক্রমণ করিতে লাগিলেন। নিশা অবসানে প্রত্যুষ কাল সমাগত হইল। তিনি তখনও তৃষ্ণা ক্ষয় করিতে পারিলেন না। তাই তিনি নিতান্ত দুঃখিত হইলেন তিনি দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে চিন্তা করিলেন—"অদ্য সঙ্গীতি আরম্ভ হইবার দিন। অথচ এখনও আমি অর্হৎ হইতে পারিলাম না ভগবান পরিনির্ব্বাণ সময়ে বলিয়াছিলেন —"হে আনন্দ, অচিরেই তুমি তৃষ্ণা ক্ষয় করিবে।" এখনও যে আমি তৃষ্ণা ক্ষয় করিতে পারিলাম না, আর কখন পারিব? সর্ব্বরজনী অনিদ্রায় কাটাইলাম, এখন একটু

বিশ্রাম করিলে ভাল হয়।" এই মনে করিয়া তিনি দুঃখিত চিত্তে চঙ্ক্রমণ হইতে বিরত হইয়া শয়ন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। তথায় মঞ্চের উপর উপবেশন করিয়া শয়ন করিবার জন্য মৃত্তিকা হইতে পদদ্বয় উত্তোলন করিতেছেন, উপধানেও শির রক্ষা করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমনই সময়ে তাঁহার চিত্ত তৃষ্ণা হইতে বিমুক্ত হইল। তিনি অর্হৎ হইলেন। এই বুদ্ধশাসনে শায়িত অবস্থায়ও নহে, উপবিষ্ট অবস্থায়ও নহে, স্থিত অবস্থায়ও নহে, চঙ্ক্রমণ অবস্থায়ও নহে---এই চারি ঈর্য্যাপথের কোন অবস্থাতেই না থাকিয়া তৃষ্ণা ক্ষয় করিয়াছেন, একমাত্র আনন্দ স্থবির।

পরদিন সকলেই ধর্ম্মমণ্ডপে সমবেত হইলেন। আনন্দ স্থবির এখনও উপস্থিত হন নাই। অনুক্রমে ভিক্ষুগণ যথোপযুক্ত আসনে উপবিষ্ট হইলেন, কিন্তু আনন্দ স্থবিরের আসন শূন্য রহিল। সকলে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন— "এই শূন্য আসন কাহার?" উত্তর হইল— "আনন্দ স্থবিরের।" কোন কোন স্থবির জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন— "আনন্দ স্থবির

কোথায় গেলেন ?"

তখন আনন্দ স্থবির চিন্তা করিলেন— "ধর্ম্ম সভায় উপস্থিত হইবার এই আমার উপযুক্ত সময়। তবে আমি যে তৃষ্ণা ক্ষয় করিয়াছি, তাহা সকলকে জানাইব। এই চিন্তা করিয়া তিনি সেই মুহূর্ত্তেই মৃত্তিকা অভ্যন্তরে নিমগ্ন হইয়া আসনের নিকট উত্থিত হইলেন এবং আসনে উপবিষ্ট হইয়া দেখা দিলেন। তখন সকলে অবগত হইলেন— "আনন্দ স্থবির অরহত হইয়াছেন।"

পঞ্চশত ভিক্ষু সকলেই উপস্থিত হইলে, মহাকশ্যপ স্থবির ভিক্ষুসংঘকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন— "হে আয়ুষ্মানগণ, এখন আমরা ধর্ম্ম বিনয় সংগ্রহ করিব। সকলেই সেই দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করিও। অতঃপর মহাকশ্যপ স্থবির উপালি স্থবিরকে বিনয় সম্বন্ধে এক একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। উপালি স্থবিরও তাহার সম্যক উত্তর প্রদান করিলেন। এইরূপে বিনয় সংগ্রহ করা হইলে, আনন্দ স্থবিরকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আনন্দ স্থবিরও তাহার সম্যক

উত্তর প্রদান করিলেন। এইরূপে ধর্ম্ম-বিনয় সংগ্রহ করিতে সাত মাস অতিবাহিত হইল। সাত মাসের পর সঙ্গীতি শেষ হইলে ভিক্ষুগণ সাধু-বাদ প্রদান করিলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে ভৈরব-রবে পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠিল। তখন মনে হইল,—"এই অচেতন পৃথিবীও এই সাধু কার্য্যের সমর্থন করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছে।" মহা-রাজ অজাতশত্রু এই সাত মাস যাবৎ সঙ্গীতি-কারক ভিক্ষুসংঘের ব্যবহারোপযোগী যাবতীয় উপকরণ এবং প্রচুর পরিমাণে আহার্য্য পানীয়াদির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সঙ্গীতির অধিবেশন যাহাতে সুচারু-রূপে সম্পন্ন হয়, তজ্জন্য তিনি বিশেষ যত্নবান ছিলেন।

বিংশতিতম পরিচ্ছেদ

ধাতু নিধান।

ভগবানের প্রতি অজাতশত্রুর কি যে মমতা, কি যে প্রাণের টান ছিল, তাহা লেখনী সাহায্যে বুঝান সাধ্যাতীত। ভগবানের পরিনির্ব্বাণের সংবাদ শুনিয়া অজাতশত্রু তিনবার মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হন। ইহা দ্বারা কতেক অনুভব করা যায়, অজাতশত্রুর সেই মমতা, সেই প্রাণের টান কতদূর। অজাতশত্রু ভগবানকে হারাইয়া তাঁহার শারীরিক ধাতুকে ভগবান বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। তিনি সেই ধাতুর প্রতি মন-প্রাণ ঢালিয়া দিলেন। ধাতু নিয়া কুশীনগর হইতে রাজগৃহে উপস্থিত হইতে সাতবৎসর সাতমাস সাতদিন অতীত হইতে চলিল, তথাপি রাজার উৎসবেরও অবসান হইল না; রাজ-

গৃহেও ধাতু নিয়া উপস্থিত হইতে পারিলেন না। এই দীর্ঘকাল ব্যাপী তিনি মহোৎসবের সহিত ধাতু-পূজায় রত রহিলেন।

কুশীনগর হইতে রাজগৃহ পঞ্চবিংশতি যোজন (দুইশত মাইল) ব্যবধান। তিনি মহোৎসবের সহিত ধাতু লইয়া যাইবার জন্য কুশীনগর হইতে রাজগৃহ পর্য্যন্ত এক বিস্তৃত পথ প্রস্তুত করাইলেন। রাজার আদেশে মগধ-রাজ্যের অধিকাংশ লোককে এই ধাতু-উৎসবে যোগদান করিতে হইল। সেই উৎসবামোদিত জনসমুদ্র বিবিধ বাদ্যধ্বনি ও বিবিধ উপচারে পূজা করিতে করিতে রাজগৃহ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। যে কোন স্থানে বর্ণ-গন্ধ সম্পন্ন কোন পুষ্প দেখা যাইত, সেই স্থানে শোভাযাত্রা বন্ধ করিয়া যতদিন যাবৎ সেই পুষ্প প্রস্ফুটিত হই-বার নিয়ম, ততদিন যাবৎ সেইস্থানে অবস্থান করিয়া সেই পুষ্পের দ্বারা তিনি ধাতু পূজা করিতে লাগি-লেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ উৎসবেরও অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। এইরূপে আসাতে সাত বৎসর সাত মাস সাত দিন পরেও শোভাযাত্রা রাজগৃহে

উপস্থিত হইতে পারিল না। রাজার প্রবল ইচ্ছারও তৃপ্তি হইল না।

সেই পরিষদের মধ্যে অনেক মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিও ছিল। এই দীর্ঘকাল ব্যাপী উৎসব তাহাদের অন্তরে বিরক্তির সঞ্চার করিল। তাহারা এই বলিয়া নিন্দা করিতে লাগিল—"শ্রমণ গৌতমের পরিনিব্বাণ কালাবধি আমাদের দ্বারা বলপূর্ব্বক উৎসব করান হইতেছে। আমাদের উপর এ কেমন উপদ্রব আরম্ভ হইল। আমাদের কাজ-কর্ম্ম সমস্ত নষ্ট হইয়া গেল, আমাদের সর্ব্বনাশ হইল।" এই-রূপে তাহারা তাহাদের চিত্ত দূষিত করিল। সেই চিত্ত প্রদুষ্ট ছিয়াশী হাজার মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন মনুষ্য-গণ মরণান্তে অপায় গমন করিল। অরহতেরা মনুষ্যদের এইরূপ ভাবে অপায় গমনের কারণ দিব্য-জ্ঞানে জানিতে পারিয়া ইন্দ্ররাজকে কহিলেন—"হে দেবরাজ, মনুষ্যেরা প্রদুষ্ট চিত্তে অপায় গমন করি-তেছে। যথাশীঘ্র ধাতু আহরণের উপায় করুন।"

ইন্দ্ররাজ কহিলেন—"ভন্তে, পৃথগজনের মধ্যে অজাতশক্রর ন্যায় শ্রদ্ধাবান আর কেহই নাই। আমি

বলিলেও তিনি আমার কথা গ্রাহ্য করিবেন না। তবে একটা উপায় আছে, যদি বিবিধ বীভৎসাকার ধারণ করিয়া ভয় দেখান যায়, ভীতি-ব্যঞ্জক বিকট শব্দ করা হয় এবং আপনারাও যদি বলেন—"মহারাজ অমনুষ্যেরা কোপিত হইয়াছে, ধাতু যথাশীঘ্র আহরণ করুন।" এইরূপ হইলে তিনি আহরণ করিবেন সন্দেহ নাই।"

অতঃপর ইন্দ্ররাজ কথিত মতে ভয় প্রদর্শন ও বিকট শব্দ করিতে লাগিলেন। অরহতেরা মহারাজ অজাতশত্রুকে কহিলেন—"মহারাজ, অমনুষ্য কোপিত হইয়াছে, শীঘ্র ধাতু আহরণ করুন।" রাজা কহিলেন—"ভন্তে, এখনও যে আমার আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা সাধন হয় নাই, মনের তৃপ্তি সম্পাদন হয় নাই।" ভিক্ষুরা কহিলেন—"তথাপি মহারাজ, আহরণ করুন।"

মহারাজ অজাতশত্রু অগত্যা ধাতু আহরণ করিতে বাধ্য হইলেন। সপ্তাহ কাল পরে ধাতু নিয়া রাজগৃহে উপস্থিত হইলেন। অতি উৎসবের সহিত ধাতু-চৈত্য নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে ধাতু নিধান

করিলেন এবং অনবরত পূজা উৎসবে রত রহি-
লেন। অন্যান্য রাজগণও তাঁহাদের রাজ্যে এক
একটি ধাতু-চৈত্য নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন।

একদা মহাকশ্যপ স্থবির চিন্তা করিলেন—
"এইরূপ অবস্থায় যদি ধাতু সমূহ থাকে, তাহা
হইলে ভবিষ্যতে ধাতুর অন্তরায় উপস্থিত হইবার
সম্ভাবনা। ধাতু যাহাতে চিরস্থায়ী হয়, সেইরূপ
উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে।" এই চিন্তা করিয়া
তিনি অজাতশত্রুর নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি
তাঁহাকে কহিলেন—"মহারাজ, আপনাকে এক বৃহ-
দাকারে ধাতু নিধান করিতে হইবে।" অজাতশত্রু
কহিলেন—"হাঁ ভন্তে, নিধান করার ভার আমার
উপর রহিল, তবে কি প্রকারে এই সমস্ত ধাতু আহরণ
করিব?" মহাকশ্যপ সহাস্যে কহিলেন—"মহারাজ,
ধাতু আহরণ করা তত দুষ্কর কিছুই নহে। আমি
ধাতু আহরণ করিয়া দিব।" রাজা আনন্দসহকারে
কহিলেন—"ভন্তে, তাহা হইলে উত্তম কথা। আপনি
ধাতু আহরণ করিয়া দেন, আমি নিধান করিব।"

কশ্যপ স্থবির ঋদ্ধি-প্রভাবে অন্যান্য রাজগণের

ধাতু-চৈত্য হইতে তাঁহাদের পূজার জন্য অল্প অল্প ধাতু রাখিয়া আর সমস্ত ধাতু আহরণ করিলেন। কিন্তু রাম গ্রামের ধাতু সমূহ নাগরাজের পরিগৃহীত হওয়াতে তাহা নষ্ট হইতে পারিবে না এবং ভবিষ্যতে লঙ্কাদ্বীপে মহাবিহারের মহাচৈত্যে সেই ধাতু নিধান করা হইবে, তদ্ধেতু তিনি তাহা আহরণ করিলেন না।

ধাতু সমূহ রাজগৃহের পূর্ব্ব-দক্ষিণ পার্শ্বে নিধান করিবার জন্য একটা স্থান নির্দ্দিষ্ট করা হইল। সেই স্থানটা গভীরভাবে খনন করিবার জন্য রাজা আদেশ দিলেন। মহাকশ্যপ স্থবির সেই স্থানে স্থিত হইয়া এই বলিয়া অধিষ্ঠান করিলেন—"এই স্থানের মৃত্তিকাভ্যন্তরে যেই পাষাণ আছে, তাহার অন্তর্দ্ধান হউক; মৃত্তিকা বিশুদ্ধ হউক এবং নিম্নতম প্রদেশ হইতে জল উত্থিত না হউক।"

রাজা সেই স্থান খনন করাইয়া সেই মৃত্তিকা-দ্বারা ইষ্টক নির্ম্মাণ করাইলেন। সেই স্থানের চতুষ্পার্শ্বে অশীতি মহাস্থবিরের উদ্দেশ্যে আশীটি চৈত্য নির্ম্মাণ করাইলেন। "রাজা এই স্থানে কি করিতে-ছেন" বলিয়া যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, তবে বলা

হয়—"মহাস্থবিরদের চৈত্য নির্ম্মাণ করিতেছেন" সকলে তাহাই মনে করিয়া নিল। কিন্তু ধাতু নিধান সম্বন্ধে কেহই অবগত হইল না।

ধাতু নিধান স্থান আশী হাত গভীর হইলে নিম্নভাগে লৌহপাত বিছাইয়া তথায় তাম্র লৌহময় সুবৃহৎ এক গৃহ নির্ম্মাণ করাইলেন। সেই গৃহাভ্যন্তরে আটটি হরিৎ-চন্দনের স্তূপ, আটটি রক্ত-চন্দনের স্তূপ, আটটি হস্তী-দন্তের স্তূপ, আটটি সর্ব্ব রত্নময় স্তূপ, আটটি স্বর্ণময় স্তূপ, আটটি রজতময় স্তূপ, আটটি মণিময় স্তূপ, আটটি লোহিতঙ্কময় স্তূপ, আটটি মসারগল্লময় স্তূপ, আটটি স্ফটিকময় স্তূপ। এই সর্ব্বশুদ্ধ অশীতিটি স্তূপ নির্ম্মাণ করাইলেন। ভগবানের ধাতুসমূহ অশীতি অংশে বিভক্ত করিয়া এক এক অংশ এক একটি করণ্ডে স্থাপন করিলেন। চৈত্য সমূহ যেই যেই ধাতুদ্বারা প্রস্তুত করা হইয়াছে, করণ্ড সমূহও সেই সেই ধাতুর দ্বারা প্রস্তুত করা হইল। চন্দন-স্তূপে চন্দন-করণ্ড, স্বর্ণ-স্তূপে স্বর্ণ-করণ্ড। স্তূপ যেই ধাতুময়, তাহার মধ্যে স্থাপিত করণ্ডও সেই ধাতুময়।

হরিৎ-চন্দনের ছোট একটি করণ্ডে একাংশ ধাতু রক্ষা করিয়া মহারাজ অজাতশত্রুর মস্তক স্পর্শ করাইয়া আবার সেই করণ্ডটি তাহা হইতে সামান্য বৃহদাকার অন্য একটি হরিৎ-চন্দনের করণ্ডে স্থাপন করিলেন। সেইটি আবার অপর একটি হরিৎ-চন্দনের করণ্ডে স্থাপন করিলেন। এইরূপে একত্রীভূত আটটি হরিৎ-চন্দনেব করণ্ড একটি হরিৎ চন্দনের স্তূপে নিধান করা হইল। এইরূপে এক একটি করণ্ডের মধ্যে সাতটি করণ্ড রক্ষা করিয়া এক একটি স্তূপে নিধান করা হইল। এইরূপে সমস্ত ধাতু নিধান করা হইলে, সর্ব্বোপরিভাগ স্ফটিকের দ্বারা আবৃত করিলেন। স্ফটিকের উপর সর্ব্বরত্নময়, তদুপরি স্বর্ণময়, তদুপরি রজতময়, তদুপরি তাম্রলোহময় গৃহ নির্ম্মাণ করাইলেন। সেই গৃহে বিবিধ জাতক, অশীতি মহাস্থবিরের প্রতিমূর্ত্তি, শুদ্ধোদন মহারাজ, মহামায়া দেবী ও সপ্তসহজাত প্রভৃতির স্বর্ণময় প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইলেন। পঞ্চশত স্বর্ণঘট ও পঞ্চশত রজতঘট স্থাপন করাইলেন। পঞ্চশত ধ্বজা উড্ডীন করাইলেন। পঞ্চশত স্বর্ণ-প্রদীপ ও পঞ্চশত রৌপ্য-প্রদীপ সুগন্ধ তৈল পূর্ণ করাইয়া

প্রদীপ্ত করাইলেন। জলজ-স্থলজ বিবিধ সৌরভ গন্ধ-যুক্ত পুষ্প পূজা করিলেন। অতঃপর মহাকশ্যপ স্থবির এই বলিয়া অধিষ্ঠান করিলেন—"পুষ্প শুষ্ক না হউক, গন্ধ বিনাশ না হউক, প্রদীপ নির্ব্বাপিত না হউক।" এই বলিয়া অধিষ্ঠান করার পর স্বর্ণপাতে তিনি এইরূপ খোদিত করিয়া দিলেন—"অনাগতে প্রিয়দাস নামক কুমার ছত্র উঠাইয়া ধর্ম্মরাজ অশোক নামে অভিহিত হইবেন। তিনি ভগবানের এই শারীরিক ধাতুসমূহ জম্বুদ্বীপের নানাস্থানে বিস্তার করিবেন।"

মহারাজ অজাতশত্রু মহা অর্ঘ্যসম্ভারদ্বারা পূজা করিয়া অভ্যন্তর হইতে দ্বার বন্ধ করিতে করিতে বাহির হইলেন। তাম্র-লৌহময় অন্তিম দ্বার বন্ধ করার পর দ্বারে এক বৃহৎ মণিখণ্ড স্থাপন করিয়া তথায় লিখাইলেন—"অনাগতে দরিদ্র রাজা এই মণি গ্রহণ করিয়া ধাতু সমূহের সৎকার করিবে।" তৎপর শিলা পরিক্ষিপ্ত করাইয়া উপরিভাগ আচ্ছাদন করাইলেন। মৃত্তিকার দ্বারা ভূমি সমান করাইয়া তদুপরি পাষাণ স্তূপ নির্ম্মাণ করাইলেন। এইরূপে মহারাজ অজাতশত্রু ধাতুনিধান কার্য্য সমাপ্ত করিলেন।

বিংশতিতম পরিচ্ছেদ

ভগবানের পরিনির্ব্বাণের দুইশত আঠার বৎসর পরে মহারাজ অশোক এই ধাতু গ্রহণ করিয়া ভারতের নানাস্থানে চৌরাশী হাজার চৈত্য নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে আবার নিধান করাইয়াছিলেন।

পরিশিষ্ট

মহারাজ অজাতশত্রু বত্রিশ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট কাল অতি পবিত্র ভাবে অতিবাহিত করেন। বুদ্ধ-শাসনের যাহাতে উপকার সাধিত হয়, তজ্জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। ত্রিরত্নের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা, মৃত্যুর পূর্ব্ব-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অটুট্ ভাবে বিদ্যমান ছিল। তাঁহার বত্রিশ বৎসর রাজত্বের পর তদীয় পুত্র উদয়িভদ্রের হস্তে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহাদের বংশানুক্রমে পাঁচজন রাজা পুত্রের হস্তে নিহত হন। অজাতশত্রু বিম্বিসারকে, উদয়িভদ্র অজাতশত্রুকে, মহামুণ্ড উদয়িভদ্রকে, অনুরুদ্ধ মহামুণ্ডকে, নাগদাস অনুরুদ্ধকে হত্যা করেন। অবশেষে প্রজাগণ কোপিত হইয়া "এই রাজা বংশচ্ছেদক; এই পিতৃঘাতী রাজার কোন

প্রয়োজন নাই।" এই বলিয়া প্রজাগণ নাগদাসকে হত্যা করিল।

অজাতশত্রু মৃত্যুর পর লৌহকুম্ভী নরকে উৎপন্ন হইলেন। অদ্যাবধি তিনি তথায় নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। ষাট হাজার বৎসর পরে তিনি লৌহ-কুম্ভী হইতে মুক্তি পাইবেন। পরে তিনি "বিদিত-বিশেষ" নামক প্রত্যেক বুদ্ধ হইয়া পরিনির্ব্বাণ লাভ করিবেন।

সমাপ্ত।